BANGLA POST Year: 21 ◆ Issue: 1027 ◆ Friday 13 September - Thursday 19 September 2024 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

মুখোমুখি হচ্ছেন ট্রাম্প-কমলা

–১৫ পৃষ্ঠায়

জাতির উদ্দেশে ভাষণে ড. মুহাম্মদ ইউনূস

আমাদের সফল হতেই হবে

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, 'আমাদের কাজ বড় কঠিন, কিন্তু জাতি হিসেবে এবার ব্যর্থ হওয়ার কোনো অবকাশ আমাদের নেই। আমাদের সফল হতেই হবে।'

দেশবাসীর সহযোগিতার হাত ধরে এই সাফল্য আসবে এমন দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, 'আপনাদের সহযোগিতার কারণেই সাফল্য আসবে। আমাদের কাজ হবে আপনার, আমার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করা। এখন আমরা দ্বিতীয় মাস শুরু করছি। আমাদের দ্বিতীয় মাসে যেন আপনাদের মনে দৃঢ় আস্থার সৃষ্টি করতে পারি সে চেষ্টা করে যাবো।'

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের দাবির প্রেক্ষিতে সংবিধান, বিচার বিভাগ, নির্বাচন ব্যবস্থা, পুলিশ, প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কারে ছয়টি কমিশন গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এক মাস পূর্তি উপলক্ষে বুধবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে তিনি এই ঘোষণা দেন। আধাঘণ্টার বেশি সময় স্থায়ী প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়। ভাষণে ড. ইউনূস চলমান সংস্কার প্রক্রিয়া, শিল্প-কারখানার বর্তমান পরিস্থিতি, নিত্যপণ্যের দাম কমানো, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আর্থিক খাত, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কসহ নানা বিষয়ে কথা বলেন।

তিনি বলেন, শিল্প-কারখানা বন্ধ হলে অর্থনীতিতে বিরাট আঘাত পড়বে, সমস্যার সমাধান বের করবো, কারখানা

খোলা রেখে অর্থনীতির চাকা সচল রাখুন। ন্যায্যতা এবং সমতার ভিত্তিতে ভারতসহ প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহের সঙ্গে সুসম্পর্ক চাই উল্লেখ করে তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আমাদের দেশ যেন বিশ্বের কাছে পরিচিত হয়, কোনো নেতা বা দল নয়, দেশের পরিকল্পনা যেন মানুষকেন্দ্রিক হয়। দেশের মানুষকে আর ফাঁকি দেয়া চলবে না। কর্মসংস্থান তৈরি করবে এমন প্রকল্পগুলোকে সরকার অগ্রাধিকার দেবে। লুটপাট ও পাচার হয়ে যাওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু দ্রব্যের দাম কমাতে শুল্কহার হ্রাসে এনবিআর'কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ভাষণে আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়ারও আহ্বান জানান প্রধান উপদেষ্টা।

বক্তব্যের শুরুতে প্রধান উপদেষ্টা জুলাই-আগস্ট মাসে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার অভ্যুত্থানে নিহত শহীদদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের পরিবারকে পুনর্বাসন করা হবে। আহত শিক্ষার্থী, শ্রমিক, জনতার চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয় সরকার বহন করবে। এই গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের স্মৃতি ধরে রাখতে সরকার 'জুলাই গণহত্যা স্মৃতি ফাউন্ডেশন'- প্রতিষ্ঠা করেছে। সকল শহীদ পরিবার এবং আহতদের সর্বোত্তম চিকিৎসাসহ তাদের পরিবারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব এই ফাউন্ডেশন গ্রহণ করছে।

ফেনীসহ কয়েকটি জেলায় স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা নিয়ে তিনি বলেন, গত মাসে কুমিল্লা-নোয়াখালী সিলেট অঞ্চলে আকস্মিক বন্যা এসব এলাকার মানুষকে হতভম্ব করে দিয়েছে। এখানে বেশির ভাগ এলাকায় কোনোদিন বন্যা হয়নি। তারা বন্যা মোকাবিলা করায় অভ্যস্ত নন। দেশপ্রেমিক সশস্ত্রবাহিনী তাৎক্ষণিকভাবে বন্যা আক্রান্ত সবাইকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে। ফলে মানুষের দুর্ভোগ কম হয়েছে। এর পরপরই এনজিও এবং সাধারণ মানুষ দেশের সকল অঞ্চল থেকে দলে দলে এগিয়ে এসেছে। আমি বিশেষ করে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দেশের সকল দুর্যোগকালে তারা সবসময় আন্তরিকভাবে এগিয়ে এসেছে। ––১৬ পৃষ্ঠায়

সংস্কার কমিশনের দায়িত্বে ৬ বিশিষ্ট নাগরিক

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ছাত্র-জনতার দাবির প্রেক্ষিতে রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নিতে সংস্কারের প্রাথমিক উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সংবিধান, নির্বাচন, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কারে কমিশন গঠন করার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে তিনি এই ঘোষণা দেন। তিনি জানিয়েছেন, চলতি মাসে পূর্ণাঙ্গ কমিশন গঠিত হওয়ার পর কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাজ ১লা অক্টোবর থেকে শুরু করতে পারবে এবং পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

ছয় জন বিশিষ্ট নাগরিককে সংস্কার কমিশনের প্রধান করা হয়েছে। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কারে ড. শাহদীন মালিক, নির্বাচন ব্যবস্থায় ড. বদিউল আলম মজুমদার, পুলিশ প্রশাসনে সফর রাজ হোসেন, বিচার বিভাগে বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মমিনুর রহমান, দুর্নীতি দমন কমিশনে ড. ইফতেখারুজ্জামান এবং জনপ্রশাসনে আবদুল মুয়ীদ চৌধুরীকে প্রধান করা হয়েছে।

প্রথম ধাপে করা গুরুত্বপূর্ণ এই ছয় বিষয়ে করা কমিশনের

কাছে ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রত্যাশা করছে সাধারণ মানুষ। দায়িত্ব পাওয়া বিশিষ্টজনরাও তাদের সর্বোচ্চ দিয়ে দেশের জন্য কাজ করার কথা জানিয়েছেন। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব ––১২ পৃষ্ঠায়

গাজায় নিহত ছাড়াল ৪১ হাজার

পোস্ট ডেস্ক : গাজার দক্ষিণাঞ্চলের একটি 'মানবিক অঞ্চলে' ইসরায়েলি হামলায় নতুন করে আরও ৪০ জন নিহত হয়েছে। এ নিয়ে ইসরায়েলি বর্বরতায় গাজায় নিহতের সংখ্যা ৪১ হাজার ছাড়াল। হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে। একটি মানবাধিকার সংস্থা এ হামলায় ফিলিস্তিনি নিহতের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করছে। ইউরো-মেডিটেরেনিয়ান হিউম্যান রাইটস মনিটর জানায়, মধ্য রাতে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান তিনটি মার্কিন তৈরি ৯০০ কেজি ওজনের এমকে-৮৪ বোমা ফেলে। এমন সময় এসব বোমা ফেলা হয়, যখন বেসামরিক লোকেরা ঘুমাচ্ছিল।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, খান ইউনিস শহরের পশ্চিমে 'মানবিক অঞ্চল' ঘোষিত আল-মাওয়াসিতে বাস্তুচ্যুতদের আবাসস্থল (তাঁবু) লক্ষ্য করে তিনটি হামলা চালানো হয়। তাতে বিশাল ––১৬ পৃষ্ঠায়

বাতিল হচ্ছে জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন আইন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন আইন ২০২৩ বাতিলের সুপারিশ করে প্রেসিডেন্টের দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের সচিব শফিউল আজিম স্বাক্ষরিত চিঠিতে জাতীয় স্বার্থে নির্বাচন কমিশনের অমূল্য তথ্যভান্ডার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা বিভাগের হাতে ন্যস্ত না করতে অনুরোধ করা হয়। মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির দপ্তরের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি বরাবর এই পত্র পাঠানো হয়।

চিঠিতে বলা হয়, ২০১০ সালে ইসির অধীনে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ একটি আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পায়। এটি নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে হাতছাড়া হলে, নাগরিকদের ––১২ পৃষ্ঠায়

আপাসেনের ৪০ বছর পূর্তি উৎসব ও কেয়ার কনফারেন্স অনুষ্ঠিত: কাজের স্বীকৃতি পেল ৫০ কেয়ার ওয়ার্কার

১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত যুক্তরাজ্যের স্বনামধন্য চ্যারিটি সংস্থা আপাসেন প্রতিষ্ঠানটির ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে পূর্ব লন্ডনের একটি হলে কেয়ার কনফারেন্স ও অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কেয়ারার, ট্রাস্টিগণ ছাড়াও রেগুলেটরি অথরিটি, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিসহ কমিনিউনির বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বর্ণিল রুপ নেয় এই অনুষ্ঠান। শুরুতেই সেতারের মোহনীয় সুর মুগ্ধতার আবেশ তৈরি করে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের মাঝে। ব্রিটিশ সরকারের পার্লামেন্টারি আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট ফর বিল্ডিং সেইফটি অ্যান্ড হোমলেসনেস বিষয়ক মন্ত্রী রুশনারা আলী এমপিসহ লন্ডনের বিভিন্ন বারার মেয়র, কাউন্সিলর, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ববর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আপাসেনের বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ার লোকমান হোসেন, প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী মাহমুদ হাসান এমবিই, কেয়ারারস ওয়ার্ল্ডওয়াইডের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক অনীল প্যাটেল ও ব্রিটিশ মন্ত্রী রুশনারা আলী বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে গ্রেটার লন্ডনের ক্রয়ডন, ক্যামডেন, টাওয়ার হ্যামলেটস, নিউহ্যাম, রেডব্রিজ, ব্রেন্ট এবং বার্কিং এন্ড ড্যাগেনহাম কাউন্সিলের মেয়র, স্পিকারসহ বর্তমান ও সাবেক কাউন্সিলররা অ্যাওয়ার্ড বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেন ও তাদেরকে পুরষ্কার তুলে দেন। আউটস্ট্যান্ডিং কেয়ার অ্যাওয়ার্ড, স্টার কেয়ার অ্যাওয়ার্ড এবং ওয়ানস টু ওয়াচ কেয়ার অ্যাওয়ার্ড ক্যাটাগরিতে আপাসেনের বিভিন্ন প্রজেক্টে কাজ করা ৫০জনকে তাদের অসামান্য পারফরমেন্সের জন্য পুরষ্কৃত করা হয়। ব্রিটিশ মন্ত্রী রুশনারা আলী চার দশক ধরে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় আপাসেনের ভূমিকার প্রশংসা করেন। পাশাপাশি আগামী দিনগুলোতে পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী মাহমুদ হাসান এমবিই বলেন, আপাসেনের চার দশকের পথচলায় কেয়ারারদের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। পাশাপশি কমিউনিটির বিভিন্ন স্তরের মানুষের সহযোগিতার কথাও কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখ করেন তিনি। প্রশ্নোত্তর পর্বে মাহমুদ হাসান এমবিই, মার্ক ফোল্ডস এবং অনীল প্যাটেল কেয়ারারদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এ সময় মাহমুদ হাসান এমবিই জানান, এখন থেকে আপাসেন দুই বছর পর পর কেয়ার কনফারেন্স আয়োজন করবে। আপাসেনের চিফ অপারেটিং অফিসার মার্ক ফোল্ডস-এর সমাপনী বক্তব্যের ভেতর দিয়ে শেষ হয় কেয়ার কনফারেন্স ও ৪০ বছর পূর্তির বর্ণাঢ্য আয়োজন।

বিসিএ বার্ষিক এ্যাওয়ার্ড ২০২৪ অনুষ্ঠিত হবে ২৮ অক্টোবর সেন্ট্রেল লন্ডনে

সালে প্রতিষ্ঠিত ব্রটিশ বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের প্রাচীনতম সংগঠন বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশন (বিসিএ) তাদের বার্ষিক অ্যাওয়ার্ড সিরিমনি'র তারিখ ঘোষণা সেপ্টেম্বর লন্ডন সময় দুপুর এক ঘটিকায় সেন্ট্রাল লন্ডনের পাঁচ তারকা মিলিনিয়াম গ্লোস্টার হোটেলে সংগঠনের প্রেসিডেন্ট অলি খান এমবিই ও সেক্রোরী জেনারেল মিঠু চৌধুরী জানান, চলতি মাস থেকে তারা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের সেরা রেষ্টুরেন্ট ও সেরা শেফ খুঁজে বের করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে বিসিএ নেতৃবৃন্দ জানান আগামী ২৮ অক্টোবর লন্ডনের বিখ্যাত একটি হোটেলে বিসিএ অ্যাওয়ার্ডস ২০২৪ এর অনুষ্ঠানে সকল শাখার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা ও অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে এবং বর্ণাঢ্য এই এওয়ার্ড সিরিমনিতে উপস্থিত থাকবেন বৃটেনের এমপি, লর্ডসভার সদস্য সহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

বৈশ্বিক অর্থনীতি ও নানাবিদ পরিবর্তনের এই সময়ে বিসিএ বৃটেনের কারি ইন্ডাস্ট্রির বিস্তীর্ণ ভবিষ্যৎ চিন্তাকে গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ করে মহিলা ও তরুণ শেফদের জন্য একটি উত্তরাধিকারী যোগ্যস্থান নিশ্চিত করতে চায় । এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কারি ইন্ডাস্ট্রি তরুণ প্রতিভাবানদের উৎসাহ ও তাদের কর্মের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিসিএ এই প্রথমবারের মতো চালু করেছে ইউকে দ্য বেস্ট ইয়াং কারী শেফ এওয়ার্ড । সংবাদ সম্মেলনে বিসিএ প্রেসিডেন্ট অলি খান এমবিই বলেন আমরা বিশ্বাস করি এটি হবে অত্যন্ত ইতিবাচক, এবং চমকপ্রদ, যা কারী ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটি উজ্জ্বল বার্তা বহন করবে। বিসিএ প্রেসিডেন্ট অলি খান এমবিই তার বক্তব্যের শুরুতে নতুন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর স্যার কেয়ার স্টারমারকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন , ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত বিসিএ একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। যুক্তরাজ্যের প্রায় ১২০০০ রেষ্টুরেন্ট ও টেকওয়ে এর প্রতিনিধিত্বশীল এই প্রতিষ্ঠানটি বৃটেনের বাংলাদেশি রেষ্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের সুনির্দিষ্ট দাবি-দাওয়া সমস্যা ও সম্ভাবনার দিকগুলো সরকারের উচ্চ পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরেছে । তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন তার এবং তাদের সংগঠনের এই মহতী কার্যক্রম সব সময় চলমান থাকবে। সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল মিঠু চৌধুরী বলেন এই কারী বিলিয়ন পাউন্ড ব্রিটিশ অর্থ নীতিতে যোগান দিচ্ছে।সমগ্র হাজাররেরও বেশী মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। এর উপর লক্ষ পরিবার। সংবাদ সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন বিসিএ এর সাবেক প্রেসেডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার কামাল ইয়াকুব, টেজারার আতিক রহমান, ও পঞ্চরদের পক্ষ থেকে কিং ফিসার ও কোবরা বিয়ার, শেফ অনলাইন প্রতিনিধি।

বিমানের টিকেটের দাম কমানোর দাবী জানিয়েছে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে' প্রবাসীদের দাবি-দাওয়া আদায়ে সোচ্চার ভূমিকার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার আহবান

নুরুল ইসলাম: "বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মূখ্য ভূমিকা পালনকারী প্রবাসীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ে সোচ্চার হওয়ার লক্ষ্যে বিলেতের প্রতিটি রিজিওনে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র সদস্য সংগ্রহ অভিযানের অংশ হিসেবে সাউথ ইস্ট রিজিওন ইস্ট লন্ডন ব্রাঞ্চের সদস্য সংগ্রহ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে।

গত ৮ ই সেপ্টেম্বর ইস্ট লন্ডনের উডহ্যাম কমিউনিটি সেন্টারে সাউথ ইস্ট রিজিওনের কো-কনভেনর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জামাল হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সিনিয়র জয়েন্ট কনভেনর বিশিষ্ট সংগঠক মোঃ তাজুল ইসলামের পরিচালনায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে দিক নির্দেশনাপূর্ণ বক্তব্য রাখেন গ্রেটার সিলেটের প্যাট্রন
ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব কে এম আবু তাহের চৌধুরী, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র কেন্দ্রীয় কনভেনর বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর, ও সদস্য সচিব বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. এম মুজিবুর রহমান।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন, সাউথ ইস্ট রিজিওনের জয়েন্ট কনভেনর, শিপার রেজাউল করিম, কদর উদ্দিন, সাদিক আহমদ, সৈয়দ করিম সায়েম, আব্দুল বাসিত রফি, খান জামাল নুরুল ইসলাম , গিয়াস উদ্দিন, আজম আলী, জাহাঙ্গীর হোসেন, আব্দুল কাদির রাজু, মোঃ আফজাল আহমদ, মোঃআলাল আহমদ, জয়নুল হোসেন, জুবায়ের আহমদ, জয়নুল হোসেন, আব্দুল আহাদ, কামরুজ্জামান ও আব্দুল মালিক সহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সভায় সিলেট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে নামমাত্র আন্তর্জাতিক না রেখে পূর্ণাঙ্গ লজিস্টিক ও অপারেশনাল ফ্যাসিলিটি প্রদানের মাধ্যমে সকল আন্তর্জাতিক ফ্লাইট উঠা-নামার তুরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। বিমানের টিকেটের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম বন্ধ, বিমানের নৈরাজ্য, অনলাইন টিকেট জটিলতা নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রবাসীদের সহায়-সম্পত্তি ও জানমালের নিরাপত্তা বিধানসহ, সকল প্রকার হয়রানি বন্ধের জোর দাবি জানানো হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি রেমিটেন্স যোদ্ধা হিসেবে প্রবাসীদের অবদানকে যথাযথ বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন সেক্টরে প্রবাসীদের অংশগ্রহণকে সাংবিধানিকভাবে যুক্ত করার আহবান জানানো হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, অনলাইন অথবা প্রিন্ট সদস্য ফর্ম পূর্ণ করে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র সদস্য হওয়া যাবে।

লন্ডনে বর্ণাঢ্য আয়োজনে হাজী রাশীদ আলী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

এটি ছিল একটি অভূতপূর্ব আবেগঘন পরিবেশ, প্রায় ৪৫ বছর পর স্কুল জীবনের সহপাঠীদের পেয়ে আনন্দে আত্মহারা সহপাঠীরা। নুরজাহান মতিন, প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী হিসাবে বিদ্যালয়চত্বরে শেষবারের মতো পা রেখেছিলেন ৪৫ বছর আগে। আর এটিই ছিল সহপাঠীদের মধ্য সর্বশেষ দেখা। তারপর তিনি লন্ডনে চলে আসেন। পরিবার ও মাটির টানে দেশে যাওয়া হলেও দেখা হয়না বন্ধ বান্ধবদের সাথে। কে কোথায় আছে কেউ জানে না, এর মধ্য অনেক পট-পরিবর্তন। সময় গড়িয়েছে অনেক। নাড়ীর টানে ছুঁটে এসেছেন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে ভেবে। সকালবেলায় চলে আসেন অনুষ্ঠান স্থলে নুরজাহান মতিন। দীর্ঘ প্রায় ৪৫ বছর পর তাঁর দেখা হলো সহপাঠী আব্দুল হান্নান এবং আতিকুল ইসলাম সিরাজ এর সঙ্গে। তাঁরা ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী। আলাপ চলাকালে চোখ থেকে তখনও ঝরছে আনন্দাশ্রু। এমন বেশ কয়েকটি দৃশ্য দেখা যায় বলরুমে।

বলরুমের আবেগময় পরিবেশ ও নেটওয়ার্কিং অন্যরকম একটি পরিবেশ তৈরি করে। একে অন্যকে পেয়ে আনন্দে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন।

শিক্ষার্থীরা। বিলেতের বিভিন্ন শহর থেকে আসেন তাঁরা। কেউ একা এসেছেন, কেউ আবার এসেছেন সপরিবার নিয়ে। দুপুরের মধ্য পুরো বলরুম উপড়ে পড়ে। এ যেনো এক অন্যরকম দৃশ্য। স্মৃতির টানে সবাই জড়ো হোন এক ছাঁদের নিচে। সকাল ১১ থেকে শুরু হওয়া সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে আসা অতিতিদের প্রথমে অভ্যর্থনা ও নেটওয়ার্কিং দিয়ে শুরু হয়। দীর্ঘ বছর পর বাল্যকালের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতেই একে অন্যের সাথে কুশল বিনিময় শুরু হয়। চলে আলাপচারিতা, পারিবারিক আলাপ, তারপর সহপাঠীদের অজানা সব প্রশ্ন দিয়ে এভাবে- এত দিন পর দেখা! কেমন যেনো বদলে গেছো, তোর ছেলে মেয়ে বোধ হয় বড় হয়ে গেছে! দেশে কবে গিয়েছ? স্কুলে কি গিয়েছিলে? ছুটির ঘন্টা কি এখনো আগের মতোই বাজে? ক্লাসরুমে কি এখনো চক দিয়ে ব্লযাকবোর্ডে লেখা হয়? তোদের কি টিফিনের কথা মনে আছে? এমন অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে থাকেন প্রাক্তনরা। স্কুলের স্মৃতি স্বরণ এবং কৈশোরে ফিরে যাওয়ার গল্প করতে করতে সহপাঠীদের চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল।

এভাবে পুরো দিনটি বরণ করে নিয়েছে সিলেট শহরতলীর ঐতিহ্যবাহী হাজী রাশীদ আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা। বিদ্যালয়টির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিলেতে বসবাসরত প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের নিয়ে গ্রেটার কামাল বাজার ডেভলাপমেন্ট ট্রাস্ট ইউকে আয়োজন করে সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান। ২ সেপ্টেম্বর পূর্ব লন্ডনের ইমপ্রেশন ইভেন্ট ভেন্যুতে সকাল থেকে আসতে থাকেন প্রাক্তন প্রবাসকালীন জীবন ও কর্মস্থলের গল্প। কেউ কেউ ফিরে যান বিদ্যালয় জীবনের মজার স্মৃতির কথায়। এভাবে পুরোনো স্মৃতি নিয়ে মেতে ওঠেন প্রাক্তনরা। নবীন-প্রবীণের মেলবন্ধনে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে স্মৃতিকাতরময়।

টেমস থেকে বাসীয়া স্লোগান সামনে রেখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নিয়ে প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা প্রবেশ করেন হলরুমে।পবিত্র কোরআন থেকে সুরা পাঠ ও জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে শুরু হয় প্রথম পর্ব । পরে সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে শিকরের টানে -ফিরে দেখা মেগ্যাজিন এর মোড়ক উম্মোচন করা হয়। মোড়ক উন্মোচন করেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী এমদাদুর রাহমান এমদাদ, লোকমান হোসেন, মিসেস রহিমা রহমান, আব্দুল হান্নান, আব্দুল বাচিত চৌধুরী, আব্দুল আহাদ, বখতিয়ার খান, পারভেজ আহমেদ, মোঃ হাফিজুর রাহমান, কুতুব উদ্দিন খান, লুৎফুর রাহমান পাবেল ও খসরুল ইসলাম। এসময় সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন জনাব এমদাদুর রাহমান এমদাদ। তিনি বলেন, 'আজ আমি সত্যি আনন্দিত, আমাদের এই প্রিয় বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা লন্ডনের মত ব্যাস্ত শহরে কাজ কর্ম ফেলে জড়ো হয়েছেন শুধু মাত্র বিদ্যালয়কে সম্মান জানাতে এটা গর্বের। আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে আমাদের প্রাণ প্রিয় বিদ্যাপীঠের সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছি এর জন্য উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ।' জমকালো বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠানটি এক প্রর্যায়ে প্রিয় বিদ্যাপীঠ ও বৃহত্তর কামাল বাজার এলাকার বিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এরপর গ্রেটার কামাল বাজার ডেভলাপমেন্ট ট্রাস্ট এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পরিচিতি ও পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা, আপ্যায়ন, উপহার বিতরণ এবং মনোমোগ্ধকর স্টেজ- শো ছিল ছোখে পড়ার মত। এক কথায় এ যেনো কামাল বাজার প্রবাসীদের এক মিলনমেলা বসেছিল। বিদ্যালয় প্রতি যে টান ও ভালোবাসা তা প্রকাশ করেন সবাই। উল্লেখ্য যে সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলার কামাল বাজারে ১৯৭১ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন দানবীর ড. রাগীব আলী।

গ্রেটার কামাল বাজার ডেভলাপমেন্ট ট্রাস্ট এর চেয়ারপারসন এমদাদুর রাহমান এমদাদ এর সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সেক্রেটারি বখতিয়ার খান ও শাহেদ মিয়া এর পরিচালনায় প্রাধান অতিতি মিসেস রহিমা রহমান(Council Chair and First Citizen of London Borough of Newham) বক্তব্যে রাখতে গিয়ে বলেন বক্তব্যে রাখতে গিয়ে বলেন, লন্ডনে কামাল বাজার এলাকার মানুষের এমন উপস্থিতি আমাকে মুগ্ধ করেছে। একটি বিদ্যালয়ের প্রতি আপনাদের এমন ভালবাসা পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে নিংসন্দেহে। কমিউনিটিতে আপনারা অবদান রাখছেন। ঠিক একইভাবে পরবর্তী প্রজন্ম বিলেতে অর্থনীতিতে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অন্যদিকে, পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে এসে বন্ধুদের খোঁজ করছিলেন প্রাক্তন ছাত্রী ইমরানা রাহমান, সাহারা খাতুন, নাসিমা বেগম, নন্দিতা বেগম ও সাবিনা বেগম।এক প্রতিক্রিয়ায় তাঁরা বলেন, পাচটি বছর হাজী রাশীদ আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্য কেউ কেউ ইংল্যান্ডে বসবাস করছেন। যদি কারও দেখা পান, সেই আশায় পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে এসেছেন। অনুষ্ঠানে এসে খুব ভালো লেগেছে ও মনে হচ্ছে নীজ বাড়ীতে আমরা চলে এসেছি। আজকের দিনটি আমাদের জন্য স্বরণীয় থাকবে নিংসন্দেহে। আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন আগামী আমরা আরও এলাকা ভিত্তিক অনুষ্ঠান চাই যাতে সবাই একত্রিত হতে পারি।

সুবর্ণজয়ন্তীতে আরও বক্তব্যে রাখেনপ্রাক্তন শিক্ষার্থী রাজনীতিবীদ আলী আহমেদ, জনাব শাহগির বখত ফারুক(Former President BBCCI),জনাব মুজিবুর রহমান(Councillor, London Borough of Newham), বিশিস্ট কমিউনিটি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জনাব লোকমান হুসেন, জনাব মকসুদ রহমান, জনাব মিসবাউর রহমান,জনাব মজনু মিয়া ও শাহিন মোস্তফা সহ অন্যান্য। তাছাড়া সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মৃতিচারণ করে বক্তব্যে রাখেন, ভাইস চেয়ারপারসন জনাব আব্দুল বাছিত চৌধুরী ও মোঃ আব্দুল আহাদ, সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য এক্টিভিস্ট মোঃ হাফিজুর রাহমান, সংগঠক পারভেজ আহমেদ, খসরু মিয়া, সদস্য ও অনলাইন এক্টিভিস্ট লুৎফুর রহমান পাবেল, মাহবুবুর রহমান,শাহ আলম হুবেব, খসরু মিয়া, জনাব হারুনুর রশীদ, রাজিউর রহমান চৌধুরী দুলাল, আব্দুল মান্নান, ইমরান হুসেইন সলিসিটর, আনোয়ার হুসেন ফজল।তাছাড়া, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গিয়াস উদ্দীন আহমেদ রানা, কবির আহমেদ লয়লুছ, আতিকুল ইসলাম সিরাজ আব্দুল হান্নান, মোহাম্মদ আলী মিষ্টার, আমিনুল হক রাজু, আবুল হাসনাত চৌধুরী রুমেল,নুরজাহান মতিন, সমাজ সেবিকা আম্বিয়া খানম,ম্যাইনস্টিম রাজনীতির পরিচিত মুখ ও এক্টিভিস্ট আমিনা আলী, লাইলী বেগম, ইমরানা রহমান ও জ্যুতি দেব টুম্পা। পরিশেষে সংগঠনের সেক্রেটারি তুখোড় সংগঠক বখতিয়ার খান এক প্রতিক্রিয়ায় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি সবাইকে নিয়েসুবর্ণজয়ন্তী পালন করার, আজকের উপস্থিতি প্রমাণ করে আমরা কী পরিমাণ ভালোবাসি আমাদের বিদ্যালয়কে। আগামীতে আমরা বৃহত্তর এলাকার সকল প্রবাসীদের সহযোগিতা নিয়ে আরও সুন্দর ও বড় পরিসরে প্রজেক্ট নিয়ে আসব।

দারুল কিরাত লেস্টার শাখার পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন

এম এ ফাত্তাহ চৌধুরী ফয়সল : দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট লতিফিয়া কারী সোসাইটি ইউকে অনুমোদিত দারুল কিরাত লেস্টার দারুস সালাম জামে মসজিদ শাখার পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠান ২০২৪ সম্পন্ন হয়েছে।

২৪ আগস্ট শনিবার অত্র মসজিদে সম্পন্ন হয় সমাপনী অনুষ্ঠান। হাজি রকিব মিয়ার সভাপতিত্বে এবং মসজিদ সেক্রেটারি ফকরুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় সমাপনী অনুষ্ঠান। এ সময় সুমধুর কণ্ঠে নাশিদ পরিবেশন করেন দারুল কিরাতের শিক্ষক মুজিবুর রহমান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন লেস্টার সাউথ আসনের সংসদ সদস্য শওকত আদম। প্রধান অতিথি বক্তব্যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষকদের পরম শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করতে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহবান জানান। তিনি আরো বলেন শিক্ষকদের দুআ ও ভালোবাসা তাদেরকে জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ডেপুটি লর্ড লেফটেন্যান্ট সুলেমান নাগদি এমবিই। প্রফেসর রুকন উদ্দিন , প্রফেসর পারভেজ হারিস, এবং দারুল কিরাত লন্ডন বায়তুল ইসলাহ শাখার প্রধান কারী মুফতি মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদ লতিফি এবং স্থানীয় ইমামগণ।

এ সময় মুফতি মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদ লতিফি তার বক্তব্যে দারুল কিরাতের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা সাহেব কিবলা ফুলতলী (র:) এর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং শুদ্ধ করে কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এ সময় তিনি ব্রিটেনের প্রতিটি মুসলমান ঘরে ঘরে দারুল কিরাতের খেদমত পৌঁছে দেয়ার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে ছাত্র ছাত্রীদের সুমধুর কণ্ঠের তিলাওয়াত সবাইকে বিমোহিত করে।

এবারের সামার হলিডেতে পুরো আগস্ট মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় ইনটেনসিভ তাজবীদ কোর্স।

এতে সূরা ক্লাস থেকে সানি ক্লাস পর্যন্ত অংশ গ্রহণ কারী ছাত্র ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ শেষে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতা এবং পরীক্ষা । প্রতিযোগিতায় বিজয়ী এবং পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য তাদেরকে ট্রফি , সার্টিফিকেট ও মেডেল প্রদান করা হয়।

এ বছর অত্র সেন্টারে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্রধান কারী ইমাম হাফিজ মাওলানা এম এ জলিল , নাজিম ইমাম মাওলানা আমিনুল হাসান, হাফিজ আতিকুর রহমান , মুস্তফা কামাল , মুজিবুর রহমান এবং হুসনা বেগম।

দারুল কিরাতে সহযোগিতার জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত অভিভাবকবৃন্দ, কমিউনিটির মানুষজন, মসজিদ কমিটি , শিক্ষকবৃন্দ সবাইকে ধনবাদ জানান মসজিদের চেয়ারম্যান আলহাজ আব্দুল হান্নান এবং শাখার নাজিম ইমাম মাওলানা আমিনুল হাসান। ভবিষ্যতে ও সবাইকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহবান জানান তাঁরা।

উল্লেখ্য দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট লতিফিয়া কারী সোসাইটি ইউকের অধীনে এ বছর সামার হলিডেতে ব্রিটেনের বিভিন্ন শহরে ৫৮ টি শাখার মাধ্যমে দারুল কিরাত কোর্স সম্পন্ন হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দারুল কিরাত লেস্টার দারুস সালাম জামে মসজিদ শাখা।

লন্ডনে দারুল ক্বিরাত মেনর পার্ক শাখার ফলাফল ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত

মোজাম্মেল আলী, কার্ডিফ (ইউকে): দারুল ক্বিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট অনুমোদিত লন্ডনে দারুল ক্বিরাত মেনর পার্ক শাখার ফলাফল ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত গত বুধবার জামিয়া মসজিদে আউলিয়া মেনর পার্কে অনুষ্ঠিত হয়।

মসজিদ কমিটির সভাপতি সুফি মনসুর আহমদের সভাপতিত্বে, ক্বারী গোলাম মাওলা ও জসীম উদ্দীনের যৌথ সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন লতিফিয়া ক্বারী সোসাইটি ইউকের সেক্রেটারি জেনারেল মুফতি মাওলানা আশরাফুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনটিভি নর্দাম্পটন প্রতিনিধি এম এ ফাত্তাহ চৌধুরী ফয়সাল ও জয়নাল আবেদীন, এডমিন, দারুল ক্বিরাত -২০২৪ ইউকে।

আরো বক্তব্য রাখেন - নাজিম মাওলানা ইনামুল হক, ক্বারী গোলাম আযম, মুহিবুর রহমান ছানা, ইমাম ক্বারী মুরশিদ আহমদ, হাজি পারভেজ আহমদ, ইমতিয়াজ, হায়দার চৌধুরী ও ফয়েজ আহমদ সহ প্রমুখ।

উস্তাদ হিসেবে ছিলেন- ক্বারী জসীম উদ্দিন, ক্বারী মাওলানা ওলিউর রহমান, ক্বারী শাকিল চৌধুরী ও ক্বারীয়া নাজিরা বেগম।

উত্তীর্ণ কৃতি শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট ও মেডেল প্রদান করা হয়।

দারুল ক্বিরাত ইপসুইচ শাখার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন

এম এ ফাত্তাহ চৌধুরী ফয়সল : দারুল ক্বিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট লতিফিয়া ক্বারী সোসাইটি ইউকে অনুমোদিত দারুল ক্বিরাত শাহজালাল ইসলামিক সেন্টার এন্ড মসজিদ ইপসুইচ সাফক শাখার পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠান ২০২৪ সম্পন্ন হয়েছে।

১ সেপ্টেম্বর রবিবার সকালে দারুল ক্বিরাত শাখার সভাপতি সৈয়দ জুনাব গোলাম রব্বানী সভাপতিত্বে ও দারুল ক্বিরাত শাখার নাজিম ক্বারী হোসাইন মুহাম্মদ আব্বাস এবং ক্বারী হাফিজ মাসুম শাহিদের যৌথ সঞ্চলনায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন লতিফিয়া ক্বারী সোসাইটি ইউকের সাধারণ সম্পাদক মুফতি মাওলানা আশরাফুর রহমান। প্রধান অতিথি বক্তব্যে দারুল ক্বিরাতের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা সাহেব কিবলা ফুলতলী (র:) এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। দারুল ক্বিরাত প্রতিষ্ঠায় তাঁর বিশেষ অবদানের কথা স্মরণ করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন- বায়তুল আমান জামে মসজিদ লন্ডন শাখার প্রধান ক্বারী মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, লতিফিয়া ক্বারী সোসাইটি ইউকের প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স সেক্রেটারি এবং এনটিভি নর্থাম্পটন প্রতিনিধি এম এ ফাত্তাহ চৌধুরী ফয়সল এবং হাফিজ মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম।

এ সময় বক্তারা বলেন - শুদ্ধ করে কুরআন শিক্ষা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। তাই ব্রিটেনের প্রতিটি মুসলমান ঘরে ঘরে দারুল কিরাতের খেদমত পৌঁছে দেয়ার আহবান জানান তাঁরা।

অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে ছাত্র ছাত্রীদের সুমধুর কণ্ঠের তিলাওয়াত সবাইকে বিমোহিত করে। এবারের সামার হলিডেতে পুরো অগাস্ট মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় ইনটেনসিভ তাজবীদ কোর্স। এতে সূরা ক্লাস থেকে সাদিস ক্লাস পর্যন্ত প্রায় ৭১ জন ছাত্র ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ শেষে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতা এবং পরীক্ষা। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী এবং পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য তাদের ট্রফি, সার্টিফিকেট ও মেডেল প্রদান করা হয়।

এদিকে এ বছর অত্র শাখার তিনজন শিক্ষার্থী দারুল ক্বিরাতের সর্বোচ্চ ক্লাস সাদিস ক্লাস কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করে ক্বারী এবং ক্বারিয়া হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তাঁরা হলেন ইব্রাহিম মিয়া, মারয়াম সায়মা বেগম এবং রিয়া খান। এ বছর নবীনদের পাশাপাশি প্রবীনগণও দারুল ক্বিরাতে অংশগ্রহণ করেন। এ বছর ওই সেন্টারে শিক্ষক হিসেবে আরো দায়িত্ব পালন করেন প্রধান ক্বারী ইমাম মাওলানা আব্দুল গনি সুহাগ, ক্বারী হোসাইন মুহাম্মদ আব্বাস, ক্বারী হাফিজ মাসুম শাহিদ, ক্বারী ইফতেকার হোসাইন ,ক্বারী কামিল হাসান ,ক্বারিয়া লিনা খান এবং ক্বারিয়া মুসলিমা বেগম। দারুল কিরাতে সহযোগিতার জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত অভিভাবকবৃন্দ, কমিউনিটির মানুষজন, মসজিদ কমিটি , শিক্ষকবৃন্দ সবাইকে ধনবাদ জানান দারুল কিরাত সভাপতি সৈয়দ জুনাব গোলাম রব্বানী এবং নাজিম ক্বারী হোসাইন মুহাম্মদ আব্বাস।

ভবিষ্যতেও সবাইকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহবান জানান তাঁরা। ওই শাখা থেকে এ পর্যন্ত ১০ জন শিক্ষার্থী দারুল ক্বিরাত কোর্স সম্পন্ন করে ক্বারী এবং ক্বারিয়া হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। উল্লেখ্য দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট লতিফিয়া ক্বারী সোসাইটি ইউকের অধীনে এ বছর ব্রিটেনের বিভিন্ন শহরে ৫৮ টি শাখার মাধ্যমে দারুল কিরাত কোর্স সম্পন্ন হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দারুল কিরাত শাহজালাল ইসলামিক সেন্টার এন্ড মসজিদ ইপসুইচ সাফক শাখা।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE
UK Charity No. 112616
NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052
UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

মেয়র মঈন কাদরির আমন্ত্রনে বার্কিং টাউন হল পরিদর্শনে ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির প্রতিনিধি দল

বার্কিং এন্ড ডাগেহ্যাম কাউন্সিলের ব্রিটিশ বাংলাদেশী মেয়র মঈন কাদরির আমন্ত্রনে বার্কিং টাউনহল সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার লন্ডন সময় দুপুরে ইউনিটির প্রেসিডেন্ট আনসার আহমেদ উল্লাহ ও সেক্রেটারী জোবায়ের আহমদের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল বার্কিং টাউন হলে পৌঁছালে মেয়র সাংবাদিকদের স্বাগত জানান।

সাংবাদিকদের সম্মানে মেয়রের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় মধ্যাহ্ন ভোজের। এর পর সাংবাদিকদের সাথে ঘণ্টা ব্যাপী বৈঠকে মেয়র বারার ইতিহাস ঐতিহ্য এবং মালটিক্যালচারাল এই বারার নাগরিকদের সুযোগ সুবিধার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। মেয়র জানান রাজার প্রতিনিধি হিসেবে মেয়ররা নাগরিকদের দেখভাল করেন। মেয়র বলেন একসময় এই এলাকা ছিল বর্ণবাদী ব্রিটিশ ন্যাশনাল ফন্ট (বিএনপি'র) ঘাটি হিসেবে পরিচিত। বর্ণবাদীদের কারণে মাইগ্রেন্ট কমিউনিটির লোকজন ছিল কোণঠাসা। চাকুরী, হাউজিং,, শিক্ষা এমনকি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সকল দিক থেকে মাইগ্রেন্টদের হয়রানির শিকার হতে হত। এখন আর বর্ণবাদীরা নেই এই বারার কাউন্সিলারদের জন বাঙ্গালী কাউন্সিলার রয়েছেন। বারার নাগরিকরা এই এলাকাকে সম্পৃতির বারা হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তিন লক্ষ্যাদিক জনসংখ্যার বার্কিং ডাগেনহ্যাম এলাকায় এখন খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, হিন্দু এবং মুসলিমরা এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। গড়ে উঠেছে ধর্মীয় সম্পৃতি। মালটি ফেইথ কমিউনিটির বন্ধন খুবই শক্ত।

এসময় মেয়র সাংবাদিকদের কাউন্সিলের কনফারেন্স হল সহ বিভিন্ন রুম ঘুরে দেখান। মেয়র বলেন বর্তমানে এই এলাকায়, ইংরেজ, নাইজেরীয়, ভারতীয়, পাকিস্তানী শ্রীলংকান, আরবিয়ান ক্যারাবিয়ানদের পাশাপাশি বাংলাদেশী এবং ভারতীয় মিলিয়ে দশ হাজার বাঙ্গালী রয়েছেন এই বারায়। ব্যবসা বানিজ্যের দিক থেকে বাঙালী এবং ভারতীয়রা এগিয়ে। মেয়র বলেন বাঙ্গালী হিসেবে এই বারায় তিনি দ্বিতীয় মেয়র এর আগে ফারুক চৌধুরী মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মেয়র আরো জানান বাংলাদেশের প্রতিটি জাতীয় দিবস পালন করা হয় কাউন্সিলের পক্ষ থেকে বিশেষ বিশেষ দিনে টাউন হলে আমাদের লাল সবুজের জাতীয় পতাকার পাশাপাশি অন্যান্য দেশের পতাকাও উত্তোলন করা হয় টাউন হলে।

মেয়র বলেন ১৯৬৪ সালে লন্ডন বরো অফ বার্কিং হিসেবে এই বারার যাত্রা শুরু হলেও ১৯৮০ সালে নাম পরিবর্তন করা হয়। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে এর জনসংখ্যা ছিল ১৮৭০০০ জন। বরোটির তিনটি প্রধান শহর হল বার্কিং, চ্যাডওয়েল হিথ এবং সালে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক আয়োজনের জন্য লন্ডনের ছয়টি বরোর মধ্যে বার্কিং এবং ডাগেনহ্যাম অন্যতম। সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে মেয়র জানান ড্রাগ, ধর্মীয় উগ্রবাদ এবং ক্রাইম এখন বিশ্বের অন্যতম সমস্যা, নবপ্রজন্ম যাতে উগ্রবাদের দিকে ধাবিত নায় হয়, এখানকার মালটি ফেইথ কমিউনিটি খুবই সচেতেন। ক্রাইম বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপশি মেয়র মনে করেন গ্রেটার লন্ডন সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বেশ কয়েকটি পুলিশ ষ্টেশন বন্ধ হওয়াতে ক্রইম বেড়েছে। তবে পুলিশি টহল ও জোরদার করলে ক্রাইম বন্ধ করা সহজ হবে। দশ সদস্যের প্রতিনিধি দলে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন. মতিয়ার চৌধুরী, মুহাম্মদ শাহেদ রহমান, মোহাম্মদ সালেহ আহমদ, ড. আজিজুল আম্বিয়া, এসকেএম আশরাফুল হুদা, সাজিদুর রহমান, এ রহমান অলি, মির্জা আবুল কাশেম।

কমিউনিটি নেতা মোস্তফা আহমদ মোস্তাকের ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ

মানচেষ্টারের বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা সাংবাদিক ও কবি মোস্তাফা আহমেদ মোশতাক সম্মান সূচক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন। প্রি-টারশিয়ারি অ্যান্ড হায়ার এডুকেশন (QAHE)-এর সাথে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর কোয়ালিটি অ্যাসিউরেন্সের সহযোগিতায় আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস দ্বারা কমিউনিটি ডেভোলাপমেন্ট এবং পাবলিক সার্ভিসে তাকে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। গেল সেপ্টেম্বর তিনি আনুষ্টানিক ভাবে এই সম্মননা সনদ গ্রহন করেন। মোস্তাফা আহমেদ মোশতাক একজন নিবেদিত প্রাণ কমিউনিটির নেতা, লেখক, গবেষক, শিক্ষাবিদ এবং জনসেবক। যার রয়েছে ৩০ বছরের বেশি কমিউনিটির কাজে অভিজ্ঞতা। কমিউনিটির উন্নয়নে, সামাজিক সংহতি প্রচারে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষে সমর্থন করার ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষ করে যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশী কমিউনিটির মধ্যে ব্যক্তিজীবনের উন্নয়নে তার অটল অঙ্গীকারের জন্য তিনি পরিচিত। ইতিমধ্যে তিনি তার কাজে ব্যাপক স্বীকৃতি অর্জন করেছেন, এবং একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজকে প্রতিষ্টিত করেছেন। কমিউনিটির সাথে তার সম্পৃক্ততাঃ মোশতাক তার পুরো কর্মজীবনে, গবেষণা- বিশ্লেষণ, সংগঠন, যোগাযোগ এবং জনসাধারণের কথা বলার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। কমিউনিটির উন্নয়ন ও সমাজের সেবার মধ্য দিয়ে মোশতাক তার জীবন উৎসর্গ করেছেন। তার প্রচেষ্টা কেবল যুক্তরাজ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দেশে বিদেশে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত।

লন্ডন এক্সেল টিউটরের আয়োজনে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা এবং সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান

খালেদ মাসুদ রনিঃ লন্ডন এক্সেল টিউটর এ লেভেল, জিসিএসি ও সেটস পরিক্ষায় ভালো ফলাফলকারী কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা এবং সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান অনুষ্টান অনুষ্ঠিত হয়েছে।গত রবিবার দুপুর ২টায় মালবারী গালর্স স্কুল হলরোমে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা এবং সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান অনুষ্টিত হয়।এক্সেল টিউটরের চেয়ারম্যান আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে ও ইমান আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বার্কিং এন্ড ডেগেনহাম কাউন্সিলের মেয়র মঈন কাদরী, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. গ্রিস, কুইনমেরি ইউনিভার্সিটির শিক্ষক হাসান শহিদ, এক্সেল টিউটরের প্রিন্সিপাল জোনাথন ওমানি, ডেফোডিল প্রিপ্রারটরি স্কুলের এসিস্টেন্ট হেড টিচার স্টিপেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন এক্সেল টিউটরের অভিবাক হিমিকা আজাদ । এসময় বক্তারা বলেন, এক্সেল টিউটর গত ১৫ বছর ধরে সুনামের সাথে কমিনিটির সেবা করে যাচ্ছে, সমউপযোগী এবং এডুকেশনের ব্যাপারে তারা খুবই আন্তরিক, যার ফলে অল্প খরচে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা উপকৃত হচ্ছে। পাশাপাশি একে একে প্রতিস্টানের শাখার সংখ্যা বেড়েই চলছে।তাদের এ দ্বারাবাহিকতা আগামীতে অব্যাহত থাকবে এটা প্রত্যাশা করেন বক্তারা। অনুষ্টান শেষে এ লেভেল, জিসিএসি ও সেটস পরিক্ষায় ভালো ফলাফলকারীদের হাতে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট তুলেদেন অতিথি বৃন্দ।

সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী মরহুম এম সাইফুর রহমান এর ১৫ তম মৃত্যু বার্ষিকী পালিত

খালেদ মাসুদ রনিঃ মৌলভীবাজার জাতীয়তাবাদী যুব ফোরাম যুক্তরাজ্যের উদ্যোগে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সফল অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী, বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ এর বোর্ডস অব গভর্নরস এর সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশের গতিশীল উন্নয়নের সফল রূপকার, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি জাতীয় স্থায়ী কমিটির প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য, সর্বজন শ্রদ্ধেয়- মরহুম এম সাইফুর রহমান সাহেব এর ১৫ তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে গত সোমবার বাদ আসর ব্রিকলেইনে মসজিদে এক মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মাহিদুর রহমান, যুক্তরাজ্য বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা সাইস্তা চৌধুরী কুদ্দুস, বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির অন্যতম সদস্য কাউন্সিলর অহিদ আহমেদ, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সোয়ালেহীন করিম চৌধুরী, মৌলভীবাজার জাতীয়তাবাদী ফোরাম যুক্তরাজ্যের সভাপতি রাজুল জামান, সেক্রেটারি ইলিয়াছ কাঞ্চন সাগর, সাংগঠনিক সম্পাদক মিলাদ হোসেন রুবেল প্রমুখ।

লন্ডনে ডিপ্লোমা ইন আরাবিক ল্যাংঙ্গুয়েজ এন্ড ইসলামী স্টাডিজ কোর্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

খালেদ মাসুদ রনিঃ ইমাম বুখারী ইনস্টিটিউটের আয়োজনে লন্ডন মুসলিম সেন্টারে দুই বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন আরাবিক ল্যাংঙ্গুয়েজ এন্ড ইসলামী স্টাডিজ কোর্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে।গত রবিবার ৮ সেপ্টম্বর সকাল সাড়ে ১০ টায় ইস্ট লন্ডন মসজিদের এলএমসি হলের ৩য় তলায় আমাদের সন্তান আমাদের ভবিষ্যৎ, সন্তানদেরকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি দিতে হবে ইসলামী শিক্ষা এই স্লোগানকে সামনে রেখে উদ্বোধনী ক্লাস শুরু হয়।১৩ বছর থেকে তরুন ও প্রাপ্তবয়স্ক যে কেউ এ সুজোগ নিতে পারবে।

ইমাম বুখারী ইনস্টিটিউটের মাওলানা তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে ডিপ্লোমা কোর্সের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মবিন রহমান।

প্রতি রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টা থেকে বিকাল সাড়ে ৩ পর্যন্ত সপ্তাহে একদিন ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে।ভবিষ্যৎ ইমাম, খতিব এবং ইসলামিক স্কলার তৈরি করাই এই কোর্সের মূল লক্ষ্য।উচ্চতর ওলামাদের নেতৃত্বে এই কোর্সে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, এরাবিক ল্যাংগুয়েজ, আকিদা ও সীরাহ এর উপর পাঠ দান করা হবে।পুরো সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সীমিত আসনে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলবে।আপনাদের সন্তানকে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে ইমাম বুখারী ইনস্টিটিউট এর এই কোর্সে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করেছেন প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল মাওলানা তাজুল ইসলাম।

নারী সমাজের উদ্যোগে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত

সম্প্রীতি কনসার্ট ইউকে ও চেতনায় নারী সমাজের উদ্যোগে ৯ সেপ্টেম্বর লন্ডন আলতাব আলী পার্কে ব্রিটনের শিল্পী ও সাধারণ মানুষের সম্মিলিত আয়োজন, বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত " আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি" পরিবশনা।

সম্প্রতি সময়ে বাংলাদশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তন বিতর্কে দেশে বিদেশে প্রতিবাদে ঝড় উঠে। এরই ধারাবাহিকতা ছিল লন্ডনের এই আয়োজন। সাপ্তাহিক কর্ম দিবসে ও তিন থেকে চারশত মানুষ এসে সমবেত হয়েছিলেম এই আয়োজনে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা হিমাংশু গোস্বামীর নেতৃত্বে সমবেত জাতীয় সঙ্গীতে লন্ডনের নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নিয়েছিলেন।

সমবেত জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনা শেষে আগত মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্বে শপথ পাঠ করেন সমবেত শিল্পী জনতা।

আয়োজকদের পক্ষে জামাল আহমদ খান ও সাংবাদিক জুয়েল রাজ জানান, একটা দেশে সরকার যে কোন ভাবেই পরিবর্তন হতে পারে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্ত বাংলাদেশে আমরা দেখতে পেলাম এক ভীন্ন চরিত্র। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশের মৌলিক অস্থিত্বের জায়গা গুলোতে আঘাত করা হচ্ছে। এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশ কে আমরা ভীন্ন ভাবে দেখতে পাচ্ছি। আমারা আমাদের প্রতিবাদ টুকো রেখে গেলাম।

মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের বিপরীতে যে কোন ধরণের চেষ্টাকে আমরা প্রত্যাখান করব।

অনুষ্ঠানে নারী সমাজের পক্ষে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাবেয়া জামান জোসনা। অনুষ্ঠান শেষে সম্প্রীতি কনসার্টের পক্ষে আগত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উর্মি মাজহার।

অক্সফামের ওয়েবিনার : বাংলাদেশের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্যে দীর্ঘ মেয়াদী সমন্বিত সহযোগিতার আহ্বান

বাংলাদেশে স্মরণকালের ভয়াবহ আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জীবন পুনর্গঠন এবং ভবিষ্যত স্থীতিশীল করতে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা ও সহযোগিতার আহ্বায়ন জানিয়েছেন ব্রিটেনের বাঙালী কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সাম্প্রতিক বন্যায় বাংলাদেশে প্রায় ৬ মিলিয়নের বেশি মানুষ মারাত্মকভাবে ক্ষতির শিকার হয়েছেন। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতায় করণীয় নিয়ে সম্প্রতি এক ওয়েবিনারের আয়োজন করে ব্রিটিশ চ্যারিটি সংস্থা অক্সফাম। এতে যোগ দিয়ে অথিতিরা অবিলম্বে সহায়তা এবং দীর্ঘমেয়াদী পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার উপর গুরুত্বারোপ করে আর্থিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসার জন্যে প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান। ওয়েবিনারে অংশ নিয়ে অক্সফাম ব্রিটেনের সিইও হালিমা বেগম বলেন, তিনি নিজে একজন ব্রিটিশ বাংলাদেশী হিসেবে উদারতার কথা ভালোভাবে জানেন। বন্যা শুরু হওয়ার পর থেকে কিন্তু প্রবাসীরা বসে নেই। যে যার তরফ থেকে সহযোগিতা করছেন কিন্তু সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন। প্রবাসীদের সাথে জরুরী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে অক্সফাম সর্বদা বদ্ধপরিকর। অক্সফাম বন্যার শুরু থেকেই স্থলভাগে রয়েছে, বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন সুবিধা, খাদ্য সরবরাহ এবং চিকিৎসা সহ জীবন রক্ষাকারী সহায়তা প্রদান করছে। কিন্তু চাহিদা অপরিসীম। ওয়েবিনারের

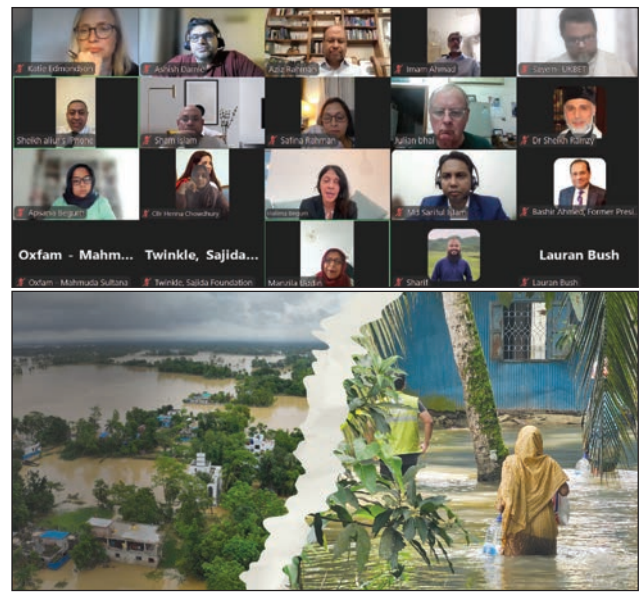

আলোচনায় এই প্রচেষ্টাগুলোর সাথে প্রবাসীদের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর আহ্বান জানানো হয়। ওয়েবমিনারটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন অক্সফামের পৃষ্ঠপোষক আজিজ উর রহমান এবং বাংলাদেশে অক্সফামের প্রভাবের মিডিয়া বিভাগের প্রধান মোঃ সরিফুল ইসলাম।

এতে বক্তব্য রাখেন ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রেসিডেন্ট রফিক হায়দার, চেম্বারের সাবেক প্রেসিডেন্ট বশির আহমেদ, লন্ডন টি এক্সচেঞ্জ গ্রুপের চেয়ারম্যান শেখ অলিউর রহমান ওবিই, ব্যারনেস মনজিলা পোলা উদ্দিন, ব্রিটিশ এমপি আপসানা বেগম, ডক্টর শেখ রামজি, জুলিয়ান ফ্রান্সিস, রোহিমা মিয়া, মাহমুদ হাসান এমবিই এবং বাংলাদেশে অক্সফামের কান্ট্রি ডিরেক্টর আশীষ দামলে।

আলোচনায় তারা বাংলাদেশের ভয়াবহ বন্যা সংকট মোকাবেলায় একীভূত পদ্ধতির জরুরি প্রয়োজনের কথা তুলে ধরেন। অক্সফাম এবং যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশী প্রবাসীদের মধ্যে সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের সমর্থন করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এবং বাস্তব প্রভাব তৈরি করা যেতে পাওে বলেও মত দেন তারা।

টাওয়ার হ্যামলেটসে মৃত্যুর নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন

টাওয়ার হ্যামলেটসে মৃত্যু নথিভুক্ত করার পদ্ধতি ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে পরিবর্তন হচ্ছে।

এই তারিখ থেকে, সমস্ত মৃত্যুকে অবশ্যই মেডিকেল এক্সমিনারের অফিস (এমইও) থেকে অতিরিক্ত যাচাই-বাছাই করতে হবে। এমসিসিডি অর্থাৎ মেডিক্যাল কজ অফ ডেথ সার্টিফিকেট এমইও (মডিকেল এক্সমিনারের অফিস) দ্বারা স্বাক্ষর না করা পর্যন্ত নিবন্ধকগণ মৃত্যু নিবন্ধন করতে পারবেন না। পরিবারগুলিকে রেজিস্ট্রারের সাথে নয়, সরাসরি এমইও-এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

এমইও তার খোলার সময়ও পরিবর্তন করছে যাতে শনিবার, রবিবার এবং ব্যাঙ্ক হলিডে সকাল ৮টা থেকে সকাল ১১টা পর্যন্ত সময়ের বাইরের পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অতএব, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে, কাউন্সিলের আউট-অফ-আওয়ার ইমার্জেন্সি বেরিয়াল সার্টিফিকেট সার্ভিস (জরুরী দাফন শংসাপত্র পরিষেবা) শনিবার, রবিবার এবং ব্যাঙ্ক হলিডে সকাল ৯.৩০ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ টা পর্যন্ত চলবে।

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/advice_and_benefits/Births-deaths-and-marriages/Deaths/Deaths.aspx

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সামনে প্রবাসী বাঙ্গালীদের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

এম এ সালামঃ তথাকথিত 'কোটা আন্দোলনের' নেপথ্যে থেকে দেশদ্রোহী গুষ্টি, আন্তর্জাতিক মোড়লদের সহযোগিতায় মধ্যম আয়ের বাংলাদেশকে ধ্বংসের তলানিতে নিয়ে গেছে। গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে আওয়ামী লীগ এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তি নিধন করছে। মামলা-হামলা আর হত্যায় বেপরোয়া প্রফেসর ইউনুস এবং তার দোসর, জামাত এবং তাদের সমর্থকদের দ্বারা অসাংবিধানিক ভাবে জোরপূর্বক বাংলাদেশ রাষ্ট্র দখল এবং গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হত্যা এবং অত্যাচার, অনাচারের বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৯ ই সেপ্টেম্বর, সোমবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সামনে শত শত প্রবাসী বাঙ্গালীদের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশে যোগ দেন। বেলা প্রায় ১টা থেকেই আওয়ালী লীগ ও অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীরা হাউস অব কমন্সের সামনে সমবেত হতে থাকেন। দূর দূরান্ত থেকে শত শত প্রবাসী বাঙ্গালীরা সমবেত হয়ে শেখ হাসিনার পক্ষে মূহুর্মুহ শ্লোগান দেন! তাঁরা অবৈধ বর্তমান স্বৈরশাসক ইউনুসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন!

দূপুর ২ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশের শেষে বৃটিশ পার্লামেন্টের সামনে প্রবাসী বাঙ্গালীরা সমবেতকণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করার মাধ্যমে সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সুলতান মাহমুদ শরীফ এর সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুকের পরিচালনায় সভায় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আলহাজ্ব জালাল উদ্দিন,সহ সভাপতি হরমুজ আলী,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মারুফ আহমেদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক মাসুক ইবনে আনিস, আ. স. ম. মিসবাহ, রবিন পাল, খসরুজ্জামান খসরু, সারব আলী, ব্যারিস্টার আবুল কালাম চৌধুরী, কাওছার চৌধুরী, আহমেদ আহসান, নজরুল ইসলাম অকিব, আলতাফর রহমান মোজাহিদ, আনসারল হক, সৈয়দ ছুরুক আলী, আফসার খান সাদেক, আব্দুল হোসেন, ফখরুল ইসলাম মধু, সেলিম আহমদ খান, জামাল আহমদ খান, মাহবুব আহমদ, তামিম আহমদ ,জোবায়ের আহমদ, আজিজুল আম্বিয়া, আনজুমান আরা অনজু , শাহিনা আক্তার , হোসনে আরা মতিন, ছালমা বেগম, মিফতা নূর, সামিরুন চৌধুরী, আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ, আব্দুল বাছির, তামিম আহমদ, সজিব ভূইয়া, জাকির আখতারুজ্জামান খান, আফজল হোসেন, ও মাহবুব আহমদ, সহ বিভিন্ন শহর থেকে আগত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সভায় বক্তারা বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী শেখ হাসিনা এখনো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, ও অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুসের সরকার দাবী করার কোন ভিত্তি নেই বলে দাবী করে বলেন বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৭ অনুচ্ছেদ মোতাবেক শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী এবং ১৭১ মিলিয়ন জনগোষ্ঠির প্রতিনিধিত্বের একমাত্র আইনানুগ দাবীদার।অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বা অনির্বাচিত ভাবে সরকার প্রধান হবার কোন ব্যবস্থা উক্ত সংবিধানে নেই। সরকার প্রধান হিসেবে অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুসের দাবীর কোন আইনী, সাংবিধানিক বা গণতান্ত্রিক ভিত্তি নাই বলে উল্লেখ করে বক্তারা বাংলাদেশের বর্তমান নৈরাজ্য, অস্থিতিশীলতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের চলমান অবস্থা থেকে উত্তরন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যর্পনে জাতিসংঘ সহ বিশ্বনেতৃবৃন্দের সহায়তা কামনা করেছেন। পরিশেষে বৃটিশ পার্লামেন্টের সামনে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে প্রবাসী বাঙ্গালীরা একসাথে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এদিকে অবিলম্বে দেশে হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, মব জাস্টিস, অনাচার, অত্যাচার, গণ মামলা বন্ধের আহবান এবং অবৈধ সরকারের পদত্যাগ দাবিতে গত ১০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ১২ ঘটিকায় যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগ ওয়েলস শাখার পক্ষ থেকে বৃটেনের কার্ডিফ শহরের স্পাইস সেন্টারে এক সভার আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় জাতীয় পরিষদের সদস্য ওয়েলস আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জননেতা মোহাম্মদ ফিরোজ আহমদের সভাপতিত্বে ও ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম.এ.মালিক এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সদস্য, ওয়েলস আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি মোহাম্মদ মকিস মনসুর,সহ সভাপতি সাইফুল ইসলাম নজরুল,সহ সভাপতি এস এ রহমান মধু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম মর্তুজা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক মল্লিক মোসাদ্দেক আহমেদ, আইন বিষয়ক সম্পাদক হারুন তালুকদার, দফতর সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, ওয়েলস আওয়ামী যুবলীগের সাবেক সভাপতি জয়নাল আহমদ শিবুল, কমিউনিটি সংগঠক আকতারুজ্জামান কুরেশি নিপু, মৌলভীবাজার জেলা আওয়ামী যুবলীগের সাবেক যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল ওয়াহিদ বাবুল,ওয়েলস আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি ভিপি সেলিম আহমদ, সাধারণ সম্পাদক মফিকুল ইসলাম, সিনিয়র সহ সভাপতি আবুল কালাম মুমিন, সহ সভাপতি রকিবুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ বি রুনেল, ওয়েলস বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি আলহাজ্ব ছালিক মিয়া, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ ইকবাল আহমেদ, ওয়েলস সেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি হাজি জুয়েল মিয়া, ও সেক্রেটারি মোহাম্মদ কয়েস মনসুর, ওয়েলস তাতীলীগের সভাপতি জামাল আহমেদ বকুল, সেক্রেটারি জহির আলী, মৌলভীবাজার জেলা তাতীলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, ওয়েলস জাতীয় শ্রমিক লীগের সেক্রেটারি এস এ খান লেনিন, আলহাজ্ব আসাদ মিয়া, বদর উদ্দিন চৌধুরী বাবর, ইকবাল আহমেদ, মাহবুব হোসেন, আসাদ মিয়া, কামাল আহমদ, ওয়েলস ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাম্মদ বদরুল হক মনসুর, এম এ রউফ, আব্দুস সামাদ, দেওয়ান মাজিদ, মৌলা আফতাব, রাসেল আহমদ, ও মৌলভীবাজার জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি মোহাম্মদ ফয়ছল মনসুর, সহ কার্ডিফ, নিউপোর্ট, সোয়ানসি, ও পটলবাট থেকে আগত নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা অবিলম্বে দেশে হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, মব জাস্টিস, অনাচার, অত্যাচার, গণ মামলা বন্ধের আহবান জানান। এবং অবৈধ সরকারের পদত্যাগ দাবি করেন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে টিকাদান কার্যক্রম

বেশিরভাগ টিকা একটি শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু করার আগেই দেওয়া হয়, তবে কিছু টিকা রয়েছে যা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দেওয়া হয়। প্রশিক্ষিত, অত্যন্ত অভিজ্ঞ টিকাদাতাদের একটি দল দ্বারা এই টিকাগুলি দেওয়া হয় যারা আপনার সন্তানের স্কুলে যাবে। আপনাকে যা করতে হবে তা হল আপনার সন্তানের টিকা দেওয়ার জন্য আপনার সম্মতি প্রদান করা।

টিকা নিয়ে প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক। নীচের লিঙ্কটি ব্যবহার করে আপনার শিশু তার জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে যে ভ্যাকসিনগুলি পেতে পারে সে সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে ভিজিট করুনঃ

www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/advice_and_benefits/Births-deaths-and-marriages/Deaths/Deaths.aspx

প্রতিটি দিনই গুরুত্বপূর্ণ - প্রতিটি মিনিট গণনা হচ্ছে

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত থাকা শিশুদেরকে প্রচুর সামাজিক, স্বাস্থ্য এবং একাডেমিক সুবিধা প্রদান করে।

স্কুলে একজন ছাত্রের উপস্থিতি যত বেশি হবে, পরীক্ষা এবং আনুষ্ঠানিক মূল্যায়নে তারা তত বেশি শিখবে এবং ভাল পারফর্ম করবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি শিশুদেরকে তাদের শেখার ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য এবং তারা আগ্রহী এমন কিছু খুঁজে পেতে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যকলাপও অফার করে।

যদি আপনার সন্তানের স্কুলে যেতে সমস্যা হয়, বা আরও সাহায্য এবং সহযোগিতার জন্য ভিজিট করুনঃ

www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/education_and_learning/Every-day-matters-every-minute-counts.aspx

টাওয়ার হ্যামলেটসের হোয়াটস্অ্যাপ চ্যানেলে যোগ দিন

টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিল একটি অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল চালু করেছে। এই একমুখী সম্প্রচার প্ল্যাটফর্ম আপনাকে ব্যক্তি, সংস্থা ও ব্যক্তি বিশেষ - যাদের কাছ থেকে আপনি আপডেট পেতে চান, তাদেরকে অনুসরণ করার সুযোগ দেবে।

সরাসরি আপনার ফোনে কমিউনিটির সাম্প্রতিক খবর, ইভেন্ট অনুস্মারক এবং স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ আপডেট পেতে আমাদের অনুসরণ করুন। একবার আপনি কাউন্সিলের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে (www.whatsapp.com/channel/0029VaO0Q3V0wajrVBL2JP0j) যোগদান করার পরে, আপনি কোনও বার্তা মিস না করতে চাইলে নোটিফিকেশন চালু করতে ভুলবেন না (স্ক্রীনের শীর্ষে থাকা বেল আইকনে ট্যাপ করে)।

রাতারগুলে কমছে পর্যটক

সিলেট অফিস : বাংলার অ্যামাজন খ্যাত দেশের একমাত্র সোয়াম্প ফরেস্ট বা জলার বন রাতারগুল। উপরে নীল আকাশ আর নিচে সবুজ পানি মিলে অপূর্ব এই প্রাকৃতিক লীলাভূমির প্রতি দুর্বার আকর্ষণে সারাদেশ থেকে দর্শনার্থীরা ছুটে আসতেন। কিন্তু অশুভ ছায়ায় একসময়ের জনপ্রিয় এই পর্যটন স্পট আকর্ষণ হারাচ্ছে, কমছে পর্যটক। মাত্রাতিরিক্ত নৌকাভাড়া, ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় ওয়াচ টাওয়ার দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকাসহ নানান অব্যবস্থাপনায় রাতারগুল থেকে দর্শনার্থীরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন বলে মনে করেন স্থানীয়রা। ভাড়া পুণ:নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয়টি বিবেচনায় আছে বলে জানিয়েছে বন বিভাগ।

সিলেট জেলার সীমান্তবর্তী উপজেলা গোয়াইনঘাটের ফতেহপুর ইউনিয়নে রাতারগুলের অবস্থান। বনের ৮০ শতাংশ এলাকাই গাছ দিয়ে ভরা। বিশাল এ বনে রয়েছে পানিসহিষ্ণু প্রায় ২৫ প্রজাতির গাছ। পানিতে বুক ডুবিয়ে থাকা গাছের ডালপালায় সবুজ পত্র-পল্লব চমৎকার দৃশ্য উপভোগ করতে পর্যটকরা আসেন রাতারগুলে। তবে নয়ানাভিরাম দৃশ্য দেখে যেমন খুশি হোন তেমনি অনেক অব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষোভও প্রকাশ করেন তারা।

সরেজমিন খবর নিয়ে জানা গেছে রাতারগুলে বর্তমানে প্রতিটি নৌকাভাড়া ৮৩০ টাকা। এরমধ্যে মাঝিরা পান মাত্র ৩০০ টাকা। বাকি টাকার মধ্যে ৩০০ টাকা চলে যায় যেসব গাড়িচালক নৌকাঘাটে পর্যটকদের নিয়ে যান তাদের টিপস হিসেবে। এখন যেসব পর্যটক চালকছাড়া ব্যক্তিগতভাবে রাতারগুল আসেন তাদেরও ৮৩০ টাকা নৌকা ভাড়া দিতে হয়, ইজারা বা কমিটির লোকেরা তখন ড্রাইভার টিপস খাত তাদের মতো করে দেখিয়ে দেন। বাকি ২৭৫ টাকার মধ্যে বনবিভাগের ১১৫ টাকা, জেলা পরিষদ ৮০ টাকা এবং স্টাফ খরচ ৩৫ টাকা। জেলা পরিষদের ৮০ টাকা ইজারাদাররা নিয়ে থাকেন। যদিও বর্তমানে ইজারাদারের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তবে তারা এখনও বহাল আছেন।

নৌকা ভাড়া বেশি আদায়ের অভিযোগের পাশাপাশি ওয়াচ টাওয়ারটি বন্ধ থাকায় উপর থেকে পাখির চোখে পুরো এলাকা একনজরে দেখা এবং মেঘালয়ের চমৎকার শোভা অবলোকনের সুযোগ মিলছে না এখন। এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন আগতরা। তাই এখন যারা আসছেন তাদের শুধু পানির উপর নৌকায় ঘুরেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

স্থানীয় ইয়াং স্টার সমাজ কল্যাণ সংস্থা সভাপতি মতিউর রহমান বলেন, দিন দিন রাতারগুলে পর্যটকদের সংখ্যা কমছে। মূলত নৌকা ভাড়া বেশি, ওয়াচ টাওয়ার বন্ধ এবং পানি কমে যাওয়ায় এক সময়ের জনপ্রিয় এই দর্শনীয় স্থানটি আকর্ষণ হারাচ্ছে। এছাড়া বিগত কিছুদিন ধরে দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণেও লোকজন আসা অনেক কমেছে বলে জানান তিনি। পর্যটক বাড়াতে অব্যবস্থাপনা রোধ এবং নৌকা ভাড়া পুন:নির্ধারণ করা প্রয়োজন মনে করেন মতিউর।

এ ব্যাপারে সিলেটের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মো. হুমায়ুন কবির জানান, বন বিভাগের আদায় করা টাকার অঙ্ক পুন:নির্ধারণের কথা ভাবছেন তারা ও অর্থের সংস্থান পেলে ওয়াচটাওয়ারটি পুন:নির্মাণ হবে ।

সিলেটে হযরত শাহপরান (রহ.) মাজারে উত্তেজনা

সিলেট অফিস : সিলেটে হযরত শাহপরান (রহ.) ওরসকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার দফায় দফায় হামলা, পাল্টা হামলা হয়েছে। এ ঘটনাকে ঘিরে সন্ধ্যা পর্যন্ত নগরের শাহপরান এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করে। বিকালে আলেম-ওলামা নেতৃবৃন্দ সমাবেশ করে ঘোষণা দিয়েছেন; সিলেটের মাজারগুলোতে গান-বাজনা ও বেহায়াপনা বন্ধ করতে হবে।

শাহপরান (রহ.) মাজারের তিন দিনব্যাপী ওরসে গান-বাজনা ও বেহায়াপনা বন্ধে আগে থেকেই সোচ্চার ছিলেন আলেম-ওলামা সমাজ ও এলাকার মানুষ। এ কারণে আগে থেকে গান-বাজনার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছিলেন মাজার কর্তৃপক্ষ। রোববার সকালে শুরু হওয়া ওরসের প্রথম দিন বেশ শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়েছে। রাতে আলেম-ওলামারা পাহারায় থাকায় কোনো ধরনের বেহায়াপনা হয়নি। একইভাবে সোমবার রাতেও আলেম-ওলামারা পাহারা দেয়া শুরু করেন। তারা মাজারের সিঁড়িতে অবস্থান নিয়ে বসে থাকেন। কিন্তু মাজার কম্পাউন্ডে ঢুকতে না পারায় ওরসে আসা ভণ্ডরা আলেম সমাজের ওপর ক্ষুব্ধ হয়।

রাত দুইটার দিকে ভক্ত ও আশেকানের নামে ভণ্ডরা হঠাৎ করে ক্ষুব্ধ হয়ে মাজার কম্পাউন্ডে ঢুকে পড়ে। এ সময় তাদের সঙ্গে খাদেম পরিবারের অনেক সদস্য ছিলেন বলে জানিয়েছেন আলেম-ওলামারা। হাতে লাঠিসোটা নিয়ে মাজার এলাকায় ঢুকে সিঁড়িতে বসা আলেম-ওলামাদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় কয়েকজন মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে তারা এলোপাতাড়ি মারধর করে। ভণ্ডদের হামলায় টিকতে না পেরে আলেম-ওলামারা মাজারের পাশে থাকা মসজিদে অবস্থান নেন। এক পর্যায়ে মাজারের চারপাশ থেকে মসজিদের দিকে ইটপাটকেল ছোড়া হয়। আলেম-ওলামারা জানিয়েছেন, হঠাৎ হামলায় তারা প্রস্তুত ছিলেন না। এ কারণে প্রতিরোধ করতে পারেননি। এক পর্যায়ে তারা মসজিদে অবস্থান নিলে তাদের ওপর হামলা করা হয়। হামলার ঘটনার পরপরই কয়েকজন মাদ্রাসা শিক্ষার্থী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলেম-ওলামা ও স্থানীয় এলাকাবাসীর সহযোগিতা চেয়ে ফেসবুকে লাইভ করেন। এ সময় তারা দাবি করেন- সন্ধ্যা রাত থেকে মাজারের নিরাপত্তার জন্য পুলিশের অবস্থান ছিল। কিন্তু হামলার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে পুলিশ চলে যাওয়ায় ভণ্ডরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এসে তাদের ওপর হামলা করেছে। এতে ব্যবসায়ী, মাজার খাদেম পরিবার সহ সুবিধাভোগী অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ফেসবুক লাইভের ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে সিলেটে। বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে শিক্ষার্থীরা শাহপরান (রহ.) মাজার অভিমুখে রওনা দেন। সবার আগে গাড়ি রিজার্ভ করে আসেন জৈন্তাপুরের হরিপুর মাদ্রাসার শিক্ষার্থী সহ স্থানীয় এলাকার মানুষ। এ সময় আলেম সহ স্থানীয় এলাকাবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভণ্ডদের ওপর হামলা করলে তারা পিছু হটে। খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা আসেন। স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর দিলোয়ার হোসেন নাদিম সহ আরও কয়েকটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা আসেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন- পাল্টাপাল্টি হামলার ঘটনায় এ সময় অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৫ জনকে রাতে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সকালে স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর সহ জনপ্রতিনিধিরা মানবজমিনকে জানিয়েছেন, রাতে প্রশাসন সহ তারা এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেন। যারা আহত হয়েছেন তাদেরকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। আলেম সমাজের উচ্চ পর্যায়ের নেতারা এ সময় মাজার এলাকায় ছিলেন।

মাজার এলাকার ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, মাজারের ওরসে গান-বাজনা সহ নানা আনুষঙ্গিকতা থাকে। এবারো গায়ক দল সহ নানা আসরের প্রস্তুতি ছিল। কিন্তু মাজার কর্তৃপক্ষের বিধিনিষেধ থাকার কারণে তারা মাজার এলাকায়ই ঢুকতে পারেননি। অবস্থান নিয়েছিলেন পুকুরের পাড়ে। সেখান থেকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাতে সিঁড়িতে পাহারায় থাকা মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। পাল্টা হামলার ঘটনার পর অনেকেই মাজার এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান। শাহপরান (রহ.) থানার ওসি হারুনুর রশীদ জানিয়েছেন- ঘটনায় গুরুতর কেউ আহত হননি। কোনো পক্ষই বিকাল পর্যন্ত থানায় মামলা করেননি।

হবিগঞ্জে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ককে ছুরিকাঘাত

হবিগঞ্জ সংবাদদাতা : হবিগঞ্জ শহরে চাঁদাবাজিতে বাধা দেয়াকে কেন্দ্র করে বৈষম্যবিরোধি ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক সোহাগ গাজি (২৫) ছুরিকাঘাত করা হয়েছে।

শুক্রবার দিবাগত রাত ১ টার দিকে অপর সমন্বয়ক সাকিবের নেতৃত্বে এ হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ উঠে। আহত অবস্থায় তাকে হবিগঞ্জ সদর আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত সোহাগ গাজী জানান, শহরতলীর উমেদনগর এলাকার সাকিব দীর্ঘদিন ধরে বৈষম্যবিরোধি ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন। এর মধ্যে সাকিবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন এলাকায় চাঁদাবাজির অভিযোগ উঠে। যে কারণে সেসহ অন্যান্যরা তাকে বাধ দিয়ে বিভিন্ন প্রোগ্রাম করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে সাকিব। রাত ১ টার দিকে সাকিব ও তার লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সিনেমাহল রোড এলাকায় তার উপর হামলা চালায়। এক পর্যায়ে সাকিব ক্ষিপ্ত হয়ে গাজীকে ছুরিকাঘাত করে। এতে সে গুরুতর আহত হলে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে হবিগঞ্জ সদর আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এর আগে সোহাগ গাজী তার ব্যবহৃত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের লাইভে এসে সাকিব তাদের উপর হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেন। এক পর্যায়ে তারা সার্কিট হাউজে আশ্রয় নেন এবং সকলকে ছুটে যাওয়ার জন্য আহ্বান করেন।

এ বিষয়ে হবিগঞ্জ সদর থনার (ওসি) নুরে আলম জানান, বিষয়টি শুণেছি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বঙ্গবন্ধুর পরিবারের বিশেষ নিরাপত্তায় করা আইন বাতিল

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের সদস্যদের বিশেষ নিরাপত্তায় করা আইন বাতিল হয়েছে। এ জন্য সোমবার 'জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৪' জারি করেছেন রাষ্ট্রপতি। এর মাধ্যমে 'জাতির পিতা পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা আইন, ২০০৯' বাতিল হলো।

এর আগে গত ২৯ আগস্ট উপদেষ্টা পরিষদের সভায় অধ্যাদেশের খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। খসড়া অনুমোদনের সময় জানানো হয় হয়, কেবল একটি পরিবারের সদস্যদের রাষ্ট্রীয় বিশেষ সুবিধা প্রদানের জন্য আইনটি করা হয়েছিল যা একটি সুস্পষ্ট বৈষম্য। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের পর বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার সব বৈষম্য দূরীকরণে দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করেছে।

এখন সংসদ না থাকায় অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে নিরাপত্তা দেওয়ার আইনটি রহিত করা হলো। নিরাপত্তা রহিতকরণ অধ্যাদেশ এর খসড়া লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং সাপেক্ষে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন দেয় উপদেষ্টা পরিষদ।

ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টিকিটের মূল্য কমাল বিমান

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সৌদি আরবগামী ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টিকিটের মূল্য কমিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। সংস্থাটির জনসংযোগ বিভাগের মহাপরিচালক বোসরা ইসলামের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

এ ছাড়াও যে সকল যাত্রী ওমরাহের উদ্দেশ্যে দেশ থেকে প্রথমে মদিনা গমন করবেন তাদের জন্য আকর্ষণীয় মূল্য ছাড় দেওয়া হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস ওমরাহ যাত্রীদের জন্য বাংলাদেশ থেকে জেদ্দা ও মদিনা রুটে টিকিটের মূল্য কমিয়েছে। এর আগে ওমরাহর জন্য দুটি নির্দিষ্ট ফেয়ার ক্লাস বা রিজার্ভেশন বুকিং ডেজিগনেটর (আরবিডি) ব্যবহার করা হতো। যাত্রীদের টিকিট প্রাপ্তি সহজলভ্য করতে চলমান দুটি বুকিং ক্লাসের পরিবর্তে সব বুকিং ক্লাস বা আরবিডি উন্মুক্ত করা হয়েছে, যা সব ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলে উন্মুক্ত রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, এর ফলে ওমরাহ যাত্রীগণ সাধারণ যাত্রীদের ন্যায় যেকোনো আরবিডিতে ওমরাহ টিকিট কিনতে পারবেন। যেসব ওমরাহ-যাত্রী আগে টিকিট কিনবেন, তারা সর্বনিম্ন ভাড়ার-সুবিধা পাবেন। এ ছাড়া যেসব যাত্রী ওমরাহের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রথমে মদিনায় গমন করবেন, তাদের জন্য আকর্ষণীয় মূল্যছাড় দেওয়া হচ্ছে।

শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিচ্ছে বাংলাদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি)।

ট্রাইব্যুনালের প্রধান প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে যে প্রাণঘাতী সহিংসতা চালানো হয়েছিল, তার বিচারের জন্য শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরার খবরে বলা হয়েছে।

টানা কয়েক সপ্তাহের আন্দোলন এবং কর্তৃপক্ষের নির্মম দমন-পীড়নের পর শেখ হাসিনা ৫ আগস্ট সামরিক হেলিকপ্টারে করে পালিয়ে ভারতের নয়াদিল্লির কাছে একটি বিমানঘাঁটিতে আশ্রয় নেন।

ভারতে শেখ হাসিনার উপস্থিতি ঢাকা-দিল্লির সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলেছে এবং তাকে বিচারের মুখোমুখি করতে বাংলাদেশ যখন উদ্যোগ নিচ্ছে, তখন একটি কূটনৈতিক বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

রোববার (৮ সেপ্টেম্বর) আইসিটির প্রধান প্রসিকিউটর জানান, ১৫ বছর ধরে কঠোর হাতে দেশ শাসনের অভিযোগে অভিযুক্ত শেখ হাসিনাকে

আন্দোলনের সময় 'গণহত্যা' পরিচালনার দায়ে বিচারের জন্য ফেরত আনা হবে।

তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'প্রধান অপরাধী যেহেতু দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, আমরা তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আইনি প্রক্রিয়া শুরু করব। শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় ২০১৩ সালে ভারতের সাথে বাংলাদেশের একটি অপরাধী প্রত্যর্পণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।'

ট্রাইব্যুনালের প্রধান প্রসিকিউটর বলেন, 'যেহেতু তাকে বাংলাদেশে গণহত্যার প্রধান আসামি করা হয়েছে, আমরা তাকে বিচারের মুখোমুখি করার জন্য আইনিভাবে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব।'

বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের গণহারে আটক এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে অভিযুক্ত শেখ হাসিনার সরকার টানা কয়েক সপ্তাহের ছাত্রনেতৃত্বাধীন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত হয়।

প্রাথমিকভাবে জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির আগে কয়েক সপ্তাহের সহিংসতায় ৬০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, যা 'সম্ভবত প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে কম' বলে ধারণা করা হচ্ছে।

৭৬ বছর বয়সী শেখ হাসিনাকে ভারতে পালানোর পর থেকে জনসমক্ষে দেখা যায়নি। বাংলাদেশ তার কূটনৈতিক পাসপোর্ট বাতিল করেছে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রত্যর্পণ চুক্তির একটি ধারা অনুসারে, অপরাধের 'রাজনৈতিক চরিত্র' থাকলে প্রত্যর্পণ প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে।

তবে বাংলাদেশি কর্মকর্তারা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, ক্ষমতাচ্যুত নেত্রীকে বিচারের মুখোমুখি করার জন্য কঠোর হবে ঢাকা।

শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া ড. মুহাম্মদ ইউনূস গত সপ্তাহে ভারতের সংবাদ সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়াকে বলেন, 'যদি ভারত তাকে রাখতে চায় তবে শর্ত হলো তাকে নীরব থাকতে হবে, যতক্ষণ না বাংলাদেশ তাকে ফেরত চায়।'

হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশের জনসাধারণ একদিকে ড. ইউনূসের সরকারের ওপর চাপ বৃদ্ধি করছে এবং অন্যদিকে তাদের মধ্যে ভারতবিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ভারতীয় গণমাধ্যমকে বলেন, শেখ হাসিনাকে অবশ্যই বাংলাদেশে এনে বিচার করতে হবে।

এই চাপের ফলে ভারত একটি জটিল অবস্থায় পড়েছে এবং দিল্লি ও ঢাকার সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

পূর্বাচলে হাসিনা পরিবারের প্লট বরাদ্দ বাতিলের নির্দেশনা চেয়ে রিট

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : শেখ হাসিনার পরিবারের সদস্যদের নামে পূর্বাচল উপশহরে বরাদ্দ দেওয়া প্লটসহ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) সব অবৈধ বরাদ্দ বাতিলের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১০ সেপ্টেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের ১০ আইনজীবী এই রিট করেন।

বরাদ্দ বাতিলের নির্দেশনা চাওয়ার পাশাপাশি বরাদ্দের সঙ্গে জড়িত ও সুবিধাভোগী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া এবং বরাদ্দসংক্রান্ত বিষয় তদন্ত করতে হাইকোর্টের সাবেক একজন বিচারপতিকে প্রধান করে তিন সদস্যর কমিটি গঠনের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে রিটে।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ মিসবাহ উদ্দীন আবেদনকারীদের পক্ষে এই রিট করেন।

রিট আবেদনকারী আইনজীবী হলেন মো. রেজাউল ইসলাম, আল রেজা মো. আমির, মো. গোলাম কিবরিয়া, মোহাম্মদ হারুন, মো. বেলায়েত হোসেন সোজা, কামরুল ইসলাম রিগান, হাসান মাহমুদ খান, শাহীনুর রহমান শাহীন ও মো. জিল্লুর রহমান। তাদের আইনজীবী মোহাম্মদ মিসবাহ উদ্দীন সাংবাদিকদের বলেন,

রাজউকের আলোচিত পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে নিজের নামে প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্লট নিয়েছেন তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের নামেও। এ ছাড়া প্লট বরাদ্দপ্রাপ্তদের তালিকায় আছেন হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানা ও তার দুই ছেলে-মেয়ে।

২০২২ সালে তারা প্লট বুঝে পান। পরে বিষয়টি 'রাষ্ট্রীয় অতি গোপনীয় বিষয়' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ফলে হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া খোদ রাজউকেরই অনেকে এ বিষয়ে তেমন কিছুই জানেন না।

শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যরা প্রত্যেকে সর্বোচ্চ ১০ কাঠা আয়তনের প্লট নিয়েছেন জানিয়ে এই আইনজীবী বলেন, পূর্বাচলে প্রস্তাবিত কূটনৈতিক জোনে ২৭ নম্বর সেক্টরে ২০৩ নম্বর রোডে শেখ হাসিনার প্লট নম্বর ০০৯।

২০২২ সালের ৩ আগস্ট বরাদ্দপত্র ইস্যু করে রাজউক। শেখ হাসিনার বাসভবন ধানমণ্ডির ৫৪ সুধা সদনের ঠিকানায় বরাদ্দপত্র পাঠানো হয়।

রিটে আবেদনে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব, রাজউকের চেয়ারম্যান, পূর্বাচল প্রকল্প পরিচালক, শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, সজীব ওয়াজেদ জয়, সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, রেজওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি ও আজমিনা সিদ্দিক রুপান্তিকে বিবাদী করা হয়েছে।

সাপ নিয়ে খেলা, কিশোরের চরম পরিণতি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় বিষাক্ত সাপ নিয়ে খেলতে গিয়ে চরম পরিণতি হলো মো. সাঈদ (১৯) নামে এক কিশোরের। ওই সাপের ছোবলে তার মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ৭টা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত সাঈদ লোহাগাড়া উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নের ৯ নাম্বার ওয়ার্ডের আঁধারমানিক লালারখিল এলাকার বাসিন্দা মতিউর রহমানের ছেলে।

মৃতের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সোমবার রাত ৮টার দিকে সাঈদ বিষাক্ত সাপ ধরে খেলার সময় কামড় দেয়। এর কিছুক্ষণ পর তার শরীরে বিষের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রাত ৯টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। অবস্থার তার শারীরিক অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে প্রেরণ করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

লোহাগাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. ইশতিয়াকুর রহমান জানান, সাপে কামড় দেওয়া এক কিশোরকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন স্বজনরা। এন্টিভেনম দেওয়ার পরে ও তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ জরুরি

ব্রিটেনসহ বিভিন্ন দেশে শ্রমিকদের জন্য নূন্যতম মজুরি আইন হিসাবে বলবৎ রয়েছে। বাংলাদেশে অনেক কিছু অর্জন করলেও শ্রমিকদের জন্য লড়াই করার লোক কম পাওয়া যায়। দেশে কোনো জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নেই। অর্থনীতির এবং মালিকদের মুনাফার প্রবৃদ্ধি ঘটলেও বিভিন্ন খাতে যে মজুরি চালু আছে, তার যুক্তিসংগত প্রবৃদ্ধি ঘটেনি। সে কারণেই উৎপাদন ও রপ্তানির দিক থেকে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাত অন্য অনেক দেশের তুলনায় এগিয়ে থাকলেও আমাদের শ্রমিকদের মজুরি বিশ্বে সর্বনিম্ন। এরপরও মজুরি বকেয়া থাকে, যৌক্তিক মজুরির জন্য শ্রমিকদের রাস্তায় নামতে হয়। বিনিময়ে পাওয়া যায় হামলা, মামলা ও গুলি!

দারিদ্র্যসীমার আয়, মূল্যস্ফীতি এবং প্রকট আয়বৈষম্যের মধ্যে এবারের ঘোষিত মজুরিও কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। পুলিশ, বিজিবি ও সন্ত্রাসী বাহিনীর চাপের মুখে সেই কম মজুরি শ্রমিকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ওপর কমিউনিটি পুলিশ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, থানার পুলিশ, বিজিবি, এমনকি গ্রেপ্তারের ক্ষমতা দেওয়া আনসার, গোয়েন্দা সংস্থা এবং এলাকার ছাত্রলীগ-যুবলীগদের বাহিনী দিয়ে একযোগে শ্রমিকদের ওপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালানো হয়েছে।

এর কারণে গত বছর ৩০ অক্টোবর গাজীপুরে পুলিশের গুলিতে রাসেল হাওলাদার ও আগুনে পুড়ে ইমরান হোসেন, ৮ নভেম্বর পুলিশের গুলিতে আঞ্জুয়ারা বেগম ও জালাল উদ্দিন নিহত হন। সরকারের পক্ষ থেকে এর তদন্ত ও বিচারের বদলে উল্টো হাজার হাজার শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে ত্রাস সৃষ্টি ও পুলিশের জন্য আটক-বাণিজ্যের ব্যবস্থা করা হয়। আগেও ঘটেছে এ রকম। কিন্তু সেগুলোরও কোনো তদন্ত ও বিচার হয়নি।

গত ২২ মার্চ 'মজুরি আন্দোলনে শ্রমিক হতাহতে গণতদন্ত কমিটি' গঠন করা হয়। সেই কমিটি রিপোর্ট উল্লেখ করে।

১. মজুরি এবং কারখানায় নানাবিধ অন্যায় অবিচারে শ্রমিকদের ক্ষুব্ধ হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

২. কিন্তু এ বিষয়ে যথাযথভাবে নিজেদের মত ও অভিযোগ জানানোর জন্য সংগঠন বা স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন নেই। এগুলো করার পথে পর্বতপ্রমাণ বাধা তৈরি করে রাখা আছে।

৩. মালিকপক্ষের স্বার্থরক্ষা ছাড়া শিল্প পুলিশের আর কোনো ভূমিকা দেখা যায় না। মালিক নিয়োজিত সন্ত্রাসী বাহিনীর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বাহিনীও শ্রমিকদের ওপর আক্রমণাত্মক ভূমিকাই পালন করে। প্রশাসনকে একই ভূমিকায় দেখা যায়।

৪. আলোচ্য শ্রমিক হতাহতের ঘটনায় প্রধান দায় রাষ্ট্রের প্রশাসন, পুলিশ ও মালিকপক্ষের। তারা বিদ্যমান আইনও লঙ্ঘন করেছে।মজুরি নির্ধারণ ও নির্দিষ্ট মেয়াদে তার পুনর্বিন্যাস করার গ্রহণযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে, যাতে মজুরি নিয়ে আন্দোলনে শ্রমিকদের রাস্তায় নামতে না হয়। মজুরি বকেয়া রাখা, জালিয়াতি, প্রতারণা বন্ধ করতে হবে।

বারবার এ রকম ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হই। যেমন শ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্য ন্যূনতম মজুরি চাওয়ার পরিণামে শিল্পাঞ্চল রক্তাক্ত হয় কেন? কেন অকালমৃত্যু হয় নারী-পুরুষের? কেন জখম হন শত শত শ্রমিক? কেন প্রতিবছর ন্যূনতম মজুরি চাইতে আন্দোলনে নামতে হয়? কেন রাষ্ট্র তার সব রকম সংস্থা নিয়ে সব সময়ই শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়? পুলিশসহ নানা বাহিনী কি প্রচলিত আইনও মান্য করে? কীভাবে মালিকেরা সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে শ্রমিকদের ওপর হামলা হুমকি চালান? শ্রমিকদের জন্য আইন প্রণয়ন এখনই জরুরি। সরকার ইচ্ছা করলে সহজেই তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। শুভ কামনা।

টেকসই গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ

এ বি এম রেজাউল করিম ফকির

দেশের গণতন্ত্র ও সুশাসনের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো গোষ্ঠীশাসন। গোষ্ঠীশাসনতন্ত্র গড়ে ওঠে গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত বিস্তৃত ক্ষমতার ওপর ভর করে। ক্ষমতার এই স্তরবিন্যাসে সর্বদাই বংশমর্যাদা, সম্পদ, পারিবারিক ঐতিহ্য, শিক্ষা ও ব্যবসায় অগ্রগামী শ্রেণির কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। বিত্তশালীদের আধিপত্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এই ধরনের গোষ্ঠীশাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

গোষ্ঠীশাসনের জাল দেশের সব অনানুষ্ঠানিক, আধা-আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানে বিস্তৃত, যেখানে প্রভাবশালী গোষ্ঠী জনগণকে শাসন ও শোষণ করে থাকে।

আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠীশাসনের জাল ভাঙতে ছাত্র-জনতা রক্তক্ষয়ী আন্দোলন সম্পন্ন করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আবার নতুন গোষ্ঠীশাসনতন্ত্র গড়ে উঠবে না তো? মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশ পুনরায় গোষ্ঠীশাসনের কবলে নিপতিত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি বজায় থাকলে পুনরায় গোষ্ঠীশাসনতন্ত্র গড়ে উঠতে পারে।

তখন সেই গোষ্ঠীতন্ত্রকে ভাঙতে পুনরায় আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হতে পারে। বিষয়টি সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি নয়। কাজেই গোষ্ঠীশাসন যাতে না গড়ে ওঠে, সে জন্য এই গোষ্ঠীশাসনতন্ত্রের কলকবজা স্থায়ীভাবে ভেঙে দেওয়া প্রয়োজন। গোষ্ঠীশাসনতন্ত্রের কলকবজা স্থায়ীভাবে ভাঙতে হলে রাষ্ট্রক্ষমতার পৃথককরণ ও বণ্টন এবং প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন।

রাষ্ট্রক্ষমতার পৃথককরণ এমনভাবে করা দরকার, যাতে আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক জবাবদিহি ও ভারসাম্য নিশ্চিত হয়।

কিছু বিষয় সংবিধানে সংযোজনের মাধ্যমে এই পারস্পরিক জবাবদিহি ও ভারসাম্য নিশ্চিত করা যেতে পারে। ক. উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ এবং আদালতে দোষী সাব্যস্তদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার বিষয়টি রাষ্ট্রপতির কাছে ন্যস্তকরণের মাধ্যমে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতে আনা যেতে পারে। উল্লেখ্য, বর্তমানে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে এই নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন। প্রস্তাবিত বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনের মাধ্যমেও এই নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ রাখা যেতে পারে।

খ. জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কোনো প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বাতিল এবং রাষ্ট্রপতিকে অভিসংশনের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের কাছে প্রদানের মাধ্যমে আইন বিভাগ প্রশাসনিক বিভাগকে জবাবদিহির আওতায় আনতে পারে। গ. আইন বিভাগকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার ক্ষমতা এবং নিয়োজিত বিচারককে অভিসংশনের ক্ষমতা অর্পণের মাধ্যমে আইন বিভাগ বিচার বিভাগকে জবাবদিহির আওতায় আনতে পারে। ঘ. বিচার বিভাগকে আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন এবং রাষ্ট্রপতি প্রযোজিত কোনো প্রশাসনিক ক্ষমতাকে পর্যালোচনা করার ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে আইন বিভাগ নির্বাহী বিভাগকে জবাবদিহির আওতায় আনতে পারে।

টেকসই রাষ্ট্র সংস্কার যদি লক্ষ্য থাকে, তাহলে রাজনীতিবিজ্ঞানের দর্শন, তত্ত্ব ও সূত্র মেনে নিয়ে রাষ্ট্রকাঠামোর সংস্কার করতে হবে। এই রাষ্ট্রকাঠামোর অধীনে সরকারের ধরন হবে প্রতিনিধিত্বশীল সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা। এই সরকারব্যবস্থায় কিছু নির্বাহী ক্ষমতার প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি, জেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা চেয়ারম্যানের কাছে আনুপাতিক হারে বণ্টন ও বিকেন্দ্রীকরণ হতে পারে। এই বণ্টন ও বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিরক্ষা বিভাগ, নির্বাচন কমিশন ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব; স্বায়ত্তশাসিত জেলা সরকারের কাছে পুলিশ প্রশাসন, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সমবায়, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিভাগের পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব এবং উপজেলা সরকারের কাছে উপজেলাধীন প্রশাসনের ক্ষমতা ন্যস্ত করা যেতে পারে।

গোষ্ঠীশাসনতন্ত্রের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো নির্বাচনপদ্ধতিতে ত্রুটি, যে কারণে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি (শুধু রাজনৈতিক দল মনোনীত প্রার্থী থেকে), জেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা চেয়ারম্যান (যা বর্তমানে কার্যকর আছে) নির্বাচনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অধিকন্তু জাতীয় সংসদে আদর্শবাদী রাজনীতিবিদদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সংসদীয় নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার করা প্রয়োজন। আমরা জানি, ছোট ছোট রাজনৈতিক দলের মধ্যে সর্বদাই রাজনৈতিক দর্শন, তত্ত্ব ও সূত্র নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক ও বাহাস চলমান থাকে। কিন্তু নির্বাচনপদ্ধতির ত্রুটির কারণে জাতীয় সংসদে এসব আদর্শবাদী দলের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ থাকে না। সে জন্য এক নির্বাচনী অঞ্চল এক প্রতিনিধি নির্বাচন পদ্ধতি এবং আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বশীল নির্বাচন পদ্ধতিড়এই দ্বিবিধ নির্বাচন পদ্ধতির সমন্বয়ে মিশ্র নির্বাচন পদ্ধতির প্রচলন করা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত এই মিশ্র নির্বাচন পদ্ধতির প্রথম পদ্ধতি এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে যথাক্রমে ৩০০ জন করে মোট ৬০০ জন জাতীয় সংসদ প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ থাকবে। বিদ্যমান নির্বাচনপদ্ধতিতে জাতীয় সংসদে ৩০০ জন ব্যক্তিকে প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচনের যে ব্যবস্থা আছে, তার বাইরে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বশীল সংসদ নির্বাচন পদ্ধতিতে (দ্বিতীয় প্রকার) আরো ৩০০ জন জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই দ্বিতীয় প্রকার নির্বাচনপদ্ধতিতে প্রতিটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনের আগেই প্রার্থীদের অনুক্রমিক তালিকা প্রকাশ করবে এবং নির্বাচন শেষে ৩০০টি নির্বাচনী অঞ্চলে মোট প্রাপ্ত ভোটের হিস্যা অনুসারে অনুক্রমিক তালিকা থেকে জাতীয় সংসদে প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ পাবে। এই প্রক্রিয়ায় জাতীয় সংসদ গঠিত হলে জাতীয় সংসদে বড় দলগুলোর সঙ্গে ছোট ছোট আদর্শবাদী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে। প্রসঙ্গত, দেশজুড়ে প্রতিষ্ঠিত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রসংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকলে তৃণমূল পর্যায়েও তরুণ নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। প্রস্তাবিত এই নির্বাচনপদ্ধতির প্রবর্তন করা হলে জনগণের ভোটে যে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি হবে, তা টেকসই জাতীয় নেতৃত্বের জোগান দেবে। নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্বের সৃজন ও তা জাতীয় নেতৃত্বে আত্তীকরণের প্রক্রিয়া সৃষ্টি হলে তা গোষ্ঠীশাসনতন্ত্র বিকাশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করবে।

রাষ্ট্রক্ষমতার যথাযথ পৃথককরণ, বণ্টন ও বিকেন্দ্রীকরণ এবং ক্ষমতার বলয়ে নতুন সৃষ্ট নেতৃত্ব আত্তীকরণের সুযোগ থাকলে বংশপরম্পরা নির্ভর গোষ্ঠীশাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ চিরতরে রুদ্ধ হবে। ফলে দেশে টেকসই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাবে।

সিলেটে লোডশেডিং নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে

সিলেট অফিস : সিলেটে বিদ্যুতের লোডশেডিংয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে জীবনযাত্রা। খোদ নগরে দিনের অর্ধেক সময়ই বিদ্যুৎ থাকছে না। এক্ষেত্রে অসহায় বিদ্যুৎ বিভাগও। গত কয়েক দিন ধরে মোট চাহিদার ৩০ শতাংশ থেকে ৪৫ শতাংশ হারে লোডশেডিং করতে হচ্ছে। অব্যাহত লোডশেডিং নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। এই অবস্থায় আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সিলেটে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান না হলে ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে নামার ঘোষণা দিয়েছেন সিলেটের ব্যবসায়ীরা। সোমবার রাতে এক যৌথ বিবৃতিতে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি সিলেট জেলা শাখা, সিলেট মহানগর ও জেলা ব্যবসায়ী ঐক্য কল্যাণ পরিষদের নেতৃবৃন্দ এই ঘোষণা দেন। বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি সিলেট জেলা শাখার মহাসচিব ও সিলেট মহানগর ব্যবসায়ী ঐক্য কল্যাণ পরিষদের সভাপতি আব্দুর রহমান রিপন, দোকান মালিক সমিতির সহ-সভাপতি আব্দুল মুনিম মল্লিক মুন্না, আবুল হোসেন, যুগ্ম মহাসচিব আব্দুল হাদী পাবেল, আব্দুর রহমান দুদু, মারুফ আহমদ, মনিরুল ইসলাম, হোসেন আহমদ, মো. আব্দুস সোবহান, সাংগঠনিক সচিব নিয়াজ মো. আজিজুল করিম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আব্দুল কাইয়ুম, কোষাধ্যক্ষ মো. নাহিদুর রহমান, প্রচার সচিব তাহমিদুল হাসান জাবেদ এবং জেলা ব্যবসায়ী ঐক্য কল্যাণ পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আতিকুর রহমান আতিক, সহ-সভাপতি মুফতি নেহাল উদ্দিন, শাহ আহমেদুর রব, নুরুল ইসলাম সুমন, মো. ছাদ মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মো. আব্দুল আহাদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক মো. আলেক মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক আতিকুর রহমান সুহেদ এক বিবৃতি বলেন, সিলেটে অতিরিক্ত লোডশেডিং'র কারণে ব্যবসায়ীরা মারাত্মক ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছেন। প্রতি আধাঘণ্টা পরপর লোডশেডিংয়ের কারণে প্রভাব পড়ছে ব্যবসা-বাণিজ্যে। আমাদের ব্যবসায় মূল আকর্ষণ হলো ক্রেতা।

কিন্তু লোডশেডিংয়ের কারণে ক্রেতাও আসে না মার্কেটে। এতে করে আমাদের ব্যবসাতেও লোকসান হচ্ছে। এমতাবস্থায় দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে ব্যবসায়ীদের। তারা বলেন, সিলেট বিভাগে ১৭০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হলেও পুরো বিভাগের ৭০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে মারাত্মক বৈষম্যের সম্মুখীন হচ্ছে সিলেটবাসী। সিলেটবাসীর প্রতি এরকম চরম বৈষম্য বন্ধ করতে হবে। সিলেটে সর্বনিম্ন বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করতে হবে। অবিলম্বে সিলেটে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান না হলে ব্যবসায়ীরা ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে নামার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রয়োজনে বিদ্যুৎ অফিস ঘেরাও করা হবে। এতে করে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তা এড়াতে অবিলম্বে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করতে হবে। এদিকে ভয়াবহ লোডশেডিংয়ের কারণে বিপাকে পড়েছেন বিসিক শিল্পনগরীর উদ্যোক্তারা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোডশেডিংয়ের কারণে উৎপাদনে নেমেছে ধস। এভাবে চলতে থাকলে উৎপাদন বন্ধ করা ছাড়া উপায় থাকবে না বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। দ্রুত বিদ্যুৎ পরিস্থিতির স্বাভাবিক করার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি জোর দাবি জানান তারা। সোমবার এক বিবৃতিতে সিসিক শিল্প মালিক সমিতির সভাপতি কাজী মঈনুল হোসেন ও সেক্রেটারি আলীমুল এহছান চৌধুরী বলেন, গোটাটিকর বিসিক শিল্পনগরী এলাকায় কোল্ড স্টোরেজ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক শিল্পসহ বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৪৫টি শিল্পকারখানা রয়েছে। প্রতিদিন সেখানে চলছে উৎপাদন কার্যক্রম। এসব কারখানায় প্রায় ২৫০০ জন শ্রমিক কর্মরত আছেন। বিগত ১ সপ্তাহ থেকে উক্ত শিল্পনগরী এলাকা ভয়াবহ লোডশেডিংয়ের কবলে পড়েছে। আগে যেখানে সারা মাসে ১৫-২০ ঘণ্টা লোডশেডিং হতো। সেখানে এখন দৈনিক ৪-৫ ঘণ্টা লোডশেডিং হচ্ছে। এভাবে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে কারখানাগুলোর উৎপাদন ব্যবস্থা মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে ও প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিকভাবে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তারা বলেন, উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিকঠাক মতো শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দিতে পারছে না। এ ছাড়া ব্যাংক লোনের টাকায় নির্মিত প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে নিয়মিত লোন পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। সরকার নির্ধারিত ভ্যাট-ট্যাক্সের অর্থ পরিশোধ করা দিন দিন অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে বিদ্যুৎ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তারা কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। এমন অবস্থা বেশিদিন চলতে থাকলে কারখানাগুলোতে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি হবে, বাজারে অস্থিরতা বিরাজ করবে, শিল্পকারখানার মুনাফার ওপর চাপ পড়বে, আয়-প্রবৃদ্ধি ও সরকারি আয়-রাজস্ব প্রাপ্তির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তাই উক্ত অবস্থার উন্নয়ন একান্তভাবে প্রয়োজন। এজন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান তারা।

সিলেটের সাবেক ৪ এমপির বিলাস বহুল গাড়ি নিয়ে অজানা তথ্য

সিলেট অফিস : ড. মোহাম্মদ সাদিক। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৫৩ আসনে নৌকার প্রার্থীরা বিজয়ী হওয়ার বহুল আলোচিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন করা সেই নির্বাচন কমিশনের সচিব। সদ্য বাতিল হওয়া দ্বাদশ জাতীয় সংসদের একজন সদস্য। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর দেশের যে ৫২ সংসদ সদস্য শুল্কমুক্ত সুবিধায় গাড়ি আমদানির সুবিধা নিয়েছিলেন তিনি তাদের অন্যতম। তার গাড়ীর আমদানি মূল্য প্রায় এক কোটি টাকা।

কিন্তু, নির্বাচন কমিশনে জমা দেয়া হলফনামা অনুযায়ী সর্বসাকুল্যে তার বার্ষিক আয় ১৪ লাখ ১৫ হাজার ৪১০ টাকা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে, তার কাছে কি এমন যাদুর কাটি ছিল যে তিনি এই আয়ে এত বিলাসবহুল গাড়ি আমদানি করেছেন। সংসদ সদস্য কোটায় শুল্কমুক্ত সুবিধায় এডভোকেট রনজিত সরকার ও এডভোকেট ময়েজ উদ্দিন শরীফও গাড়ি আমদানি করেছেন। এই তিনজনের গাড়ি আটকে দিয়েছে শুল্ক বিভাগ। কারণ, জাতীয় সংসদ বাতিল হওয়ায় তারা আর শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবেন না। এখন গাড়ি নিতে হলে পুরো শুল্ক পরিশোধ করতে হবে। বর্তমানে প্রতিটি গাড়ির কর বাবদ শুল্ক পরিশোধ করলে ৮ থেকে ৯ কোটি টাকা দাম উঠবে।

এদিকে, জাতীয় সংসদ বাতিলের আগে ২০ জুন ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন তার আমদানি করা গাড়ী খালাস করে নিয়ে গেছেন। শুল্কসহ এই গাড়ীর বর্তমান বাজার মূল্য ১২ কোটি টাকা।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের পর বাতিল হওয়া 'ডামি' সংসদের নির্বাচনের আগে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা তাদের সম্পদের বিবরণী হলফনামায় উল্লেখ করে নির্বাচন কমিশনে জমা দিয়েছেন। হলফনামা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সুনামগঞ্জ -৪ (সদর-বিশম্ভরপুর) আসন থেকে প্রথম বারের মতো আওয়ামী লীগের মনোনয়নে নৌকা প্রতীকে ড. সাদিক বিজয়ী হন। ইতোপূর্বে তিনি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (বিপিএসসি) চেয়ারম্যান ছিলেন।

তার বার্ষিক মোট আয়ের পরিমাণ ১৪ লাখ ১৫ হাজার ৪১০ টাকা। এ হিসেবে তিনি প্রতি মাসে ১ লাখ ১৭ হাজার ৯৫১ টাকা আয় করেন। তার মোট অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ৭৬ লাখ ৭২ হাজার ৬৭ টাকা এবং স্থাবর সম্পদের পরিমাণ ৩ কোটি ৬৬ লাখ ৫৬২ টাকা।

এ বিষয়ে জানতে চেয়ে ড. সাদিকের হোয়াটসঅ্যাপে কল দেয়া হলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়।

সুনামগঞ্জ-১ (জামালগঞ্জ, তাহিরপুর, মধ্যনগর ও ধর্মপাশা) আসন থেকে এবার প্রথম বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট রনজিত সরকার। সিলেটের বহুল আলোচিত কিলিং স্পট টিলাগড় গ্রুপ ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রক রনজিতের বার্ষিক মোট আয়ের পরিমাণ ৮ লাখ ৭০ হাজার টাকা। ৭২ হাজার ৫০০ টাকা তার মাসিক আয় হয়। অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ২৪ লাখ ৮৪ হাজার ৯৭৫ টাকা এবং স্থাবর সম্পদের পরিমাণ রয়েছে ১ লাখ টাকা মূল্যের ৫৭ দশমিক ৯৩ শতক জমি। সিলেটের অপরাধ জগতের অন্যতম নিয়ন্ত্রক রনজিত সরকারের বছরে আয় ৮ লাখ ৭০ হাজার টাকা। কোন ক্যারিশমায় রনজিত এত বিলাসবহুল দামি গাড়ি আমদানি করেছেন- এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অপরাধ জগতের নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে রনজিত তার নিজস্ব জগত থেকে বিপুল পরিমাণ এ অর্থ সংগ্রহ করেছেন কিনা-সেটিও তদন্তের দাবি তুলেছেন অনেকে।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে রনজিত সরকারের সেল ফোনটি বন্ধ পাওয়া গেছে।

হবিগঞ্জ-২ (বানিয়াচং -আজমিরীগঞ্জ) আসন থেকে এডভোকেট ময়েজ উদ্দিন শরীফও প্রথম বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এর আগে তার পিতা শরীফ উদ্দিন মাস্টার একই

আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ময়েজ উদ্দিন শরীফের বার্ষিক মোট আয় ৩ লাখ ৯০ হাজার টাকা। মাস হিসেবে আয়ের পরিমাণ ৩২ হাজার ৫০০ টাকা। তার অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা। তবে তার স্থাবর সম্পদের কথা হলফনামায় উল্লেখ করেননি। এতো কম আয় দিয়ে কোন অদৃশ্য যাদুর বলে তিনি বিলাসবহুল গাড়ী আমদানি করেছেন সেটি এখন বড় প্রশ্ন।

ময়েজ উদ্দিন শরীফের বক্তব্য জানতে চেয়ে তার সেল ফোনে কল দেয়া হলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়।

জানা গেছে, শুল্কমুক্ত সুবিধায় আনা বিলাসবহুল একটি গাড়ির প্রকৃত দাম ১ থেকে দেড় কোটি টাকার মধ্যে। কিন্তু ক্ষমতায় থাকাকালে এসব জনপ্রতিনিধি প্রতি গাড়িতে ৮২৬ দশমিক ৬ শতাংশ শুল্কমুক্ত সুবিধা পেতেন। সে ক্ষেত্রে তাদের এ সুবিধা দিতে গিয়ে সরকারকে প্রতি গাড়িতে রাজস্ব বাবদ হারাতে হতো অন্তত ৫ থেকে ৭ কোটি টাকা। কিন্তু, ক্ষমতা না থাকায় এখন শুল্কমুক্ত সুবিধাটি আর পাবেন না তারা। সে ক্ষেত্রে ১ কোটি টাকার একটি গাড়ি খালাসে তাদের এখন গুণতে হবে অন্তত পাঁচ থেকে সাত গুণ বাড়তি টাকা। আর শুল্ক শোধ না করলে গাড়িগুলোও খালাস করতে পারবেন না তারা।

সাবেক সংসদ সদস্যদের আমদানি করা গাড়িগুলোর মধ্যে রয়েছে, ল্যান্ড ক্রুজার, রেঞ্জ রোভার, টয়োটা জিপ, টয়োটা এলসি স্টেশন, মার্সিডিজ বেঞ্জ, বিএমডব্লিউ ব্র্যান্ডের। এসব গাড়ির প্রতিটির বাজারমূল্য প্রায় ১০ থেকে ১২ কোটি টাকা। অথচ শুল্কমুক্ত সুবিধার কারণে এসব গাড়ি শুধু আমদানি মূল্যেই (প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ টাকা) এনেছিলেন তারা। আমদানিকারকগণ আর সংসদ সদস্য না থাকায় তাদের গাড়ি আটকে দিয়েছে কাস্টমস। যথাযথ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পুরোপুরি শুল্ক পরিশোধ করা হলেই কেবল গাড়ি খালাস করা হবে। অন্যথায় গাড়িগুলো প্রকাশ্যে নিলামে বিক্রি করা হবে।

সূত্র বলছে, দ্বাদশ সংসদে হবিগঞ্জ-৪ (মাধবপুর-চুনারুঘাট) আসন থেকে প্রথম বারের মতো স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত সংসদ সদস্য সৈয়দ সায়েদুল হক এবার সবচেয়ে দামী গাড়িটি এনেছেন। কাস্টমসের শুল্কায়নের নথি অনুযায়ী, গাড়িটির আমদানি মূল্য দেখানো হয় ১ লাখ ১১ হাজার ডলার বা ১ কোটি ২৬ লাখ টাকা। কাস্টমস শুল্কায়ন মূল্য (যে দাম ধরে শুল্ক আরোপ করা হয়) নির্ধারণ করে ১ কোটি ২৮ লাখ টাকা। এ ধরনের গাড়ির শুল্কহার ৮২৬ দশমিক ৬০ শতাংশ। এ হিসাবে শুল্ককর আসে ১০ কোটি টাকার বেশি।

জাপানের ক্রস কনটিনেন্ট করপোরেশন থেকে গাড়িটি আমদানি করা হয়। এটি ২০২৪ সালে তৈরি। সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি (সিসি বা ইঞ্জিনক্ষমতা) ৩ হাজার ৩৪৫।

ব্যারিস্টার সুমনের বার্ষিক মোট আয়ের পরিমাণ ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এ হিসেবে তার মাসিক আয় ৬২ হাজার ৫০০ টাকা। তার অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ১৮ লাখ ৪১ হাজার টাকা।

সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দ সায়েদুল হক একটি জাতীয় সংবাদপত্রকে বলেন, 'শুল্কমুক্ত সুবিধা থাকলেও ছয় লাখ টাকা অগ্রিম আয়কর (এআইটি) দিয়েছি। দ্বাদশ সংসদের মেয়াদের সময় গত ২০ জুন গাড়িটি খালাস করেছি। তবে এখনো নিবন্ধন করিনি। কারণ আমার পুরোনো গাড়িটি বিক্রির পর মালিকানা বদলের প্রক্রিয়া শেষ হয়নি। আমি একটি গাড়িই রাখব।'

গাড়ি আমদানিকারক সংগঠন বাংলাদেশ রিকন্ডিশন্ড ভেহিক্যালস ইমপোর্টার্স অ্যান্ড ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন (বারবিডা) শুল্কমুক্ত এই গাড়ি আমদানির বিষয়ে বেশ কয়েকবার সরাসরি প্রশ্নও তুলেছিল।

সংগঠনটির সভাপতি মো. হাবিব উল্লাহ ডন সাংবাদিকদের বলেন, 'শুল্কমুক্ত সুবিধায় গাড়ি আনার সুযোগে এমপি-মন্ত্রীরা চার হাজার সিসির একটি গাড়িতে ৮২৬ শতাংশ শুল্ক মাফ করে দেওয়া হচ্ছে। পাশের দেশ ভারতেও এত দামি গাড়ি জনপ্রতিনিধিরা চালান না। অথচ আমাদের জনপ্রতিনিধিদের এই সুবিধা দিতে গিয়ে সরকার কোটি কোটি টাকার রাজস্ব হারিয়েছে। আমরা সব সময় এর বিরুদ্ধে ছিলাম। তাদের মাইক্রোবাস বা আড়াই হাজার সিসির দিলেও চলে। কয়েকজন জনপ্রতিনিধি প্রত্যয়নপত্র এবং গাড়ি খালাস করেছেন। তাদের বিষয়ে কিছু করা যায় কি না-তা এনবিআরকে অবশ্যই ভাবা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।'

আর বিভিন্ন মহল থেকেও এর সমালোচনা করে বলা হচ্ছে, জনপ্রতিনিধিরা জনগণের সেবায় নিয়োজিত হয়ে এসে কেনইবা এত দামি গাড়ি চালাতে হবে, শুল্কমুক্ত সুবিধা পেতে হবে।

জানা গেছে, ১৯৮৭ সালে এইচ এম এরশাদের শাসনামলে শুল্কমুক্ত গাড়ি সুবিধা চালু করা হয়েছিল। ১৯৮৮ সালের ২৪ মে এ-সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে সংসদ সদস্যদের গাড়ির ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছিল। যদিও পরবর্তী সময়ে সে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়নি।

টাওয়ার হ্যামলেটসে হোমলেসনেস-এর

সময় দেওয়া যায়।

মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, গত সপ্তাহে এই প্রস্তাবিত পলিসিতে আনা পরিবর্তন সম্পর্কে অনেক ভীতিকর এবং ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। প্রায়শই এমনটা করা হয় এমন একটি উপায়ে যে - আমাদের বাসিন্দাদের জীবন নিয়ে রাজনীতি করে। নির্বাহী মেয়র হিসেবে আমার ভূমিকা হল রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে আমাদের বাসিন্দারা আসলে কী বলছে তা শোনা এবং সেই অনুযায়ি সিদ্ধান্ত নেয়া।

উল্লেখ্য, বাড়িঘরের তীব্র ঘাটতি এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক চাপের কারণে, টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিল কয়েক মাস আগে লন্ডনের অন্যান্য কাউন্সিলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার বাসস্থান প্লেসমেন্ট নীতির পর্যালোচনা করে। জাতীয়ভাবে বাড়ি নির্মাণের নিম্ন হার, সরকারী বেনিফিট ক্যাপ, এবং নো ফল্ট এভিকশন ('কোন দোষ নেই' উচ্ছেদ) বৃদ্ধি আমাদের হোমলেসনেস সার্ভিসের ওপর ভীষণভাবে চাপ তৈরি করেছে এবং ইতিমধ্যে সম্প্রসারিত অস্থায়ী আবাসন আমাদের হাউজিং স্টকের ওপর অতিরিক্ত চাহিদা তৈরি করেছে।

এই চাপের ফলাফলের অর্থ হল - যেমনটি লন্ডন এবং বিস্তৃত যুক্তরাজ্য জুড়েই দৃশ্যমান - টাওয়ার হ্যামলেটসের অনেক পরিবার উপযুক্ত, উচ্চ-মানের আবাসিক সুবিধার পরিবর্তে অস্থায়ীভাবে হোটেলে থাকতে বাধ্য হচ্ছে।

কেবিনেট মিটিংয়ে নির্বাহী মেয়র অস্থায়ীভাবে দীর্ঘদিন হোটেলে থাকার প্রসঙ্গে বলেন, "এই ব্যবস্থাটি যেমন আর্থিকভাবে টেকসই নয়, তেনি এটি কিছু কাউন্সিলকে দেউলিয়াত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং এর একটি মানবিক মূল্য রয়েছে যা আমার কাছে সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য, এবং আমি সমাধান করার চেষ্টা করেছি।"

পলিসিটি পর্যালোচনা করার একটি স্বাভাবিক ক্ষেত্র ছিল এবং আমি নীতিটি যত্ন সহকারে মূল্যায়ন করার জন্য অফিসারদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। পর্যালোচনার প্রধান সুপারিশ ছিল যে আমরা টাওয়ার হ্যামলেটসে গৃহহীন ব্যক্তি এবং পরিবারগুলির স্থানান্তরের উপর বর্তমানে আরোপিত ৯০-মিনিটের সীমা অপসারণ করি।

"কাউন্সিলের হোমলেসনেস পলিসিতে প্রস্তাবিত সংশোধনীর সুপারিশ করার পর থেকে দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় পরিবর্তিত হয়েছে" উল্লেখ করে মেয়র বলেন, "প্রথমত- সরকারে পরিবর্তন হয়েছে। নতুন সরকার স্থানীয় সরকারের সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের বিষয়ে বিস্তৃত এবং প্রতিশ্রুতিপূর্ণভাবে কথা বলেছে, যার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল আমাদের শহরগুলিকে ধ্বংস করে এমন আবাসন এবং গৃহহীনতার সংকট মোকাবেলা এবং সমাধানের জন্য কাউন্সিলগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা। আর দ্বিতীয়টি হলো - আমি ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত যে আমরা নতুন যে উপাত্ত পেয়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে, গত এক বছরে, আমাদের বিশেষ প্রচেষ্টায় আমরা ২০২৩ সালের অক্টোবরে টাওয়ার হ্যামলেটসের হোটেলগুলিতে বাসস্থানের জন্য অপেক্ষারত পরিবারের সংখ্যা ৪৩ থেকে কমিয়ে এনেছি। চলতি সপ্তাহে এই সংখ্যা নেমে এসেছে মাত্র ১ টি পরিবারে। যদিও একটি পরিবার স্থায়ী আবাসনের জন্য অনেক বেশি দিন ধরে হোটেলে অপেক্ষা করছে বলে আমি উদ্বিগ্ন, তবে তা সত্ত্বেও গত বছর আমরা এই সময় কোথায় ছিলাম তা বিবেচনা করে আমি বলতে পারি এটি অসাধারণ অগ্রগতি।

থইউকে'র কাউন্সিলগুলোর হোমলেসনেস

ব্যয় দ্বীগুন হয়ে ২.৪৪ বিলিয়ন পাউন্ড:

শুধু লন্ডন নয়, গোটা ইংল্যান্ডের অন্যান্য বারার মত টাওয়ার হ্যামলেটসেও হাউজিংয়ের স্বল্পতার সংকট প্রকট আকার ধারন করেছে। বর্তমানে প্রায় ২১ হাজার পরিবার অপেক্ষমাণ তালিকায় রয়েছে। অন্যদিকে হোমলেস পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দাসহ ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ থেকে আগত টাওয়ার হ্যামলেটসে বসবাসকারী শত শত বাসিন্দা হোমলেস হচ্ছেন। তারা যে সব বাড়ি ভাড়া নিয়ে পরিবার পরিজনসহ থাকছেন সেখানে বাড়ির মালিকরা ভাড়া বৃদ্ধির ফলে ও উচ্ছেদের ফলে বিপুল সংখ্যক ভাড়াটিয়া গৃহহীন হওয়ার ঝুকিতে পড়ছেন। হোমলেস ইস্যু মোকাবেলায় প্রতি বছর ৭ মিলিয়ন পাউন্ড অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে। হোমলেস ইস্যুতে বিভিন্ন কাউন্সিল দেউলিয়া হওয়ার পথে। পার্শ্ববর্তী নিউহ্যাম কাউন্সিল চরম ঝুঁকিতে রয়েছে। গোটা লন্ডনের মধ্যে নিউহ্যাম ও ব্রেন্ট কাউন্সিলে গৃহহীনদের সংখ্যা বেশী।

ন্যাশনাল অডিট অফিস অনুসারে ২০০০ সালের পর সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে হোমলেসনেস বা গৃহহীনতা সমস্যা। এই সমস্যা মোকাবেলায় স্থানীয় কাউন্সিলগুলোর ব্যয় ২০১০/১১ সালে যেখানে ছিলো ১.১৪ বিলিয়ন পাউন্ড, তা বেড়ে ২০২২/২৩-এ দাঁড়িয়েছে ২.৪৪ বিলিয়ন পাউন্ড।

টাওয়ার হ্যামলেটসের হোমলেস একোমোডেশন প্লেসমেন্ট পলিসি হচ্ছে কাউন্সিলের হাউজিং বিষয়ক বহু পদক্ষেপের একটি। যেমনঃ

- কেসগুলি আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে এবং সময়মত সিদ্ধান্ত নিতে ৩৪ জন অতিরিক্ত ফ্রন্ট-লাইন কর্মী নিয়োগ
- ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে বাণিজ্যিক হোটেল থেকে বের হয়ে আসার কৌশল গ্রহন
- ক্রাইসিস প্লেসমেন্ট এবং আরও সময়োপযোগী হস্তক্ষেপ এড়াতে আমাদের রেসিডেন্টস হাবের খোলার সময় বর্ধিত করা হয়েছে।
- প্রতিরোধ এবং অন্যান্য আবাসন বিকল্পগুলির উপর ফোকাস সহ কর্মীদের জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্যাকেজ।
- ল্যান্ডলর্ডদের সাথে সম্পৃক্ততা, দীর্ঘকালীন লীজের ব্যবস্থার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা সংক্রান্ত ক্রয় কৌশল
- বাসিন্দাদের জন্য দুটি প্রিভেনশন গ্র্যান্টস বা অনুদান তহবিল
- বারায় স্থায়ী এবং অস্থায়ী একোমোডেশন বাড়ি কেনার জন্য ৪৭ মিলিয়ন পাউন্ডের সরকারি তহবিল দ্বারা সমর্থিত অধিগ্রহণ কর্মসূচি।

ভয়াবহ বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে দেশ

কারণে চরম ক্ষোভ দেখা দিয়েছে জনমনে। অর্থ উপদেষ্টা বলেছেন, বিদ্যুৎ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে কিছুটা সময় লাগবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সাধারণ মানুষ চায়, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত হবে বিদ্যুতের সরবরাহ বাড়াতে না পারলেও যাতে না কমে সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা। শুধু বিদ্যুৎ নয়, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমাতে না পারলেও যাতে না বাড়ে সেদিকে সরকারকে সজাগ থাকতে হবে।

বিদ্যুৎ বিতরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দৈনিক প্রায় আড়াই হাজার মেগাওয়াট লোডশেডিং হচ্ছে। পাওয়ার গ্রিড কোম্পানির (পিজিসিবি) ওয়েবসাইটের তথ্য বলছে, গতকাল পর্যন্ত ১ হাজার ৮৭৪ মেগাওয়াট লোডশেডিং হয়। গত সোমবারও দেশে গড়ে ১ হাজার ২৯১ মেগাওয়াট লোডশেডিং হয়। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৩ হাজার ৫৯৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ আছে। জ্বালানি সংকটে দেশে ৬ হাজার ২৮৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কমেছে। বিদ্যুতে প্রতিদিন গড়ে ৮৮ কোটি ঘনফুট গ্যাস দেওয়া হচ্ছে, যা এপ্রিলে ছিল ১৩৫ কোটি ঘনফুট। সামিটের এলএনজি টার্মিনাল বন্ধ থাকায় গ্যাসের সরবরাহ কমেছে। পেট্রোবাংলা প্রতিদিন সরবরাহ করছে ২৫৯ ঘনফুট গ্যাস। জ্বালানি সংকটের পাশাপাশি ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি কমেছে। ত্রিপুরা থেকে ঘণ্টায় ১৬০ মেগাওয়াটের স্থানে ৬০ থেকে ৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। ভারতের সরকারি-বেসরকারি খাত থেকে ভেড়ামারা দিয়ে ১ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আসার কথা থাকলেও মিলছে ৮৮০ মেগাওয়াট। আদানির বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকেও ৪০০ মেগাওয়াট কম আসছে। পিজিসিবির তথ্যমতে, গতকাল বেলা ৩টায় বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ১৪ হাজার ৭৫০ মেগাওয়াট। আর বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ১২ হাজার ৭৮৮ মেগাওয়াট। দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২৭ হাজার মেগাওয়াট।

এদিকে দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রায় আড়াই লাখ মেট্রিক টন কয়লা মজুত থাকলেও বন্ধ হয়ে গেছে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন। সোমবার থেকে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ৫২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন এই কেন্দ্রের উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। এটি চালু করতে অন্তত দুই সপ্তাহ সময় লাগতে পারে বলে প্রধান প্রকৌশলী আবু বক্কর সিদ্দিক ইঙ্গিত দিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, পাশের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির কয়লার ওপর ভিত্তি করে বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রে পর্যায়ক্রমে মোট তিনটি ইউনিট স্থাপন করা হয়। এ তিনটি ইউনিটের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা ৫২৫ মেগাওয়াট। এর মধ্যে ১২৫ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন ১নং ইউনিট, অনুরূপ ১২৫ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন ২নং ইউনিট এবং ২৭৫ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন ৩নং ইউনিট। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ৭ সেপ্টেম্বর বন্ধ হয়ে যায় প্রথম ইউনিটটি। এর আগে ২০২০ সাল থেকেই বন্ধ ছিল দ্বিতীয় ইউনিট।

বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ইলেকট্রো হাইড্রলিক ওয়েল পাম্প (টারবাইন জেনারেল) নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সোমবার থেকে ২৭৫ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন তৃতীয় ইউনিটটিও বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন।

বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রধান প্রকৌশলী আবু বক্কর সিদ্দিক জানিয়েছেন, চুক্তিবদ্ধ চীনা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের (হারবিন) সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। তবে তারা জানিয়েছে যন্ত্রাংশ পাঠাতে কমপক্ষে দুই সপ্তাহ সময় লাগবে।

তিনি আরও জানান, ঠিকাদারি ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৫ বছরের চুক্তি আছে যে, তারা সব খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করবে। কিন্তু ৫ বছরে তারা একটি যন্ত্রাংশও সরবরাহ করেনি। তাদের বারবার চিঠি দিয়েও কোনো সাড়া মেলেনি। চুক্তির কারণে ওই খুচরা যন্ত্রাংশ আমরাও কিনতে পারছি না। তিনি বলেন, বিদ্যুৎকেন্দ্রের একটি টারবাইন চালাতে দুটি ইলেকট্রো হাইড্রলিক ওয়েল পাম্প লাগে। ২০২২ সালে একটি ইলেকট্রো হাইড্রলিক ওয়েল পাম্প নষ্ট হয়ে যায়। তখন থেকে চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে চিঠি দেওয়া হলেও তারা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করেনি। ফলে একটি পাম্প দিয়েই এতদিন ইউনিট চালু ছিল। সেই একটি পাম্পও সোমবার নষ্ট হওয়ায় পুরো প্ল্যান্ট বন্ধ হয়ে গেছে।

প্রধান প্রকৌশলী জানান, আমরা চুক্তিবদ্ধ চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি। তারা জানিয়েছে, চীন থেকে যন্ত্রাংশ সরবরাহে দুই সপ্তাহ সময় লাগবে। বাংলাদেশে এই যন্ত্রাংশ পাওয়া যায় না। ফলে তা কেনাও যাচ্ছে না।

এদিকে বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংশ্লিষ্টরা জানান, তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের তিনটি ইউনিট চালাতে দৈনিক ৫ হাজার ২শ টন কয়লার প্রয়োজন। বর্তমানে বিদ্যুৎকেন্দ্রে মজুত রয়েছে প্রায় আড়াই লাখ মেট্রিক টন কয়লা। কিন্তু কয়লাখনিতে কখনোই তিনটি ইউনিট একসঙ্গে চালানো হয়নি।

উল্লেখ্য, বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির কয়লার ওপর ভিত্তি করে ২০০৬ সালে চীনের কারিগরি সহায়তায় দিনাজপুরের পার্বতীপুরে ১ হাজার ৬৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। প্রত্যাশা ছিল, দেশের উত্তরাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো। মোট ৫২৫ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটি কখনোই পুরোপুরি উৎপাদনে যেতে পারেনি। শুরু থেকেই এটি একের পর এক যান্ত্রিক ত্রুটির মধ্যে রয়েছে।

ধেয়ে আসছে রোহিঙ্গারা

এদেশে অনুপ্রবেশ করছে রোহিঙ্গারা। ইতিমধ্যে সেনা ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বোমা ও গুলিতে সেদেশে প্রাণ হারিয়েছেন অনেকে। প্রাণ বাঁচাতে এপারে অনুপ্রবেশের সংখ্যা সরকারের তথ্যমতে ৮ হাজার হলেও এর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি বলে ধারণা করছেন স্থানীয়রা। তারা উখিয়া টেকনাফের বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছেন। এদিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তে টহল আরও জোরদার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

সোমবার (১০ই সেপ্টেম্বর) স্থানীয় ও রোহিঙ্গা ক্যাম্প (নং ২৬ ও ২৭) সরজমিন ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রতিদিন টেকনাফ সীমান্তে মিয়ানমার থেকে আসা বিকট আওয়াজে এদেশের বাড়িঘরগুলো থর থর করে কেঁপে ওঠে। মুহুর্মুহু এ শব্দে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে সীমান্তবাসীর মধ্যে। রাখাইনের মংডুতে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে দেশটির সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির চলমান সংঘাত দিন দিন আরও তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। এ সংঘর্ষকে ঘিরে সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে দালালদের মাধ্যমে বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে এদেশে অনুপ্রবেশ করছে শত শত রোহিঙ্গা। রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে নতুনভাবে ঘর নির্মাণ করে বসবাস করছে নতুন আসা রোহিঙ্গারা। আবারো রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ফলে সীমান্তে বসবাসরত এদেশের বাসিন্দাদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

কয়েকজন নতুন আসা ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গারা জানিয়েছেন, সেনা ও আরাকান আর্মির মধ্যে দুই পক্ষের গোলাগুলিতে অনেক রোহিঙ্গা মারা যাচ্ছে।

মংডু টাউন দখলে নিয়েছে আরাকান আর্মি। মংডু টাউনসহ আশপাশের গ্রামের মানুষ অন্য এলাকায় চলে গেছে। হঠাৎ করে গোলাগুলি ও বোমার আঘাতে অনেকে মৃত্যুবরণ করেছে। এখন জনশূন্য মংডু। যে এলাকায় লোকজন চলে গিয়ে আশ্রয় নেয়, সেই এলাকায় নতুন করে শুরু হয় গোলাগুলি ও বোমা নিক্ষেপ। ফলে প্রাণ হারায় অনেকে। তাই প্রাণ বাঁচাতে পাশের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ছাড়া তাদের যাওয়ার মতো কোনো জায়গা নেই। দালালদের মাথাপিছু ২০-২৫ হাজার টাকা দিয়ে এপারে পরিবার নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে এসেছে বলেও জানান ওই রোহিঙ্গারা।

অনেক পরিবার এপারে চলে আসলেও নৌকার জন্য ওপারে অপেক্ষা করছে শত শত রোহিঙ্গা পরিবার। বর্তমানে সেখানে অবস্থানরত রোহিঙ্গারা মানবেতর জীবনযাপন করছে। দেখা দিয়েছে খাদ্যের তীব্র সংকট। যেকোনো সময় তারা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করতে অপেক্ষায় রয়েছেন বলেও জানান।

সীমান্তের বাসিন্দা আরেফ আহমেদ বলেন, রাতভর মিয়ানমারে বিকট আওয়াজে আমরা সীমান্তের মানুষ ঘুমাতে পারেনি। অনেকে ঘরের বাইরে রাত কেটেছে। একটু পরপরই বিকট গুলির শব্দে সীমান্ত কেঁপে ওঠে। এ পরিস্থিতিতে যেকোনো মুহূর্তে সীমান্তে আবারো অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে।

টেকনাফ সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা আরও জানান, গত নভেম্বর থেকে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে দেশটির সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহী আরাকান আর্মির সংঘাত তীব্র হয়েছে। প্রায় প্রতিদিন ওপার থেকে গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসছে।

চলমান সংঘাতের মধ্যে সীমান্তে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে, নাফ নদ পার হয়ে প্রতিদিন বাংলাদেশে ঢুকে পড়ছেন রোহিঙ্গারা। পরে তারা চলে যাচ্ছেন উখিয়া-টেকনাফের বিভিন্ন রোহিঙ্গা শিবিরে। এ ছাড়া মিয়ানমারের মংডু, মগনিপাড়া, সিকদারপাড়া, ফয়েজিপাড়া, নুরুল্লাহপাড়া, সুদাপাড়া ও আইরপাড়া এলাকায় অন্তত ৩০ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। স্থানীয়রা বলছেন, গত এক মাসে কয়েক হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছে।

বিজিবি ও কোস্টগার্ড সদা সীমান্ত পাহারা এবং নাফ নদে টহল জোরদার করলেও রাতের আঁধারে তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে একশ্রেণির দালাল রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ করাচ্ছে। তাদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে মোটা অর্থ ও স্বর্ণালংকার। বিশেষ করে টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপের জালিয়াপাড়া, মিস্ত্রি পাড়া, সাবরাং, টেকনাফের কেরুনতলী, হাবিরছড়া, রাজারছড়া, হ্নীলার, নাইট্যংপাড়া, দমদমিয়া, জাদিমুড়া, মোছনী, নয়াপাড়া, মোছনী, লেদার কয়েকটি সীমান্ত পয়েন্ট দিয়ে এসব রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করছে। এসময় বিজিবি ও কোস্টগার্ডের হাতে আটক হয়েছে অনেকে। পরে তাদেরকে পুশব্যাক করা হয়েছে। এব্যাপারে জানতে চাইলে টেকনাফ ২ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. মহিউদ্দীন আহমেদ বলেন, বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করেছে। তবে বিজিবি অনুপ্রবেশ প্রতিনিয়ত প্রতিহত করে যাচ্ছে। সোমবারও বিজিবি এবং কোস্টগার্ড সমন্বয়ে যৌথ টহল দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও অনুপ্রবেশ প্রতিহত করতে টহল জোরদার করা হয়েছে। কিছু দেশীয় দালাল মিয়ানমারের দালালদের সঙ্গে মিলে রোহিঙ্গা নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। তাদের ব্যাপারেও আমরা আইনগত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

বাতিল হচ্ছে জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন

অনেক সকল তথ্য বেহাত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন এর এখতিয়ার নির্বাচন কমিশনরের কাছে রাখতে ১০ দফা কার্যকারিতা তুলে ধরা হয়।

চিঠিতে বলা হয়, ছাত্র-জনতার সফল বিপ্লব ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে গত ৫ই আগস্ট বিগত সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে নতুন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। ফলস্বরূপ গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে নবযাত্রা শুরু করেছে। ২০০৭-০৮ সালে দল-মত নির্বিশেষে সকলের আস্থার জায়গা থেকে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সার্বিক সহযোগিতায় সরকার ও ইউএনডিপিসহ ৯টি আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তায় আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করে ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আদালতের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রায় ৮.১০ কোটি নাগরিকের ডেমোগ্রাফিক ও বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহপূর্বক জাতীয়ভাবে ভোটার ডাটাবেজ গড়ে তোলা হয়। সর্বশেষ প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুসারে এই ডাটাবেজে প্রায় ১২.১৯ কোটি নাগরিকের তথ্য রয়েছে। টঘউচ এর সমীক্ষা অনুসারে ভোটারদের এই সংগৃহীত ডাটা ৯৯.৭ শতাংশ সঠিক মর্মে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে।

উক্ত তথ্যের ভিত্তিতেই অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় ব্যতিরেকে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০ অনুসারে নির্বাচন কমিশনের একই জনবল দ্বারা বিগত ১৭ বছর যাবৎ নিবন্ধিত নাগরিকগণকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। দীর্ঘ এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দেশব্যাপী নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব অবকাঠামো এবং প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল তৈরি হয়েছে।

তৎকালীন সরকার সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক দল ও বিশেষজ্ঞদের মতামত (সংলাগ-১) উপেক্ষা করে নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত ও গোপনীয় তথ্যসমৃদ্ধ জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন সংক্রান্ত কার্যক্রম নির্বাচন কমিশনের পরিবর্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যস্তকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

উল্লেখ্য, এনআইডি কার্যক্রম স্থানান্তরে দ্বিমত জানিয়ে ২০২১ সালের ৭ই জুন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র প্রেরণ করে বিগত নির্বাচন কমিশন তার অবস্থান সুস্পষ্ট করে বিগত সরকারের আমলে গত বছরের ১৮ই সেপ্টেম্বর জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০ বাতিলপূর্বক জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়। গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে উক্ত আইনের কার্যকারিতার তারিখ নির্ধারিত না হওয়ায়, নির্বাচন কমিশনের অধীনেই বর্তমানে এনআইডি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সংস্কার কমিশনের দায়িত্বে ৬ বিশিষ্ট

পাওয়া সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, দায়িত্ব পেয়ে আমি সম্মানিত বোধ করছি। তবে দায়িত্ব সম্পর্কে এখনো কিছুই জানি না। সেক্ষেত্রে এখনই প্রতিক্রিয়া জানাতে চাই না।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পাওয়া সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. শাহদীন মালিক বলেন, জাতির উদ্দেশ্যে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের দেয়া ভাষণে শুনলাম আমাকে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দায়িত্ব গ্রহণের পরই বুঝতে পারবো আমাকে কতো সময়ের মধ্যে কী ধরনের কাজ করতে হবে।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মমিনুর রহমান। এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, অফিসিয়ালি আমি এখনো কিছু জানি না। আমি এখন গাজীপুর কাপাসিয়াতে আছি। সংবাদ মাধ্যমে জানতে পেরেছি আমাকে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বিচার বিভাগে থাকা অবস্থায় যেভাবে দায়িত্ব পালন করেছি একইভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবো। আরও বেশি এবং আমার সর্বোচ্চটা দিয়েই দায়িত্ব পালন করবো। সবার দোয়া চাই।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah **Sadaqah** **Zakat** **Fitra**
Fidya **Kaffara** **Qurbani**

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324

UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের রাজনৈতিক দূরত্ব বাড়ছে!

পোস্ট ডেস্ক : বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে প্রায় ২৫ বছরে মিত্রতা। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর সেই মিত্রতার সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। দল দুটির মধ্যে দেখা যাচ্ছে নানা বিষয়ে মতবিরোধ।

তৃণমূল থেকে শুরু করে দল দুটির শীর্ষ নেতাদের বক্তব্য ও কথাবার্তায়ও এই মতবিরোধ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গেছে গত কয়েকদিনে।

যেটি প্রকাশ্যে আসে গত অগাস্টের মাঝামাঝি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে নির্বাচন আয়োজনে সময় দেওয়া নিয়ে বিএনপি ও জামায়াতের পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের মাধ্যমে।

শেখ হাসিনার পতনের পর দীর্ঘ ২৫ বছরের রাজনৈতিক মিত্রদের মধ্যে হঠাৎ কেন এমন বৈরি সম্পর্ক তৈরি হলো, সেটি নিয়েও নানা প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে।

গত সপ্তাহে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবেন না এমন একটি একটি বক্তব্য দিয়েছেন। সেই বক্তব্য নিয়েও বিএনপির মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে।

যদিও জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, এ ধরনের প্রতিক্রিয়া থাকলেও বিএনপির সঙ্গে তাদের বোঝাপড়ায় কোনও সংকট নেই।

অন্যদিকে, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, জামায়াত অন্য রাজনৈতিক দলের মতোই একটা দল। বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের বিরোধের প্রশ্ন আসবে কেন?

গত ৩ সেপ্টেম্বর সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় জামায়াতে

ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান গত ১৫ বছরে জামায়াতে ইসলামীর ওপর আওয়ামী লীগ সরকার যে 'নির্যাতন' করেছে তার জন্য প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দেওয়ার ঘোষণা দেন।

জামায়াতের আমিরের এই বক্তব্যের পর এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় রাজনীতির মাঠে।

যদিও একদিন পরে এক অনুষ্ঠানে জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান তার বক্তব্যে স্পষ্ট করে বলেন, প্রতিশোধ না নেওয়ার মানে হচ্ছে আমরা আইন হাতে তুলে নেবো না। কিন্তু সুনির্দিষ্ট অপরাধ যিনি করেছেন তার বিরুদ্ধে মামলা হবে। শাস্তিও হতে হবে।

এর আগে, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে গত ২৮ অগাস্ট সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাদা এক অনুষ্ঠানে কথা বলেন জামায়াতের আমির।

সেখানে দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমরা সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগী দেশ আমাদের খুবই প্রয়োজন। প্রতিবেশী বদলানো যায় না। আপনারা বদলানোর চিন্তা করেন কেন।

জামায়াত আমিরের এসব বক্তব্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয় বিএনপিতে।

গত রোববার সাতক্ষীরায় বিএনপি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে লন্ডন থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

সরাসরি জামায়াতে ইসলামীর নাম উল্লেখ না করলেও তিনি জামায়াত আমিরের বক্তব্যের প্রসঙ্গ টানেন।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, গত কয়েকদিনে দেখেছি কিছু রাজনৈতিক দল একটি প্রতিবেশী দেশের ফাঁদে পা দিয়েছে। সে কারণে তারা বিভ্রান্ত ছড়ায় এরকম কিছু কথাবার্তা বলছে।

এমন অবস্থায় নেতাকর্মীদের সজাগ থাকারও আহবান জানিয়েছেন বিএনপি নেতা তারেক রহমান।

জামায়াত আমিরের এসব বক্তব্যের জবাব দিতে দেখা গেছে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভীকেও।

গত ৮ অগাস্ট দায়িত্ব নেওয়ার পর জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। সেই ভাষণে জাতীয় নির্বাচন কবে হবে, কিংবা নির্বাচন কতদিন পর হতে পারে এমন কোনও বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা ছিল না।

যে কারণে এই বক্তব্য নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল বিএনপি। দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে নির্বাচনের রোডম্যাপ না থাকায় অসন্তোষ জানান।

মির্জা ফখরুল যখন এই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন তখন ফেনী-নোয়াখালী-কুমিল্লা অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল।

এমন অবস্থায় বিএনপি মহাসচিবের বক্তব্যের সমালোচনা করে জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান বলেন, এখনও শত শত মানুষ হাসপাতালের বিছানায় কাতরাচ্ছে। রক্তের দাগ মোছেনি। বন্যায় দেশ আক্রান্ত। এই সময়ে কেউ নির্বাচন নির্বাচন জিকির তুললে জাতি তা গ্রহণ করবে না। জামায়াত নেতার এই বক্তব্য ভালোভাবে নেয়নি বিএনপি।

অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পর বেসামরিক প্রশাসন, পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে আওয়ামী লীগ সমর্থিতরা সরে যাচ্ছেন কিংবা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সে সব জায়গায় নিজস্ব লোকের পদায়ন নিয়ে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে এক ধরনের নীরব মনোমালিন্য চলছে বলে জানা যাচ্ছে।

বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ নিয়ে এই জটিলতা দেখা দেয় গত মাসে।

তখন বিএনপিপন্থী শিক্ষক অধ্যাপক এবিএম ওবায়দুল ইসলামকে উপাচার্য পদে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে এমন আভাসের ভিত্তিতে অনেকেই তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট দেন। এটি নিয়ে সে সময় বেশ বিতর্কও তৈরি হয়।

একটা দলের সরাসরি কেন্দ্রীয় নেতাকে ভিসি নিয়োগের বিষয়ে বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচনা হয়।

অভ্যুত্থানে শহিদদের স্মরণসভায় ব্যয় হবে ৫ কোটি টাকা!

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহিদদের স্মরণসভা ১৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) অনুষ্ঠেয় এ স্মরণসভার আয়োজনে ব্যয় হবে ৫ কোটি টাকা। এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি।

মঙ্গলবার সচিবালয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠক সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সব শহিদের স্মরণে ১৪ সেপ্টেম্বর অথবা সুবিধাজনক সময়ে এক স্মরণসভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উপদেষ্টা এ স্মরণসভা বাস্তবায়নের ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

উপদেষ্টা স্মরণসভা সম্পর্কিত সব কর্মকাণ্ড সুচারুভাবে বাস্তবায়নের জন্য তার পক্ষ থেকে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগকে দায়িত্ব দিয়েছেন। স্মরণসভাটি যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য আনুমানিক ৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

সূত্র জানায়, সময় স্বল্পতার কারণে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ ও প্রয়োজনীয় ক্ষমতাসম্পন্ন এক বা একাধিক ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেওয়া হবে।

তবে সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালার তফশিল-২ অনুযায়ী অনুষ্ঠান আয়োজন এবং এ সংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পাদনের জন্য এ বিভাগের ক্রয়ের আর্থিক উর্ধ্বসীমার মধ্যে তা সম্ভব হচ্ছে না। সে কারণে এ বিধিমালায় বর্ণিত মূল্যসীমার মধ্যে ক্রয়ের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির সুপারিশক্রমে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে ক্রয়কার্য সম্পাদন করার জন্য বৈঠকে অনুমোদন চাওয়া হয়। উপদেষ্টা কমিটি তা অনুমোদন দিয়েছে।

সূত্রটি জানিয়েছে, অনুষ্ঠানটি আয়োজনে প্রয়োজনীয় অর্থ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের রাজস্ব বাজেটে সংকুলান না হওয়ায় অতিরিক্ত অর্থ চেয়ে এরই মধ্যে অর্থ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬-এর ৬৮ ধারায় বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় সম্পর্কিত বিশেষ বিধান-(১) সরকার, রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে বা বিপর্যয়কর কোনো ঘটনা মোকাবিলার জন্য, জনস্বার্থে, সরকার কর্তৃক গঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশক্রমে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি বা অন্য কোনো ক্রয়পদ্ধতি অনুসরণ করে ক্রয়কার্য সম্পন্ন করিতে পারবে।'

এছাড়া পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালায় বর্ণিত মূল্যসীমার উর্ধ্বে ক্রয়ের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশক্রমে সরাসরি ক্রয়পদ্ধতি প্রয়োগ করে ক্রয়কার্য সম্পন্ন করতে পারবে।

ডিসি হতে না পেরে সচিবালয়ে হট্টগোল

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সোমবার এবং মঙ্গলবার দুদিনে দেশের ৫৯ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ দিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ তুলে হট্টগোল করেছেন উপসচিব পর্যায়ের একদল বিক্ষুব্ধ কর্মকর্তা।

মঙ্গলবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব কে. এম. আলী আযমের কক্ষে হট্টগোল করেন তারা।

জানা গেছে, বিগত আওয়ামী লীগে সরকারের আমলে পদোন্নতিবঞ্চিত ছিলেন এসব কর্মকর্তারা। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সম্প্রতি তাদের উপসচিব পদে পদোন্নতি দিয়েছে। ডিসি হওয়ার জন্য তাদের প্রত্যাশা ছিল।

সোমবার দেশের ২৫ জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ দেওয়া হয়। মঙ্গলবার আরও ৩৪ জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ হয়। তালিকায় নাম না দেখে হতাশ হয়ে হট্টগোল করেন তারা।

এর আগে গত সোমবার (০৯ সেপ্টেম্বর) ঢাকা, সিলেট, বগুড়া, গোপালগঞ্জসহ দেশের ২৫ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ দেয় অন্তর্বর্তী সরকার। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসন শাখা থেকে এক প্রজ্ঞাপনে এ পদায়নের কথা

জানানো হয়।

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর গত ২০ আগস্ট এসব জেলার ডিসিদের প্রত্যাহার করে তাদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরে বদলি করা হয়। তার কয়েক দিনের মধ্যে মোট ৫৯ জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ দিল সরকার।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব তানভীর আহমেদকে ঢাকার জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট করা হয়েছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সংযুক্ত মোহাম্মদ কামরুল হাসান মোল্যাকে ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট করা হয়েছে।

এ ছাড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হোসনা আফরোজা হয়েছেন বগুড়ার জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট; আর গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব

পাচার হওয়া অর্থ ফেরাতে সহায়তা করবে জাতিসংঘের ইউএনওডিসি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরাতে দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) সহায়তা করবে জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধবিষয়ক দপ্তর (ইউএনওডিসি)। মঙ্গলবার ইউএনওডিসির দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক প্রধান মার্কো টেক্সিরার নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল দুদক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এই প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে।

ঢাকার সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে ওই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে ইউএনওডিসি প্রতিনিধিদের দুদকের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয়। একই সঙ্গে কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিশেষ করে অর্থ পাচার রোধ ও পাচার হওয়া অর্থ পুনরুদ্ধারে সহায়তা চাওয়া হয়। পরে ইউএনওডিসি প্রতিনিধিরা পাচার হওয়া অর্থ

বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনতে দুদককে সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন দুদক কমিশনার মো. জহুরুল হক, মোছা. আছিয়া খাতুন, দুদক মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন ও পরিচালক (মানি লন্ডারিং) গোলাম শাহরিয়ার চৌধুরী। ইউএনওডিসির অন্য প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন গে-াবাল মেরিন ক্রাইম প্রোগ্রামের প্রোগ্রাম অফিসার ফিলিপ রেমস, শাহ নাহিয়ান ও তাসনিম বিনতে করিম।

এর আগে গত বছরের ৩১ জুলাই এই প্রতিনিধিরা দুদক চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কমিশনের কার্যক্রমে সহায়তার আশ্বাস দেন।

ভারতের যে শহরকে নিজেদের দাবি করছে পাকিস্তান

পোস্ট ডেস্ক : ভারতের পশ্চিম প্রান্তের একটি শহরকে নিজেদের বলে দাবি করেছে পাকিস্তান। সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে পাক পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র মুমতাজ জাহরা বালোচ এমন দাবি করেন। পাকিস্তানভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ন্যাশনের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

মুমতাজ জাহরা বলেন, ১৯৪৮ সাল থেকে গুজরাটের শহর জুনাগড় দখল করে রেখেছে ভারত। দেশভাগের সময় এটি পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। পাকিস্তান এটিকে ঐতিহাসিক ও আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। জুনাগড়কে ভারতের অবৈধ দখল জাতিসংঘের সনদ ও আন্তর্জাতিক নিয়মের লঙ্ঘন বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

জুনাগড়কে ভারতের অবৈধভাবে অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরের মতো একটি অসমাপ্ত এজেন্ডা হিসাবে পাকিস্তান বিবেচনা করে জানিয়ে তিনি বলেন, এবার জুনাগড় নিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাধান চান তারা।

জুনাগড় নিয়ে পাকিস্তানের দাবি নতুন নয়। ২০২০ সালে নেপালের পর ভারতের বেশ কিছু অঞ্চলকে তাদের রাজনৈতিক মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করেছিল পাকিস্তান। পাকিস্তানের মন্ত্রিসভাও তাতে অনুমোদন দিয়েছিল।

পাকিস্তান অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখের কিছু অংশ ওই মানচিত্রে রাখা হয়েছিল। একই সঙ্গে গুজরাটের জুনাগড় ও মানবগড় শহর এবং স্যর ক্রিক অঞ্চলও পাকিস্তানের অংশ বলে দাবি করা হয়েছিল তখন।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নিয়েও কথা বলেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তরের এই মুখপাত্র। মুমতাজ জাহরা বলেন, পাকিস্তান সব সময়ই বাংলাদেশের সঙ্গে মজবুত, বহুমুখী, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চায়; যা পাকিস্তানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এবং একটি ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলিম দেশ।

'আমাদের দুদেশের জনগণের মধ্যে অপরিসীম সদিচ্ছা রয়েছে এবং আমরা চাই আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও সমৃদ্ধ হোক। আমরা বিশ্বাস করি যে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতা এই অঞ্চলে শান্তি ও বন্ধুত্ব বৃদ্ধিতে আরও অবদান রাখবে এবং সার্ককে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে আরও উন্নয়নে অবদান রাখবে' যোগ করেন তিনি।

ইরানের ওপর ইউরোপীয় ৩ দেশের নিষেধাজ্ঞা

পোস্ট ডেস্ক : ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য রাশিয়ায় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করার অভিযোগ তুলে জার্মানি, ফ্রান্স ও ব্রিটেন মঙ্গলবার ইরানের নিন্দা করেছে। একই সঙ্গে তারা বিমান পরিবহনকে লক্ষ্য করে দেশটির ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দিয়েছে।

ইউরোপীয় তিনটি দেশ যৌথ বিবৃতিতে বলেছে, 'আমরা ইরানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বিমান পরিষেবা চুক্তি বাতিলের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেব। ইরান এয়ারের (এয়ারলাইনস) ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্যও কাজ করব।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন এর আগে লন্ডন সফরে বলেছেন, রাশিয়া ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের চালান পেয়েছে এবং 'ইউক্রেনে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এগুলো ব্যবহার করবে বলে মনে হয়'।

লন্ডন, প্যারিস ও বার্লিন বলেছে, 'ইরানের এই পদক্ষেপ রাশিয়ার যুদ্ধে তাদের সামরিক সমর্থনকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এর ফলে ইউরোপীয় মাটিতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র পৌঁছে যাবে, যা ইউক্রেনীয় জনগণের দুর্ভোগ বাড়াবে।'

তারা আরো বলেছে, এই পদক্ষেপটি ইরান ও রাশিয়া উভয়েরড়সংঘটিত একটি উসকানি এবং এটি ইউরোপীয় নিরাপত্তার জন্য সরাসরি হুমকি। তারা ইরানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বিমান পরিষেবা চুক্তি বাতিলের করার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেবে।

এর পাশাপাশি ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি এবং রাশিয়ায় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাত্র ও অন্যান্য অস্ত্রের স্থানান্তরের সঙ্গে জড়িত উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ওয়াশিংটনের নেওয়া একটি পদক্ষেপের প্রতিধ্বনি করে এই তিন দেশ বলেছে, 'আমরা ইরান এয়ারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্যও কাজ করব।'

এদিকে তিন দেশের যৌথ ঘোষণার কিছুক্ষণ আগে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নাসের কানানি একটি বার্তায় ইরানি অস্ত্র স্থানান্তরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'ইরানি অস্ত্র স্থানান্তর নিয়ে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর খবর ছড়ানো কুৎসিত প্রচার ও মিথ্যাচার।

' তিনি অভিযোগ করেছেন, এর উদ্দেশ্য 'গাজা উপত্যকায় গণহত্যার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও কিছু পশ্চিমা দেশের ব্যাপক অবৈধ অস্ত্র সহায়তার মাত্রা গোপন করা', যেখানে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে ইসরায়েল যুদ্ধে লিপ্ত।

মুখোমুখি হচ্ছেন ট্রাম্প-কমলা হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের প্রস্তুতি

পোস্ট ডেস্ক : প্রথমবারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনি বিতর্কে মুখোমুখি হচ্ছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে বিতর্কের মঞ্চে একে অপরকে কীভাবে ঘায়েল করবেন তা নিয়েই শুরু হয়েছে জল্পনা-কল্পনা। জোরকদমে চলছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের প্রস্তুতিও। কারণ, ৯০ মিনিটের বিতর্কেই নির্ধারিত হতে পারে ট্রাম্প-কমলার ভাগ্য।

সোমবার আলজাজিরার খবরে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাত ৯টায় (বাংলাদেশি সময় বুধবার সকাল ৭টা) ফিলাডেলফিয়ার ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে এ বিতর্ক।

বিতর্কটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আয়োজক এবিসি নিউজ কিছু নিয়ম বেঁধে দিয়েছে। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে কবে, কখন, কোথায় এবং কীভাবে এই বিতর্কের আয়োজন হবে সেটা নিয়ে বিশেষ আলোচনার পর অবশেষে এই বিতর্কের দিন ও তারিখ চূড়ান্ত হয়েছে।

ইতোমধ্যে আয়োজক এবিসি নেটওয়ার্ক মঙ্গলবারের এই বিতর্কের নিয়মগুলো জানিয়েছে। কমলা ও ট্রাম্প উভয়ের প্রচারণা দলের অনুমোদন নিয়েই এসব নিয়ম তৈরি করা হয়েছে। ফিলাডেলফিয়ার ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন সেন্টারে মঙ্গলবার স্থানীয় সময় রাত ৯টায় এই বিতর্ক শুরু হবে। এটি টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। সেখানে সরাসরি কোনো দর্শক উপস্থিত থাকবেন না।

এবিসির কর্মকর্তা ডেভিড মুইর ও লিনসে ডেভিস এই বিতর্কে সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করবেন। দুটি বিজ্ঞাপন বিরতিসহ মোট ৯০ মিনিট চলবে এই আয়োজন। এ ধরনের বিতর্কে একপক্ষ কথা বলার সময় অপরপক্ষের মাইক্রোফোন 'মিউট' করে রাখা উচিত কি না, সেটা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে প্রথা ভাঙছে না এবিসি। এক প্রার্থী কথা বলার সময় অন্য প্রার্থীর মাইক্রোফোন মিউটই থাকছে। প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য দুই মিনিট করে সময় পাবেন কমলা-ট্রাম্প। জবাবের পর পালটা জবাব দেওয়ার জন্য অপর প্রার্থী পাবেন আরও দুই মিনিট। বিতর্কের সময় তারা কোনো কাগজে লেখা বক্তব্য, চিরকুট বা অন্য কোনো সহায়ক উপকরণ সঙ্গে রাখতে পারবেন না।

বিতর্কের মঞ্চে সত্যিকার অর্থে কী মঞ্চায়িত হতে যাচ্ছে, তা নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করতে অপেক্ষা করছেন লাখ লাখ মার্কিন নাগরিক। নির্বাচনি লড়াইয়ে মরিয়া উভয় প্রার্থীর ঝুঁকিপূর্ণ এই বিতর্ক দেখবেন বলে আশা করছেন তারা। বিতর্কটিকে দুজনের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল পরীক্ষা হিসাবেই বিবেচনা করা হচ্ছে। এছাড়া মার্কিন নারী, কৃষ্ণাঙ্গ এবং দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে নিয়ে বিরোধী প্রার্থী ট্রাম্পের আক্রমণাত্মক বক্তব্য থেমে নেই। সুতরাং বিতর্কেও ট্রাম্প তার আক্রমণাত্মক ভঙ্গি তুলে ধরবেন বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন।

অন্যদিকে বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা একসময় ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল ও মার্কিন সিনেটর ছিলেন। তিনি নিজেও একজন পাকা বিতার্কিক। সুতরাং তিনি ট্রাম্পকে ছেড়ে দেবেন না বলেই ধারণা করা হচ্ছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এ ধরনের একেবারে ভিন্ন ধরনের দুই প্রার্থী এর আগে কখনো মুখোমুখি হননি। ফলে এ বিতর্ক হবে খুবই আকর্ষণীয় ও সচেতনতামূলক এবং নির্বাচনে জয়-পরাজয় নির্ধারণকারী।

এদিকে মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস ও সিয়েনা কলেজের যৌথ জরিপে দেখা গেছে, এবারের মার্কিন নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কমলা হ্যারিসের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে পারে। নতুন জরিপে দেখা গেছে, ট্রাম্পের পক্ষে ৪৮ শতাংশ জনমত রয়েছে এবং কমলার পক্ষে রয়েছে ৪৭ শতাংশ। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, এবারের মার্কিন নির্বাচনের লড়াই তীব্র হতে চলেছে।

কেমোথেরাপির চিকিৎসা শেষ করলেন কেট

পোস্ট ডেস্ক : ক্যান্সার চিকিৎসায় কেমোথেরাপির পর্ব শেষ করেছেন ব্রিটিশ রাজবধূ প্রিন্সেস অব ওয়েলস কেট মিডলটন। গতকাল সোমবার তিনি নিজেই এই খবর জানান। কেটের স্বাস্থ্যের সর্বশেষ আপডেটটি চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে একটি ইতিবাচক বার্তা পাঠালেও সুস্থ হতে তার এখনো অনেক পথ বাকি রয়ে গেছে। কেনসিংটন প্যালেস ইঙ্গিত দিয়েছে, কেট ক্যান্সারমুক্ত কি না, তা এখনই বলা সম্ভব নয়।

উত্তরাধিকারী প্রিন্স উইলিয়ামের স্ত্রী ৪২ বছর বয়সী কেট গত জানুয়ারি মাসে পেটে বড় ধরনের অস্ত্রোপচার করিয়েছিলেন। এর পরেই সামনে আসে তার ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি। এরপর গেল মার্চে ক্যান্সারচিকিৎসা নেওয়ার কথা প্রকাশ করেন কেট।

গত সোমবার কেট সম্পর্কে একটি ভিডিও আপডেট প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে কেট বলেন, 'কেমোথেরাপির চিকিৎসা শেষ করা কতটা স্বস্তির বিষয় আমি আপনাদের বলে প্রকাশ করতে পারব না।'

তিনি আরো বলেন, 'গত ৯ মাস আমার পরিবারের জন্য অবিশ্বাস্যভাবে একটি কঠিন সময় ছিল। জীবনকে আপনি যেমন জানেন তা হুট করে পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। পরিবর্তনের এই ঝড় এবং অজানা এই রাস্তা পাড়ি দিতে আমাদের বিভিন্ন উপায় খুঁজে বের করতে হয়েছে।

গত মাসে পূর্ব ইংল্যান্ডের নরফোকে শুট করা ভিডিওটিতে রাজকুমারীকে ভালো এবং সুস্থই দেখাচ্ছিল। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, পুরো পরিবার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তাদের হাতে ক্রিকেট ব্যাট এবং বল। অন্য ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, তাদের কনিষ্ঠ পুত্র লুইকে দোলনায় তুলে তাকে দোল দিচ্ছে।

এখন কিভাবে বাকি জীবন ক্যান্সারমুক্ত থাকা যায় তার ওপর নজর রাখবেন ব্রিটিশ এই রাজবধূ।

ধারণা করা হচ্ছে, চলতি বছরের শেষদিকে খুব অল্পসংখ্যক অনুষ্ঠানে হাজির হতে পারেন কেট। তিনি বলেন, 'ক্যান্সারমুক্ত থাকার জন্য আমি যা করতে পারি তা-ই করব। যদিও আমি কেমোথেরাপি শেষ করেছি, তবুও সম্পূর্ণ সুস্থ হতে এখনো দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। আমাকে প্রতিটি দিনকে নতুন করে নিতে হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'সুস্থ হওয়ার নতুন পর্বে প্রবেশের আশায় আছি। যারা ক্যান্সারের যাত্রা চালিয়ে যাচ্ছেন, আমি আপনার সঙ্গে এবং পাশাপাশি হাতে হাত রেখে অবস্থান করছি। অন্ধকার থেকে আলো আসতে পারে, তাই সেই আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।' এখন কিভাবে বাকি জীবন ক্যান্সারমুক্ত থাকা যায়, সেটির ওপর নজর রাখবেন ব্রিটিশ এই রাজবধূ।

ধারণা করা হচ্ছে, চলতি বছরের শেষদিকে খুব অল্পসংখ্যক অনুষ্ঠানে হাজির হতে পারেন কেট। তবে রাজপ্রাসাদ সূত্রগুলো জোর দিয়ে জানিয়েছে, কেটের সুস্থ হতে আরো অনেক পথ বাকি। আগামী কয়েক মাস তিনি তার স্বাস্থ্যের ওপরই সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেবেন।

আমাদের সফল হতেই হবে

বিশেষ করে বন্যা ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে তাদের সৈনিক এবং অফিসাররা দিনের পরদিন যেভাবে দায়িত্ব পালন করেছে তার কোনো তুলনা হয় না। জনজীবনে স্বস্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তাদের ভূমিকা অনন্য। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যকে আমি ধন্যবাদ জানাই তাদের সততা, ত্যাগ ও অসীম দেশপ্রেমের জন্য। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে বন্যা, খরা, ঝড়, বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড় সহ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগে আপনারা সকলের শেষ ভরসার স্থান। দেশের প্রতিটি ক্রান্তিলগ্নে আপনারা দেশের মানুষের পাশে থেকেছেন। দেশের স্বাধীনতার পক্ষে, সার্বভৌমত্বের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। দেশ গঠনেও আপনারা সবার আগে এগিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, বন্যা এখন চলে গেছে। কিন্তু পুনর্বাসনের কঠিন কাজ আমাদের সামনে রয়ে গেছে। সকলের সহযেগিতায় আমরা পুনর্বাসনের কাজটি সফলভাবে সমাধান করতে চাই।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, যেসব ভাই-বোনেরা তাদের গত ১৬ বছরের বেদনা জানিয়ে তার প্রতিকার পাওয়ার কর্মসূচি দিচ্ছেন আমি কথা দিচ্ছি আপনাদের ন্যায্য আবেদনের কথা ভুলে যাবো না। আমরা সকল অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা আমাদের দায়িত্বকালে যথাসম্ভব সব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবো। আমি আবারও অনুরোধ করছি আপনার যাতায়াতে ব্যাঘাত সৃষ্টি থেকে বিরত থাকুন। জাতি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

তিনি বলেন, তৈরি পোশাক, ঔষধশিল্প এসব এলাকায় শ্রমিক ভাইবোনেরা তাদের অভিযোগ জানানোর জন্য ক্রমাগতভাবে এই শিল্পের কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ রাখতে বাধ্য করছেন। এটা আমাদের অর্থনীতিতে যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে সেটা মোটেই কাম্য নয়। এমনিতেই ছাত্র-শ্রমিক-জনতার বিপ্লবের পর যে অর্থনীতি আমরা পেয়েছি সেটা নিয়ম-নীতিবিহীন দ্রুত ক্ষীয়মাণ একটা অর্থনীতি। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ তলানীতে গিয়ে ঠেকেছে। আমরা এই অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করছি। আমাদের উদ্যোগে সাড়াও পাচ্ছি। ঠিক এই সময়ে আমাদের শিল্প কারখানাগুলো বন্ধ ও অকার্যকর হয়ে গেলে দেশের অর্থনীতিতে বিরাট আঘাত পড়বে। শ্রমিক ভাইবোনদের অনেক দুঃখ আছে। কিন্তু সেই দুঃখ প্রকাশ করতে গিয়ে আপনাদের মূল জীবিকাই বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে সেটা ঠিক হবে না। শ্রমিক-মালিক উভয়পক্ষের সঙ্গে আলাপ করে এসব সমস্যার সমাধান আমরা অবশ্যই বের করবো। আপনারা কারখানা খোলা রাখুন। অর্থনীতির চাকা সচল রাখুন। দেশের অর্থনীতিকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দিন। আমরা আপনাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান বের করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করবো। মালিকপক্ষের কাছে আমাদের আবেদন, আপনারা শ্রমিকদের সঙ্গে বোঝাপড়া করুন। কারখানা সচল রাখুন। অর্থনীতির দুর্বল স্বাস্থ্যকে সবল করে তুলুন।

তিনি বলেন, আমাদের দায়িত্ব অনেক। ন্যায়ভিত্তিক একটি সমাজ গড়ে তোলার জন্য একসঙ্গে অনেকগুলো কাজে আমাদের হাত দিতে হবে। দায়িত্ব গ্রহণের শুরুতেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিচার বিভাগের বড় সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছে। যোগ্যতম ব্যক্তিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেয়াতে মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সন্ত্রাস দমন আইন ও ডিজিটাল/সাইবার নিরাপত্তা আইনে দায়েরকৃত মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলাগুলো প্রত্যাহার করা হচ্ছে। সাইবার নিরাপত্তা আইনসহ বাংলাদেশে বিদ্যমান সকল কালো আইনের তালিকা করা হয়েছে। অতি সত্বর এ সকল কালো আইন বাতিল ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন করা হবে। সাংবাদিক সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডসহ বহুল আলোচিত ৫টি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও বিচার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ও দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তির জন্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, সমপ্রতি আমরা বলপূর্বক গুম থেকে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক কনভেনশন সনদে স্বাক্ষর করেছি। ফলে স্বৈরাচার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'গুম সংস্কৃতি'র সমাপ্তি ঘটানোর জন্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম। এছাড়া আমরা ফ্যাসিবাদী শাসনের ১৫ বছরে গুমের প্রতিটি ঘটনা তদন্ত করার জন্য পৃথক একটি কমিশন গঠন করছি। আয়নাঘরগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে বের হয়ে আসছে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের গুমের শিকার ভাইবোনদের কষ্ট ও যন্ত্রণা গাথা।

তিনি বলেন, তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যত যেন উজ্জ্বল হয় সেটা নিশ্চিত করতে শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে আমাদের পূর্ণ নজর রয়েছে। ইতিমধ্যে প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বর্তমানের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাক্রম পরিবর্তন করা হয়েছে। বই সংশোধন এবং পরিমার্জনের কাজ শেষ পর্যায়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচ্চ প্রশাসনিক পদগুলো পূরণ করে শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক করার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা বোর্ডে দখলদারিত্বের রাজনীতি বন্ধ করার ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে।

সংবাদমাধ্যম ও মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়েছে মন্তব্য করে সরকার প্রধান বলেন, আপনারা মন খুলে আমাদের সমালোচনা করেন। মিডিয়া যাতে কোনো রকম বাধা বিপত্তি ছাড়া নির্বিঘ্নে তাদের কাজ করতে পারে সেজন্য একটি মিডিয়া কমিশন গঠন করা সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন। আরও যেসব কমিশন সরকারসহ অন্য সবাইকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারে, আমরা তাদের পুনর্গঠন ও সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছি যাতে তারা আরও শক্তিশালী হয়, জনকল্যাণে কাজ করে।

তিনি বলেন, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত এবং হাইকমিশনারবৃন্দ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধির আশ্বাস দিয়েছেন। আমার অনুরোধে সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৫৭ জন বাংলাদেশি যারা ফ্যাসিবাদ বিরোধী বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করায় বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন তাদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন সে দেশের সরকার। ইতিমধ্যে তাদের কয়েকজন দেশে ফিরে এসেছেন। এই ক্ষমা প্রদর্শন ছিল অতি বিরল একটি ঘটনা।

ড. ইউনূস বলেন, আমরা ভারত এবং অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহের সঙ্গে সুসম্পর্ক চাই। তবে সেই সম্পর্ক হতে হবে ন্যায্যতা এবং সমতার ভিত্তিতে। ভারতের সঙ্গে আমরা ইতিমধ্যে বন্যা মোকাবিলায় উচ্চ পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার আলোচনা শুরু করেছি। দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমি সার্ক রাষ্ট্র গোষ্ঠী পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নিয়েছি। তিনি বলেন, আমাদের দেশ যেন গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বিশ্বের কাছে সম্মানের সঙ্গে পরিচিত হয়। দেশের পরিকল্পনা যেন দেশের মানুষ কেন্দ্রিক হয়, কোনো নেতা বা দল কেন্দ্রিক নয়।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমরা স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের অহেতুক কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে দেখেছি যেগুলো কখনোই দেশের মানুষের জন্য ছিল না, বরং এর সঙ্গে জড়িত ছিল কুৎসিত আমিত্ব এবং বিশাল আকারের চুরি। চলমান এবং প্রস্তাবিত সকল উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর যাচাই-বাছাই করার কাজ শুরু করেছি। প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যায় বিবেচনা করে বাকি কাজে ব্যয়ের সাশ্রয় এমনকি প্রয়োজনবোধে তা বাতিল করার কথা বিবেচনা করা হবে। দেশের মানুষকে আর ফাঁকি দেয়া চলবে না। কর্মসংস্থান তৈরি করবে এমন প্রকল্পগুলোকে আমরা অগ্রাধিকার দেবো।

তিনি বলেন, লুটপাট ও পাচার হয়ে যাওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছি। আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে একটা ব্যাংকিং কমিশনও গঠন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হয়েছে। ব্যাংকিং খাতে এই একমাসে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। ফ্যাসিবাদী সরকার লুটপাট করার জন্য নতুন করে ষাট হাজার কোটি টাকা ছাপিয়ে বাজারে ছাড়ার কারণে মুদ্রাস্ফীতির শিকার হয়েছে দেশের মানুষ। এই অতুলনীয় মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয় যৌক্তিক পরিমাণে হ্রাস করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য সার আমদানির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারকে বাজারভিত্তিক করা হয়েছে। কালো টাকা সাদা করার অনৈতিক অনুমতি বাতিল করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে বাজেট সাপোর্ট চাওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল থেকে অতিরিক্ত ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বিশ্ব ব্যাংক থেকে অতিরিক্ত ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, জাইকা থেকে অতিরিক্ত ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানের অনুরোধ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, পাইপলাইনে থাকা ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক সহায়তা ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মেগাপ্রকল্পের নামে লুটপাট বন্ধের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর চাপ কমানোর লক্ষ্যে রাশিয়া এবং চীন থেকে প্রাপ্ত ঋণের সুদের হার কমানো এবং ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। সকল উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও নিবিড় করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সকল অর্থনৈতিক সূচক এবং পরিসংখ্যানের প্রকৃত মান বা সংখ্যা প্রকাশের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, প্রকৃত রপ্তানি আয় নিরূপণ এবং প্রকাশের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অটোমাইজেশনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। পুঁজি বাজারকে স্বাভাবিক ধারায় ফিরিয়ে আনতে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন পুনর্গঠন করা হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার নিমিত্তে ব্যবসায়ী, শিল্প মালিক ও ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে সভা করা হয়েছে এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু দ্রব্যাদি, যেমন পিয়াজ, আলু এসবের দাম আরও কমানোর জন্য বিদ্যমান শুল্কহার হ্রাসের বিষয়ে এনবিআরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ড. ইউনূস বলেন, সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর জনপ্রত্যাশা অনুযায়ী বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি আইনের অধীন চলমান সকল প্রকার নেগোসিয়েশন, প্রকল্প বাছাই এবং ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। গত দেড় দশকে এই আইন ব্যবহার করে লক্ষ কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে। এ খাতে অধিকতর সক্ষমতা, গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, জ্বালানি তেলের মূল্য জনপ্রত্যাশা অনুযায়ী সহনশীল রাখতে অকটেন ও পেট্রোলের দাম ৬ টাকা এবং ডিজেল ও কেরোসিনের দাম ১.২৫ টাকা কমানো হয়েছে। ৩৭ দিন বন্ধ থাকার পর গত ২৫শে আগস্ট হতে মিরপুর-১০ ও কাজীপাড়া স্টেশন ছাড়া বাকি সব স্টেশনে মেট্রোরেল পুনরায় চালু করা হয়েছে।

ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় যাদের বয়স সাড়ে বারো বছরের কম ছিল, তাদের মুক্তিযোদ্ধা তালিকা হতে বাতিলের জন্য সুপ্রিম কোর্টে লিভ টু আপিলের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের আওতাধীন বেদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের রূপরেখা তৈরি করতে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আর যেন আমাদের কোনো স্বৈরাচারের হাতে পড়তে না হয়, আমরা যাতে বলতে পারি আমরা একটি গণতান্ত্রিক দেশে বসবাস করি। তিনি বলেন, কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নিবেন না। আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করলে তাকে অবশ্যই শাস্তির আওতায় নিয়ে আসবো। আমরা একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। ধর্মীয় সম্প্রীতি বিনষ্ট হয় এমন কোনো কাজ কেউ করবেন না।

সরকার প্রধান বলেন, ধ্বংস হয়ে পড়া একটা জনপ্রশাসনকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছি। জনপ্রশাসনকে নতুন করে দাঁড় করানোই ছিল আমাদের কঠিনতম সময়। সকল সমস্যা সমাধান করে একটি নতুন জনপ্রশাসন কাঠামো দাঁড় করাতে পেরেছি এটাই আমাদের প্রথম মাসের সবচাইতে বড় অর্জন। আমার বিশ্বাস এই জনপ্রশাসন জনগণের ইচ্ছা পূরণে সর্বোচ্চ অবদান রাখতে পারবে। তিনি বলেন, গত একমাসে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ১৯৮টি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ড. ইউনূস বলেন, ছাত্র, শ্রমিক, জনতার বিপ্লবের মূল লক্ষ্য ছিল গণভবন। এটা ছিল স্বৈরাচারের কেন্দ্রবিন্দু। এই সরকার বিপ্লবের প্রতি সম্মান দেখিয়ে গণভবনকে বিপ্লবের জাদুঘর হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। ছাত্র-জনতার ক্ষোভকে স্থায়ীভাবে তুলে ধরার জন্য গণভবনের আর কোনো সংস্কার করা হবে না। ছাত্র-জনতার ক্ষোভের মুখে তা যে অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল সে অবস্থায় তাকে রাখা হবে।

তিনি বলেন, আমরা নতুন বাংলাদেশকে পরিবেশবান্ধব এবং জীব বৈচিত্র্যময় দেশ হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি। এটি তরুণদের আকাঙ্ক্ষা। আমাদের সবারই আকাঙ্ক্ষা। সেই লক্ষ্যে আমি প্রথমেই একটি ক্ষুদ্র পদক্ষেপ নিয়েছি। আমার বাসভবন ও সমগ্র সচিবালয়ে প্লাস্টিকের পানির বোতল ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছি। ইতিমধ্যে সুপার শপগুলোতে পলিথিনের শপিং ব্যাগ ব্যবহার বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গত কয়েক দশকে যে পরিমাণ নদী দূষণ হয়েছে, আমরা তা বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছি।

সরকারপ্রধান বলেন, আমরা সংস্কার চাই। আমাদের একান্ত অনুরোধ, আমাদের ওপর যে সংস্কারের গুরু দায়িত্ব দিয়েছেন, সেই দায়িত্ব দিয়ে আপনারা দর্শকের গ্যালারিতে চলে যাবেন না। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমরা একসঙ্গে সংস্কার করবো। এটা আমাদের সবার দায়িত্ব। আপনারা নিজ নিজ জগতে সংস্কার আনুন। একটা জাতির সংস্কার শুধুমাত্র সরকারের সংস্কার হলে হয় না। এই সংস্কারের মাধ্যমে আমরা জাতি হিসেবে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করতে চাই। আমাদের এই যাত্রা আমাদের পৃথিবীর একটি সম্মানিত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করুক এটাই আমাদের সবার কাম্য।

তিনি বলেন, বিগত মাসে আমি বেশকিছু রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পৃথকভাবে বসেছি। তাদের সঙ্গে মতামত বিনিময় করেছি। তারা আমাদের উৎসাহিত করেছেন। ছাত্র, শ্রমিক, জনতার বিপ্লবের লক্ষ্যের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। সংস্কারের কাজে পূর্ণ সহযোগিতা দেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। আমি দেশের বিশিষ্ট সম্পাদকবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করেছি। তারাও সংস্কারের কাজে পূর্ণ সহযোগিতা দেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। সবার পরামর্শ নিয়ে এখন আমাদের অগ্রসর হওয়ার পালা।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে ফ্যাসিজম বা স্বৈরতান্ত্রিক শাসন পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা রোধ এবং জনমালিকানা ভিত্তিক, কল্যাণমুখী ও জনস্বার্থে নিবেদিত একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে কিছু জাতীয়ভিত্তিক সংস্কার সম্পন্ন করা জরুরি। উক্ত সংস্কার ভাবনার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। আমরা যেহেতু জনগণের ভোটাধিকার ও জনগণের মালিকানায় বিশ্বাস করি, সেহেতু নির্বাচন ব্যবস্থার উন্নয়নে আমাদের সংস্কার ভাবনায় গুরুত্ব পেয়েছে। আমরা মনে করি নির্বাচনের নামে সংখ্যাগরিষ্ঠতার একাধিপত্য ও দুঃশাসন মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া বা এর মাধ্যমে এক ব্যক্তি বা পরিবার বা কোনো গোষ্ঠীর কাছে সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। এসব আশঙ্কা রোধ করার জন্য নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কিত নির্বাচন কমিশনসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কারের কথা আমরা ভাবছি। নির্বাচন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুলিশ প্রশাসন, জনপ্রশাসন, বিচার প্রশাসন, দুর্নীতি দমন কমিশন এই চারটি প্রতিষ্ঠানের সংস্কার করা সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য। এসব প্রতিষ্ঠানের সংস্কার জনমালিকানা ভিত্তিক, জবাবদিহিমূলক ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায়ও অবদান রাখবে বলে বিশ্বাস করি। সমাজের সকল স্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব ও স্বার্থ নিশ্চিত করার জন্য এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বার্তাকে প্রতিফলিত করার জন্য সাংবিধানিক সংস্কারের প্রয়োজন আমরা অনুভব করছি।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, এসব বিষয়ে সংস্কার করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আমরা প্রাথমিকভাবে ছয়টি কমিশন গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এসব কমিশনের কাজ পরিচালনার জন্য বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে ছয়জন বিশিষ্ট নাগরিককে এই কমিশনগুলো পরিচালনা করার দায়িত্ব দিয়েছি। এরপর আরও বিভিন্ন বিষয়ে কমিশন গঠন প্রক্রিয়া আমরা অব্যাহত রাখবো।

তিনি বলেন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ড. বদিউল আলম মজুমদার, পুলিশ প্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে কাজ করবেন সফর রাজ হোসেন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মমিনুর রহমান, দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ড. ইফতেখারুজ্জামান, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে ড. শাহদীন মালিক দায়িত্ব পালন করবেন। এসব কমিশনের অন্য সদস্যদের নাম কমিশন প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করা হবে। কমিশনগুলোর আলোচনা ও পরামর্শ সভায় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, ছাত্র, শ্রমিক, জনতা আন্দোলনের প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার পরবর্তী পর্যায়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পরামর্শ সভার আয়োজন করবে। চূড়ান্ত পর্যায়ে ছাত্র সমাজ, নাগরিক সমাজ, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, সরকারের প্রতিনিধি নিয়ে ব্যাপকভিত্তিক তিন থেকে সাত দিনব্যাপী একটি পরামর্শ সভার ভিত্তিতে সংস্কার ভাবনার রূপরেখা চূড়ান্ত করা হবে। এতে এই রূপরেখা কীভাবে বাস্তবায়ন হবে তার একটি ধারণাও দেয়া হবে।

তিনি বলেন, আমাদের সামনে অনেক কাজ। সবাই মিলে একই লক্ষ্যে আমরা অগ্রসর হতে চাই। আমাদের মধ্যে, বিশেষ করে আমাদের নতুন প্রজন্মের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা লুকিয়ে আছে সেটা যেন বিনা বাধায়, রাষ্ট্রের এবং সমাজের সহযোগিতায় প্রকাশ করতে পারি সেই সুযোগের কাঠামো তৈরি করতে চাই।

সরকারপ্রধান বলেন, আমাদের কাজ বড় কঠিন, কিন্তু জাতি হিসেবে এবার ব্যর্থ হওয়ার কোনো অবকাশ আমাদের নেই। আমাদের সফল হতেই হবে। এই সাফল্য আপনাদের কারণেই আসবে। আপনার সহযোগিতার কারণে আসবে। আমাদের কাজ হবে আপনার, আমার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করা। এখন আমরা দ্বিতীয় মাস শুরু করছি। আমাদের দ্বিতীয় মাসে যেন আপনাদের মনে দৃঢ় আস্থা সৃষ্টি করতে পারি সে চেষ্টা করে যাবো।

তিনি বলেন, ধৈর্য ধরুন এই কথাটি আমি মোটেই আপনাদের বলবো না। আমরা সবাই অধৈর্য হয়ে পড়েছি এতসব কাজ কখন যে শেষ হবে এটা চিন্তা করে। আমরা অধৈর্য হবো। কেন হবো না? কিন্তু সঠিকভাবে কাজ করবো। কাজে কোনো অধৈর্যের চিহ্ন রাখবো না।

গাজায় নিহত ছাড়াল ৪১ হাজার

গর্তের সৃষ্টি হয়েছে সেখানে।

হামাসের সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষের পরিচালক (অপারেশন) বলেছে, হামলায় ৪০ জন নিহত ও ৬০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। অনেকে এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা বিবিসিকে বলেছেন, মধ্য রাতের পরপরই আল-মাওয়াসি এলাকায় বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটে এবং আগুনের শিখা আকাশে উঠতে দেখা যায়।

ঘটনাস্থলের কাছাকাছি বসবাসকারী একটি দাতব্য সংস্থার স্বেচ্ছাসেবক খালেদ মাহমুদ বলেন, তিনি এবং অন্য স্বেচ্ছাসেবীরা সাহায্যের জন্য ছুটে এসেছিলেন; কিন্তু ধ্বংসের ব্যাপকতা দেখে স্তব্ধ হয়ে যান। হামলায় ৭ মিটার গভীর তিনটি গর্তের সৃষ্টি হয়েছে এবং ২০টিরও বেশি তাঁবু চাপা পড়েছে।

এদিকে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট বলেছেন, হামাসের সঙ্গে সাময়িক যুদ্ধবিরতি সম্ভব। এই সুযোগ সীমিত হয়ে আসছে। তবে যুদ্ধ পুরোপুরি শেষ করার বিষয়টি অনেক জটিল। সোমবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, হামাসের সঙ্গে অন্তত ছয় সপ্তাহের একটি যুদ্ধবিরতি সম্ভব, যা দেশের উত্তরের লেবানন সীমান্তেও কিছুটা স্থিতিশীলতা আনতে পারে।

অন্যদিকে লেবাননের ইরানপন্থি হিজবুল্লাহ গোষ্ঠী ও ইসরায়েলের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ হলে 'অপ্রত্যাশিত ও ভয়াবহ পরিণতি' ঘটতে পারে বলে সতর্ক করেছেন এক শীর্ষ মার্কিন কর্মকর্তা। সোমবার ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত মধ্যপ্রাচ্য-আমেরিকা সংলাপ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল এ খবর জানিয়েছে। তবে প্রতিবেদনে ওই কর্মকর্তার নাম প্রকাশ করা হয়নি।

ছাত্র আন্দোলনে নিহত ৬২৫, আহত

আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা হলো বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ডাটাএন্ট্রির মাধ্যমে সেবাদানকারীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ভবিষ্যতে যেকোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত করা। আমাদের ক্যাপাসিটি বাড়ানোর চেষ্টা করছি। যেটা ভেঙে পড়েছে সেটার কারণ অবহেলা। অন্যায্য দাবি পূরণ করা।

যুক্তরাজ্যের কারাগার থেকে মুক্ত ১৭৫০

দিয়েছিলো যে কিছু বন্দিদের মুক্তি দেয়া হবে। এরই ধারাবাহিকতায় আজ ছেড়ে দেয়া হয়েছে ১৭৫০ জনকে।

গত সপ্তাহে, বিবিসির একজন সাংবাদিক ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের কারাগারগুলোতে বন্দিদের অধিক সংখ্যক ভিড় ও তাঁদের নিম্নতর জীবন মান নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন, প্রতিবেদনে দেখা যায় অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে জেলগুলোতে মারাত্মক শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় পতিত হচ্ছেন বন্দিরা। অনেকেই মানসিকভাবে বিকারগ্রস্থ হয়ে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে। নানা বিশৃখলার মধ্যে জীবন কাটানো বন্দিরা হিংস্র আচরণ করেছেন কারা রক্ষীদের সাথেও। বাসস্থান পরিবেশ জরাজীর্ণ ও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এ প্রতিবেদন প্রকাশের পর এটিকেও আমলে নেয় সরকার, যার ফলশ্রুতিতে আজ মুক্তি দেয়া হয় দেড় হাজারের উপর বন্দিকে।

ইমরান খানকে ঘিরে ফের উত্তপ্ত

দেশটির পার্লামেন্ট চত্বরে বিক্ষোভরত পিটিআই এমপিদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই অবস্থায় দেশটির রাজনীতিতে শুরু হয়েছে নতুন মোড়। পিটিআই নেতাকর্মীরা তাদের কারাবন্দি নেতা ইমরান খানকে মুক্তি করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। খবর আলজাজিরার।

বেশ কয়েকটি অভিযোগে গত বছরের আগস্টে ইমরান খানকে গ্রেপ্তার করা হয়। মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো ইমরানের মুক্তি দাবি করেছে। সরকার সামরিক আদালতে ইমরানের বিচার করার ইঙ্গিত দেওয়ায় আরও ক্ষিপ্ত পিটিআই নেতাকর্মীরা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভিডিওতে দেখা গেছে, ইসলামাবাদে পিটিআইর সমাবেশে হাজার হাজার জনতা অংশ নিয়েছে। সেখান থেকেই নেতাদের জোর করে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। তাছাড়া ইসলামাবাদের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয়েছে। পিটিআইর চেয়ারম্যান গওহর আলী খানসহ ১৩ নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের পর এই সমাবেশই ছিল পিটিআইর সবচেয়ে বড়।

সোমবার পিটিআইর জনসভা ঘিরে পুলিশ-জনতা বেশ কয়েকবার সংঘর্ষে জড়িয়েছে। পুলিশ জনতার ওপর গুলি ও টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে। তবে পুলিশের অভিযোগ, মিছিল থেকে পাথর ছোড়া হয়েছে।

সমাবেশে পিটিআই শীর্ষ নেতা ও খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আলী আমিন গান্দাপুর কড়া বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে ইমরান খানকে মুক্তি না দিলে জনতাই তাঁকে মুক্ত করে নিয়ে আসবে। গান্দাপুরের এই আলটিমেটাম পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন উত্তাপ ছড়িয়েছে। এই বক্তব্যের পর গান্দাপুরকে আটক করা হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষক তালাত হুসেন বলেন, গান্দাপুরের আলটিমেটামের পর পিটিআই নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য সামরিক বাহিনীর জন্য একটি শক্তিশালী উচ্চারণ ছিল।

পাকিস্তান সিনেটের সাবেক সদস্য মোস্তফা নওয়াজ খোকার বলেন, ইমরান খানকে গ্রেপ্তার করার পরও পিটিআই দমে যায়নি। পিটিআইর রাজনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হলেও দলটি জনপ্রিয়তায় শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে। তিনি রাজনৈতিক দলগুলোকে নিরাপত্তা বাহিনীর গলগ্রহ হওয়া থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান।

লাহোর-ভিত্তিক রাজনৈতিক ভাষ্যকার মজিদ নিজামি বলেন, পিটিআই ও সরকারের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে। পিটিআইর ওপর দিয়ে আবারও দমনপীড়নের ভয়াল থাবা নেমে আসতে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

হৃদয় বিদারক!

পার্শ্ববর্তী মসজিদ থেকে খাটিয়া আনতে যান। পরে খাটিয়া নিয়ে ফেরার পথে রাস্তা পার হওয়ার সময় ঢাকাগামী একটি ট্রাক তাদের চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান রাসেল, জিয়া ও শামীম। গুরুতর আহত হন তুহিন। পরে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য নড়াইল সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

লোহাগড়া থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, নিহতদের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

কমালার চমক

শোনা যায়নি। তবে টেলিভিশনের পর্দায় লাখ লাখ মার্কিনি এই বিতর্ক উপভোগ করেছেন। বরাবরের মতো এই বিতর্কে কে বিজয়ী হয়েছেন তা নিয়েও ব্যাপক আগ্রহ সবার। এমন অবস্থায় ডনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থক মিডিয়া ফক্স নিউজ বলছে, বিতর্কে বিজয়ী হয়েছেন কমালা হ্যারিস। ফক্স নিউজের রাজনৈতিক বিশ্লেষক ব্রিট হিউম বলেছেন, মঙ্গলবার রাতের বিতর্কে কমালা জিতেছেন। তার ভাষায়- বিতর্ক শুনে মনে হয়েছে কমালা খুব ভালোভাবেই প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলেন। তিনি সেভাবেই প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। কি বলছেন, সে বিষয়ে ছিলেন সচেতন। এ বিতর্কে কমালা ছিলেন একেবারে ভিন্ন এক ব্যক্তি। একই রকম কথা বলেছে ওয়াশিংটন পোস্ট। বিতর্কের পর পরই জরিপ চালায় সিএনএন। তাতেও কমালা জয়ী হয়েছেন বলা হয়েছে।

বিশ্ব জুড়ে সচেতন মানুষের চোখ ছিল কমালা হ্যারিস ও ডনাল্ড ট্রাম্পের দিকে। অনলাইন ডয়চে ভেলে জানাচ্ছে- বিতর্কে কমালা হ্যারিস মার্কিনিদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আপনাদের জন্য ট্রাম্পের কোনো পরিকল্পনা নেই। ট্রাম্প শুধু ধনীদের জন্য কর ছাড় দেয়া নিয়ে চিন্তিত। তিনি সুবিধাবাদী অর্থনীতির পক্ষে। এতে ট্রাম্প জবাব দিয়েছেন। বলেছেন- কমালা হলেন খালি কলসি, যার ঢক্কানিনাদ বেশি। তার কোনো পরিকল্পনা নেই। তিনি বাইডেনের পরিকল্পনাই পরিবেশন করছেন। বিপরীতে কমালা অভিযোগ করেন, ট্রাম্প চীন ও অন্য দেশ থেকে আসা জিনিসের ওপর মাশুল বাড়াতে চান। এটা আসলে আমেরিকানদের ওপর কর বসানো। ফলে জিনিসের দাম বেড়ে যাবে। প্রতি মাসে সাধারণ মানুষের উপর কতোটা বোঝা চাপবে সেটাও জানিয়েছেন তিনি। ট্রাম্প বলেন, মাশুলের অর্থ দিয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের কর কমাবেন। তার দাবি, মাশুলের ফলে জিনিসের দাম বাড়বে না। বরং এই মাশুল না থাকলে বেশি দামে জিনিস কিনতে হবে। এসময় হ্যারিস দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের জন্য তিনি নিজস্ব একটা আর্থিক নীতি নিয়ে চলছেন। ট্রাম্পের পাল্টা অভিযোগ, কমালা পুলিশের জন্য অর্থ কমাতে চান, সকলের কাছ থেকে বন্দুক কেড়ে নিতে চান। কমালা বলেন, তার কাছে ও তার রানিংমেট টম ওয়ালজের কাছে অনুমোদিত বন্দুক আছে। নিজের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য তিনি বন্দুক রেখেছেন।

ইসরাইল-ফিলিস্তিন ইস্যুতেও ভিন্ন অবস্থান তুলে ধরেছেন মার্কিন দুই নেতা। ট্রাম্প ও কমালা দু'জনের কাছ থেকেই জানতে চাওয়া হয়, তারা কী করে ইসরাইল-হামাস যুদ্ধ থামাবেন? জবাবে কমালা তার আগের অবস্থানের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। বলেন, ইসরাইলের আত্মরক্ষার অধিকার আছে। গতবছর ৭ই অক্টোবর হামাস ইসরাইলে ঢুকে এক হাজার দুইশ' মানুষকে হত্যা করে। তিনি আরও বলেন, এখন যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। গাজায় সম্পূর্ণ যুদ্ধবিরতি প্রয়োজন। সেই সঙ্গে যাদের জিম্মি করে রাখা হয়েছে, তাদের মুক্তি দিতে হবে। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, আমাদের দ্বি-রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের পথেই যেতে হবে। এর ফলে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। ট্রাম্পের দাবি, তিনি প্রেসিডেন্ট থাকলে এই লড়াই হতোই না। তার অভিযোগ, হ্যারিস ইসরাইলকে ঘৃণা করেন। তিনি প্রেসিডেন্ট হলে দুই বছরের মধ্যে ইসরাইল বলে কোনো দেশ থাকবে না। ট্রাম্পের অভিযোগ, হ্যারিস আরবদেরও ঘৃণা করেন। প্রেসিডেন্ট হলে দ্রুত এর সমাধান করার কথা জানান ট্রাম্প। হ্যারিস বারবার শপথ করে বলেন, তিনি এই সব অভিযোগ অস্বীকার করছেন। তিনি ইসরাইলের নিরাপত্তার অধিকার সমর্থন করেন। তার পাল্টা দাবি, বিশ্বনেতারা ট্রাম্পের কথায় হাসছেন।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ প্রসঙ্গে ট্রাম্প দাবি করেন, আমি এই যুদ্ধ বন্ধ করতে চাই। আমি মানুষের জীবন বাঁচাতে চাই। বাইডেন প্রশাসন ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন হতে দিয়েছে। এসময় সঞ্চালক ট্রাম্পকে প্রশ্ন করেন, আপনি কি চান- ইউক্রেন যুদ্ধে জিতুক? ট্রাম্প এই প্রশ্ন কৌশলে এড়িয়ে যান। কমালা হ্যারিস অভিযোগ করেন, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হলে তিনি পুতিনকে ইউক্রেন দখল করে নিতে দেবেন। হ্যারিস বলেন, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হলে পুতিন এতক্ষণে কিয়েভে বসে থাকতেন। তার নজর থাকতো বাকি ইউরোপের দিকে। হ্যারিস বলেন, ইউরোপীয় নেতারাও চান না, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হোন।

ক্যাপিটল হিলের হামলা নিয়ে ট্রাম্প বলেন, ক্যাপিটলের ঘটনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমাকে ওরা একটা ভাষণ দিতে বলেছিল, এটুকুই। তার সমর্থকরা ক্যাপিটলে প্রবেশের আগে ট্রাম্প ভাষণ দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন, ফাইট লাইক হেল। তিনি সে সময় তার সমর্থকদের শান্তিপূর্ণভাবে ক্যাপিটলে যেতে বলেছিলেন। ট্রাম্প এই কথা বলতে অস্বীকার করেন যে, তিনি অনুতপ্ত। হ্যারিস বলেন, পাতা উল্টে দেখুন। ওইদিন কী বিশৃঙ্খলা হয়েছিল সেটা দেখুন।

গর্ভপাত নিয়ে ট্রাম্পের কাছে তার মতামত জানতে চাওয়া হয়। ট্রাম্প বলেন, ডেমোক্রেটরা চায় গর্ভধারণের নয় মাস পরেও গর্ভপাত করার অধিকার দিতে। তিনি চান, গর্ভপাতের বিষয়টি রাজ্যগুলো ঠিক করুক। তারা আইন করুক। ধর্ষণ বা কিছু ক্ষেত্রে তিনি গর্ভপাতের অধিকারের পক্ষে। ট্রাম্পের অভিযোগ, কিছু রাজ্যে শিশু জন্মানোর পরেও তাদের প্রাণনাশের ব্যবস্থা আছে। বিতর্ক যারা পরিচালনা করছিলেন, তারা বলেন, কোনো রাজ্যেই এই ধরনের কোনো ব্যবস্থা নেই। হ্যারিস বলেন, ট্রাম্পের আমলে যে তিনজন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ করা হয়, তারাই দুই বছর আগে গর্ভপাত নিয়ে কেন্দ্রীয় স্তরে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার বাতিল করেছেন। তিনি আবেগতাড়িত হয়ে বলেন, ট্রাম্পের গর্ভপাত নিয়ে নিষেধাজ্ঞায় ধর্ষিতাদের ক্ষেত্রেও কোনো ছাড় দেয়া হয়নি।

কমালা হ্যারিস বিতর্ক শেষ করেন এইভাবে, আমরা আর পেছনে ফিরে যেতে চাই না। আমরা সামনের দিকে তাকাতে চাই। আমরা নতুন পথে হাঁটতে চাই। ট্রাম্প বলেন, হ্যারিস ছিলেন বাইডেন প্রশাসনের অঙ্গ। তিনি মানুষকে চাকরি দিতে পারেননি, যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারেননি। তার উচিত, এখনই সরে দাঁড়ানো।

এ বিতর্কের পর কমালার নির্বাচনী প্রচার শিবিরের মুখপাত্র জেন ও'ম্যালি ডিলন বলেন, বিতর্কে ডনাল্ড ট্রাম্প পুরোপুরি অসংলগ্ন ছিলেন। তিনি ছিলেন রাগান্বিত ও বিশৃঙ্খল। অন্যদিকে ট্রাম্পের নির্বাচনী শিবির থেকে দাবি করা হয়, তাদের প্রার্থী নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে বিতর্ক করেছেন। ও'ম্যালি ডিলন বলেন, বিতর্ক জুড়ে বিভিন্ন বিষয়ে ট্রাম্পকে লক্ষ্যচ্যুত করতে সক্ষম হয়েছেন কমালা। ব্রিট হিউম আরও বলেন, 'মঙ্গলবার ট্রাম্পের জন্য খারাপ একটি রাত।' আরেকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক হ্যারল্ড ফোর্ড জুনিয়র সরাসরি বলেন, 'আজ রাতে, কমলা জিতেছেন।'

কে ভালো করেছেন?- ওয়াশিংটন পোস্টের পক্ষ থেকে কয়েকজন ভোটারের কাছে এ প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়া হয়। তারা সবাই সুইং স্টেট বা দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যের ভোটার। কোনো নির্বাচনের আগে পরিচালিত বিভিন্ন জরিপে যদি দেখা যায়, কোনো অঙ্গরাজ্যে দুই দলের কেউই সুস্পষ্টভাবে এগিয়ে নেই, তখন সেই অঙ্গরাজ্যকে সুইং স্টেট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ভোটারদের মতামতের ভিত্তিতে ওয়াশিংটন পোস্ট বলেছে, মঙ্গলবার রাতের বিতর্কে এগিয়ে রয়েছেন কমালা।

মার্কিন ভোটার শ্যারির বয়স চল্লিশের কোঠায়। ওয়াশিংটন পোস্টকে তিনি বলেন, ট্রাম্পের বিপরীতে বিতর্কের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন কমালা। তিনি ভালোভাবে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি যে একজন যোগ্য প্রার্থী, সেটা প্রমাণের সুযোগ কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছেন। তবে ট্রাম্পের পক্ষ নিয়ে কোনি নামের আরেকজন ভোটার বলেন, আমার মনে হয় না কমালা কোনো প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে পেরেছেন।

যে কারণে যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলে কেন

এই নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ভিসিইউ নিউজকে বলেছেন, 'পেশাদার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি মনে করে, বন্দুকধারী লোকের সংখ্যা অনেক। ভুল মানুষের হাতে প্রচুর বন্দুক আছে এবং এর কিছুরই পরিবর্তন হবে না। যুক্তরাষ্ট্রে স্কুলে গোলাগুলির ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেশি। বিশ্বের অন্য কোথাও এ ধরনের ঘটনা খুব কম ঘটে। বিশ্বে স্কুলে যত বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটে, তার ৮০ থেকে ৯০ শতাংশই ঘটে যুক্তরাষ্ট্রে।'

১৯৬৬ সালে চার্লস হুইটম্যান টেক্সস ইউনিভার্সিটির একটি বেল বাজানোর টাওয়ারে উঠে মানুষকে গুলি করা শুরু করেন। তাঁর মস্তিষ্কে টিউমার ছিল। কোনো ধরনের প্যাটার্ন তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলোর মতে, বন্দুক এখন যুক্তরাষ্ট্রে শিশু, কিশোর-কিশোরীদের মৃত্যুর প্রধান কারণ। ইনস্টিটিউট ফর হেলথ ম্যাট্রিক অ্যান্ড ইভালুয়েশনের মতে, অন্য কোনো উন্নত অর্থনীতির দেশে যুক্তরাষ্ট্রের মতো এত আগ্নেয়াস্ত্রসহিংসতায় মৃত্যু নেই। তাই সবার মনে একই প্রশ্ন, যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে এই অবস্থায় পৌঁছেছে এবং এর সমাধান কী? এই লেখায় এ প্রশ্ন নিয়েই জানব।

কেন এমন ঘটনা ঘটছে?

প্রশ্নটি খুব সহজ হলেও এর সাধারণ কোনো উত্তর নেই। এর পেছনে কিছু রাজনৈতিক কারণ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক আইন খুব শিথিল। তাই বন্দুক সবখানে ছড়িয়ে আছে। এ দেশে মানুষের চেয়ে বন্দুকের সংখ্যা বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা প্রায় ৩৩ দশমিক ৪ কোটি। জেনেভাভিত্তিক একটি সংস্থার ছোট অস্ত্র জরিপের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, এ দেশে বন্দুকের সংখ্যা ৩৯ কোটির বেশি। বিশ্বের সর্বোচ্চ বেসামরিক বন্দুকের মালিকানা আমেরিকানদের। অন্যান্য দেশের তুলনায় এটি অস্বাভাবিক একটি সংখ্যা। এরপরে যেসব দেশের কাছে এত বেশি বন্দুক রয়েছে, তারা হলো সার্বিয়া বা ইয়েমেনের মতো যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ।

আরেকটি বিষয় হলো, স্কুলের নিরাপত্তা যতটা হওয়া উচিত, ততটা নিরাপত্তা স্কুলে নেই। স্কুলের সাধারণ সুরক্ষা বজায় রাখা সহজ হলেও এটি ভালোভাবে কাজ করে না। এ ছাড়া স্কুলে বন্দুক হামলার আরেকটি কারণ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। সহিংসতায় উসকানি দেওয়া লোকজন অনেকের বন্ধুতালিকায় আছেন। সরকারের একটি ডানপন্থী অংশ সহিংসতাকে প্রশ্রয় দেয় বা উৎসাহিত করে। তারা মনে করে, 'আমাদের দেশ হুমকির মধ্যে রয়েছে। আমাদের উঠে দাঁড়াতে হবে এবং দেশকে রক্ষা করতে হবে। আমাদের দেশ, আমাদের জীবনধারাকে রক্ষা করার জন্য আমাদের অস্ত্র হাতে নিতে হবে।' মার্কিন সীমান্তে এমন প্রচুর নাগরিক বাস করেন, যাঁরা সীমান্ত সুরক্ষার পক্ষের লোক হিসেবে নিজেদের দাবি করেন এবং বন্দুক নিয়ে সীমান্তে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমকারীদের মোকাবিলার জন্য। নিজেরা আইন প্রয়োগকারী না হয়েও অতিক্রমকারীদের হেফাজতে নেন।

স্কুলে কারা হামলা করেন?

স্কুলে বুলিংয়ের শিকার হওয়া ব্যক্তি, যাঁরা মনে করেন যে বুলিংয়ের জবাব তাঁরা দেবেন মারাত্মক সহিংসতার মাধ্যমে। আরেক ধরনের লোক স্কুলে হামলা করেন, যাঁরা সন্ত্রাসবাদী। তাঁরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উগ্রপন্থী হয়ে উঠেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে তাঁদের কর্মকাণ্ড একটি উচ্চতর কল্যাণ বয়ে আনবে। তাঁরা যা করছেন, তা নিজের জন্য নয়, বরং মহান একটি উদ্দেশ্যে। তাঁরা প্রায়ই আত্মঘাতী সন্ত্রাসীর মতো মৃত্যুবরণ করতে ইচ্ছুক থাকেন।

অনেকে আবার এই দুই ধরনের মধ্যে পড়েন না। ১৯৬৬ সালে চার্লস হুইটম্যান টেক্সস ইউনিভার্সিটির একটি বেল বাজানোর টাওয়ারে উঠে মানুষকে গুলি করা শুরু করেন। তাঁর মস্তিষ্কে টিউমার ছিল। কোনো ধরনের প্যাটার্ন তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি।

যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক কেনা কত সহজ?

যুক্তরাষ্ট্রে যে কেউ একটি বন্দুকের দোকানে গিয়ে টাকা থাকলেই বন্দুক কিনতে পারেন। ১৮ বছরের বেশি বয়সী হওয়া এবং কয়েকটি হালকা মানদণ্ড পূরণ করলেই যত খুশি তত অ্যাসল্ট রাইফেল কিনতে পারেন। বন্দুক খুব সহজে পাওয়া যায় বলে সহিংস অপরাধ করা এখানে সহজ।

বেশির ভাগ দেশে বন্দুক কিনতে পরীক্ষা দিতে হয়। প্রমাণ করতে হয় যে একটি নির্দিষ্ট কারণে ওই ব্যক্তির বন্দুক প্রয়োজন। নিরাপদে বন্দুক ব্যবহার করতে পারে কি না, বন্দুকের মালিকানা পেতে সে পরীক্ষায় পাস করতে হবে। বন্দুক পেতে হলে প্রমাণ করতে হবে কেন বন্দুকের লাইসেন্স তাঁর নিয়মিত প্রয়োজন। আমেরিকায় এসবের কিছুই হয় না। বরং টেক্সসে দুই বছর আগে বন্দুক কেনা আইন করে আরও সহজ করে তোলা হয়েছিল।

কোন ধরনের বন্দুকের মালিকানা বিপজ্জনক?

অ্যাসল্ট অস্ত্রের মালিকানা বিপজ্জনক। অ্যাসল্ট রাইফেল ও অ্যাসল্ট পিস্তল যুক্তরাষ্ট্রে কারা কিনছেন, তার হিসাব রাখা হয় না। কেউ বন্দুকের দোকানে গিয়ে বন্দুক কিনলে তাঁর অপরাধমূলক কাজের হিসাব নেওয়ার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাই করা হয় না। কী কিনছেন, কত টাকায় কিনছেন, দোকানের বাইরে গিয়ে এটি দিয়ে তিনি কী করবেন, কেউ এর হিসাব রাখেন না। যে কেউ ২০টি অ্যাসল্ট রাইফেল কিনতে পারেন, এমনকি ওয়াশিংটন ডিসিতে গাড়িতে চড়ে এগুলো নিয়ে ঘুরতে পারেন এবং বিক্রিও করতে পারেন। কেউ এর খবর রাখেন না। কারণ, বন্দুক বিক্রির তথ্য শনাক্ত করার জন্য কোনো রিপোর্টিং ব্যবস্থা নেই।

দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, এমন অপরাধীর কাছে বন্দুক বিক্রি করা বা বিক্রি করার জন্য রাজ্যের বাইরে নিয়ে যাওয়া আইনত অপরাধ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে এই আইন ভাঙার জন্য জরিমানাব্যবস্থা খুব শিথিল। তাই এটি কোনো বাধা নয়। অপরাধীদের হাতে সহজেই বন্দুক যেতে পারে।

আবার স্কুলে বুলিং প্রতিরোধের জন্য ভালো উদ্যোগ নেই। খুব বাজে অবস্থায় না গেলে বুলিংয়ের জন্য স্কুল কোনো ব্যবস্থা নেয় না। কেউ কেউ শিক্ষক বা স্কুল প্রশাসকদের অস্ত্র দেওয়ার কথা বলেন। বেশির ভাগ হাইস্কুলে একজন সশস্ত্র রিসোর্স অফিসার থাকেন। তবে বেশির ভাগ মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্কুলে এই অফিসার নেই। শিক্ষক বা স্কুলকর্মীদের সশস্ত্র করা একটি বিপজ্জনক উদ্যোগ। কারণ, তিনি অন্যের মৃত্যুর কারণ হতে পারেন। শিক্ষক দুর্ঘটনাক্রমে অন্য কোনো কর্মী, পুলিশ অফিসার এমনকি শিক্ষার্থীকেও গুলি করতে পারেন। তাই এটি কোনো সমাধান নয়।

আইনে কী আছে?

গত ৫০ বছরে বন্দুক কেনা সীমিত করার জন্য কেবল একটি অর্থবহ আইন পাস হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটনের অধীনে ১৯৯৪ সালে ফেডারেল অ্যাসল্ট অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা বিল পাস হয়েছিল। ১০ বছর পর রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে এলে এই বিলের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। মেয়াদ শেষ হলে মানুষ আগের চেয়ে বেশি দামে বন্দুক কিনতে শুরু করে। মানুষের মধ্যে ধারণা ছড়িয়ে পড়ে যে অন্য কোনো ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট বা কংগ্রেসের অধীনে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি আবার সীমিত হয়ে যাবে। সুতরাং অ্যাসল্ট রাইফেল, যা নিষেধাজ্ঞার আগে খুব কমই বিক্রি হতো, নিষেধাজ্ঞা সরে গেলে এই রাইফেলের বিক্রি অনেক বেড়ে যায়।

অনুমান করা হয় যে যুক্তরাষ্ট্রে এখন বিক্রি হওয়া সব বন্দুকের একচতুর্থাংশ থেকে একতৃতীয়াংশ অ্যাসল্ট রাইফেল। পুলিশ বিশেষজ্ঞ উইলিয়াম ভি পেলফ্রে জুনিয়র জানিয়েছেন, সামরিক বা আইন প্রয়োগকারী নয়, এমন কারও কাছে কখনো অ্যাসল্ট রাইফেল থাকার কোনো কারণ নেই। পারিবারিকভাবে তাঁর পরিবার শিকারের সঙ্গে জড়িত। তাঁরা প্রতিবছর শিকারে যেতেন। রাইফেল ও শটগানের ব্যবহার জানেন। একটি অ্যাসল্ট রাইফেল মানুষকে গুলি করা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর জন্য খুব নিকৃষ্ট ধরনের অস্ত্র। এটি শিকার বা আত্মরক্ষার জন্য ভালো কাজ করে না। শটগান বা পিস্তল এর চেয়ে বেশি কার্যকর। তাই তিনি মনে করেন, কোনো সাধারণ নাগরিকের কাছে অ্যাসল্ট রাইফেল থাকার কোনো কারণ নেই। তবে বাস্তবতা হলো, প্রচুর মানুষের কাছে এই অস্ত্র আছে।

তাই স্কুলে সশস্ত্র হামলা কমানোর জন্য বন্দুক আইনে কিছু পরিবর্তন করতে হবে। রাজনৈতিকভাবে বিষয়টির সমাধান করতে হবে। মানুষ নিজেরা নিরাপদ বোধ করলে বন্দুকের বিক্রি কমবে। যদি মানুষ মনে করে, তাদের নিজেদের ও পরিবারের সদস্যদের রক্ষা করতে হবে, কারণ সরকার তা করছে না, সে ক্ষেত্রে বন্দুকের বিক্রি আরও বাড়বে। সমস্যার সমাধান হবে না।

মিথ্যাবাদী প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) যা বলেছেন

শাহাদাত হোসাইন

মিথ্যা বলা এমন একটি খারাপ স্বভাব, যা ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ সব দুর্নীতি আর দুরাচারকে সামনে আনে। নবীজি মিথ্যা বলাকে যতটা ঘৃণা করতেন অন্য কিছুকে ততটা ঘৃণা করতেন না। তিনি কোনো ব্যক্তির মিথ্যা বলা সম্পর্কে জানতে পারলে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা হারিয়ে ফেলতেন। তবে সে যদি তার মিথ্যার ব্যাপারে তাওবা করত, তাহলেই তিনি স্বাভাবিক হতেন।

(শুয়াবুল ঈমান, হাদিস : ৪৪৭৫)

একজন মুমিন কখনো মিথ্যা বলতে পারে না। নবীজি (সা.) বলেছেন, একজন মুমিনের ভেতরে অনেক ধরনের ত্রুটিই থাকতে পারে, কিন্তু কোনোভাবেই সে মিথ্যুক ও অসৎ হতে পারে না। (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস : ২২১৭০)

সাফওয়ান ইবনে সুলাইম বলেন, একবার নবীজিকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! মুমিন কি ভীতু হতে পারে? নবীজি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। আবার বলা হলো, মুমিন কি কৃপণ হতে পারে? নবীজি বলেন, হ্যাঁ।

পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, মুমিন কি মিথ্যুক হতে পারে? নবীজি (সা.) বলেন, না। মুমিন কখনো মিথ্যুক হতে পারে না। (তাম্বিহুল গাফিলিন, হাদিস : ১৯৯)

সন্তান প্রতিপালনে মিথ্যার আশ্রয় নয়

ইসলাম স্বচ্ছ-সফেদ নিষ্কলুষ জীবনব্যবস্থায় বিশ্বাসী। সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে শত-শতাংশ সততায় গুরুত্ব আরোপ করে।

অঙ্কুরেই সন্তানদের সততার সফেদ চাদরে মুড়িয়ে নেওয়ার দীক্ষা দেয়। সন্তান প্রতিপালনে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার প্রশ্রয় দেয় না। আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রা.) বলেন, একদিনের ঘটনা। নবীজি আমাদের বাড়িতে ছিলেন। এ অবস্থায় মা আমাকে ডাকলেন এবং বলেন, আসো, তোমাকে একটি জিনিস দেব।

তখন নবীজি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আসলেই কিছু দেবে? মা বলেন, আমি তাকে খেজুর দেব। এবার নবীজি (সা.) বলেন, যদি তুমি তাকে সেটা না দিতে তাহলে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যা লেখা হতো। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৯৯১)

মিথ্যা ও ধোঁকাপূর্ণ কথায় শিশুর কচি হৃদয়ে রেখাপাত করে এবং মিথ্যা বলাকে স্বাভাবিক মনে করতে থাকে। এর ফলাফল তার ভবিষ্যৎ জীবনে পরস্ফুটিত হয়।

ঠাট্টাচ্ছলেও মিথ্যা নয়

রসিকতা কিংবা ঠাট্টাচ্ছলে মিথ্যা বলা আমাদের প্যাশনে পরিণত হয়েছে। অথচ তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, রসিকতা কিংবা ঠাট্টাচ্ছলে মিথ্যা বলা বৈধ নয়। (আজ-জুহদ, পৃষ্ঠা ৩৯৫)

নবীজি (সা.)-এর রসিকতায়ও পূর্ণ সততা থাকত। তিনি সেসব স্থান ও

আয়োজন পরিহার করতে বলেছেন, যেখানে মিথ্যার চর্চা হয়। বর্তমান সমাজে কিছু কিছু আয়োজন এমন আছে, যেখানে মিথ্যাকে আর্ট হিসেবে পেশ করা হয়। সুন্দর উপস্থাপনের মাধ্যমে শ্রুতিমধুর করে মিথ্যাকে পরিবেশন করা হয়। শ্রোতারাও তা নির্দ্বিধায় গলাধঃকরণ করে। এটা অত্যন্ত গর্হিত ও পরিত্যাজ্য বিষয়। নবীজি (সা.) বলেছেন, ওই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস, যে মানুষ হাসানোর জন্য (কৌতুক) মিথ্যা বলে। (তিরমিজি, হাদিস : ২৩১৫)

মিথ্যা অপবাদ ধ্বংস আনে

অপবাদ আরোপ কোরআনে বর্ণিত এক জঘন্য অপরাধের নাম। অপবাদ সাধারণ মিথ্যার থেকেও জঘন্য। এতে বান্দার অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। সমাজব্যবস্থা ধ্বংস হয়। অরাজকতার সৃষ্টি হয়। মানুষ পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা হারায়। সম্পর্ক ছিন্ন হয়। অপবাদ প্রদানকারীকে কোরআন অভিশপ্ত বলে আখ্যায়িত করেছে। এর দ্বারা ব্যক্তি অন্যের সম্মানহানির পাশাপাশি নিজেকে কবিরা গুনাহে লিপ্ত করে, যা কোনো ক্ষেত্রেই কল্যাণকর নয়। আমাদের সমাজে অপবাদের নানা ধরন প্রচলিত আছে, যেগুলো প্রতিটি জঘন্য থেকে জঘন্যতর। আমাদের উচিত, সেগুলো থেকে বিরত থাকা।

চারিত্রিক অপবাদ আরোপের শাস্তি দুনিয়াতেই

চারিত্রিক অপবাদ একটি মারাত্মক অপরাধ। এতে ব্যক্তির সম্মানহানি করা হয়। সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। অপবাদ প্রদানকারীরা হয়তো সেটাকে হালকা মনে করে, কিন্তু বিষয়টি আসলেই গুরুতর। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যখন তোমরা মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোনো জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা একে তুচ্ছ মনে করেছিলে, অথচ এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর অপরাধ।' (সুরা : নুর, আয়াত : ১৫)

কোনো বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান ছাড়া শুধু অনুমানের ভিত্তিতে বলা চূড়ান্ত অপরাধ ও গুনাহের কাজ। এমন ধারণাপ্রসূত অপবাদ আরোপ থেকে বিরত থাকা উচিত। কোরআনে এসেছে, 'হে ঈমানদাররা, তোমরা ধারণা করা থেকে বিরত থাকো, নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা গুনাহ।' (সুরা : হুজরাত, আয়াত : ১২)

কোরআনে এসেছে, যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদের ৮০টি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরাই নাফরমান। (সুরা : নুর, আয়াত : ৪)

মিথ্যা সাক্ষ্যদানে বিরত থাকা

মিথ্যা সাক্ষ্যদান বর্তমান সমাজে ক্যান্সারে পরিণত হয়েছে। পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এমনকি বিচারিক কার্যালয়েও মিথ্যা সাক্ষ্যের ছড়াছড়ি। অনেক ক্ষেত্রে সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে রায়ও হয় এবং ব্যক্তিকে সাজা ভোগ করতে হয়। এর চেয়ে বড় জুলুম কী হতে পারে? যে সমাজে মিথ্যা সাক্ষ্য দেখা দেয়, সেই সমাজে ন্যায়, ইনসাফ থাকে না। হিংসা, বিদ্বেষ লেগে থাকে। সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা উবে যায়। আমাদের ঠোঁট ও জবান আল্লাহর দান। আল্লাহ বলেন, '(আমি তাদের) জিহ্বা ও দুই ঠোঁট দিয়েছি।' (সুরা : বালাদ, আয়াত : ৯)

এগুলো দিয়েছেন সত্য কথা বলতে। সত্য সাক্ষ্য দিতে। যদিও তা নিজের কিংবা পিতামাতার বিরুদ্ধে যায়। কোরআনে এসেছে, 'হে ঈমানদাররা, তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো, আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সংগত সাক্ষ্যদান করো, তাতে তোমাদের নিজের বা মা-বাবার অথবা নিকটাত্মীয়ের যদি ক্ষতি হয়, তবু।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ১৩৫)

মিথ্যা সাক্ষ্যদানের কুফল

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কবিরা গুনাহ। নবীজিকে কবিরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা। মা-বাবার অবাধ্য হওয়া। হত্যা করা। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। (বুখারি, হাদিস : ৬৯১৯

মিথ্যা সাক্ষ্যদান শিরকের সমতুল্য অপরাধ। ইবনে মাসউদ (রা.) মিথ্যা সাক্ষ্যকে শিরকের সঙ্গে তুলনা করে সুরা হজের ৩০-৩১ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করেন। অতএব, তোমরা বিরত থাকো মূর্তির নাপাকি থেকে এবং বিরত থাকো মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া থেকে, আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে তাঁর সঙ্গে শিরক করা ব্যতীত। মিথ্যা সাক্ষ্যদান গর্হিত জুলুম। আর জুলুমের পরিণাম খুবই ভয়াবহ। নবীজি (সা.) বলেছেন, অত্যাচারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন অন্ধকারে থাকবে। (মুসলিম, হাদিস : ২৫৭৮)

মিথ্যা সাক্ষ্যদানে অন্যের অধিকার নষ্ট হয়। যে ব্যক্তির অধিকার নষ্ট করা হবে, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির অনুমোদন ছাড়া আল্লাহও অপরাধীকে ক্ষমা করবেন না। সর্বোপরি মিথ্যা সাক্ষ্যের কারণে ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। এর চেয়ে বড় দুঃখ ও কষ্টের কিছু হতে পারে না।

নামাজে মনোযোগ ধরে রাখার উপায়

নূরুল হক

খুশু-খুজু দুটিই আরবি শব্দ। আভিধানিকভাবে দুটির অর্থে সামান্য কিছু পার্থক্য থাকলেও উভয়টার দ্বারা বিনয়-নম্রতা, স্থিরতা, একাগ্রতা, মনোযোগিতাড়এসব অর্থই বোঝানো হয়। নামাজে খুশু-খুজু অবলম্বন করা একজন মুমিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনরা।

যারা নিজেদের নামাজে বিনয়-নম্র।' (সুরা : মুমিনুন, আয়াত : ১-২)

খুশু-খুজু নামাজের প্রাণ। যার নামাজে যত বেশি খুশু-খুজু পাওয়া যাবে তার নামাজ তত বেশি প্রাণবন্ত ও আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হবে। পক্ষান্তরে যে নামাজ পড়ে, কিন্তু তার নামাজে খুশু-খুজু বলতে কিছুই থাকে না, তার নামাজ রূপসর্বস্ব কিছু কার্যকলাপ মাত্র।

পার্থিব দায়মুক্তি ছাড়া যে নামাজ তার জন্য কোনো উপকার বয়ে আনতে পারে না।

কোরআন ও হাদিসে নামাজের যত ফজিলত, প্রভাব ও উপকারিতার কথা বর্ণিত হয়েছে সবই এই খুশু-খুজুর সঙ্গে সম্পৃক্ত। খুশুর ফজিলত সম্পর্কে এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নামাজের সময় হলে সুন্দরভাবে অজু করে এবং একাগ্রতার সঙ্গে সুন্দরভাবে রুকু-সিজদা করে নামাজ আদায় করে, তার এ নামাজ আগের সব গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোনো কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয়। আর এই সুযোগ তার সারা জীবনের জন্য।

' (মুসলিম, হাদিস : ২২৮)

খুশু-খুজু অর্জনের উপায়

১. নামাজের পুরোটা সময় নিজের ভেতরে এ খেয়াল জাগ্রত রাখা যে আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন, আমি তার সামনে দণ্ডায়মান। হাদিসে জিবরিলে এসেছে, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, 'ইহসান হচ্ছে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তাঁকে না-ও দেখ তবে তিনি তো তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৮)

২. প্রতিটি নামাজই এই ভাবনা নিয়ে পড়া যে এটিই হয়তো আমার জীবনের শেষ নামাজ। আবু আইউব আনসারি (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সা.)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন, যা আমি সহজে আদায় করতে পারি।

তিনি বলেন, 'যখন তুমি তোমার সালাতে দাঁড়াবে, তখন এমনভাবে সালাত আদায় করবে, যেন তুমি বিদায়ি সালাত আদায় করছ।' (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪১৭১)

৩. নামাজ পড়ার সময় এই খেয়াল করা যে আমি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলছি। কেননা মুমিন বান্দারা নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে গোপনে কথা বলে। সহিহ বুখারিতে এসেছে, আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন সে আল্লাহর সঙ্গে একান্তে কথা বলে; যতক্ষণ সে তার নামাজের জায়গায় থাকে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৪১৬)

৪. নামাজের মধ্যে যা কিছু পড়া হয় আর যা কিছু করা হয়, খেয়াল করে পড়া এবং খেয়াল করে করা অর্থাৎ আমার প্রতিটি কাজ নিয়মানুযায়ী হচ্ছে কি না, যা কিছু পড়ছি তা শুদ্ধ ও সঠিক হচ্ছে কি না তার প্রতি লক্ষ রাখা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কোরআন তিলাওয়াত করো।' (সুরা : মুজ্জাম্মিল, আয়াত : ৪)

জামাতে নামাজ আদায়ের সময় ইমামের কিরাত অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শোনা। কোরআনের অর্থ বুঝলে তার প্রতি খেয়াল করা। অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন মনোযোগ দিয়ে তা শোনো এবং চুপ থাকো যাতে তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হও।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ২০৪)

মুমিনের যেসব কাজে পবিত্রতা জরুরি

আলেমা হাবিবা আক্তার

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হে মানুষ! আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র জিনিস ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না। আল্লাহ তাঁর রাসুলদের যেসব বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন, মুমিনদেরও সেসব বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'হে রাসুলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার করো এবং সৎকাজ করো।

তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আমি সবিশেষ অবগত।' (সুরা : মুমিনুন, আয়াত : ৫১; সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২৯৮৯)

উল্লিখিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) ধর্মীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন। তা হলো জীবনের সর্বত্র পবিত্রতা অর্জন করা করা। মুমিন তার বোধ ও বিশ্বাস থেকে শুরু করে পোশাক-পরিচ্ছদ সব কিছুতে পবিত্রতা রক্ষা করে।

সব কিছুতে পবিত্রতা প্রয়োজন কেন

মুমিন জীবনের সব ক্ষেত্রে তা-ই করে যা আল্লাহ পছন্দ করেন। কেননা মুমিনজীবনের সব কিছু আল্লাহর জন্য নিবেদিত। মহান আল্লাহর প্রতি মুমিনের নিবেদন হলো, 'বলুন! আমার নামাজ, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎগুলোর প্রতিপালক আল্লাহর উদ্দেশ্য।' (সুরা : আনআম, আয়াত : ১৬২)

মুমিনের জীবনে পবিত্রতার নানা দিক

নিচে মুমিনজীবনে পবিত্রতার নানা দিক তুলে ধরা হলো।

১. বিশ্বাসের পবিত্রতা : মহান স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে ভুল বিশ্বাস লালন করা হলো বিশ্বাসের অপবিত্রতা। মুমিন বিশ্বাস ও মননে অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'হে মুমিনরা! নিশ্চয়ই মুশরিকরা নাপাক। সুতরাং তারা যেন এই বছরের পর আর মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়।' (সুরা : তাওবা, আয়াত : ২৮)

২. কাজের পবিত্রতা : মুমিন তার দৈনন্দিন কাজ ও আমলের ক্ষেত্রে পবিত্রতা রক্ষা করে এবং অশ্লীলতা, কলুষতা, নোংরামি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ পরিহার করে।

আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনরা! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদি ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো, যাতে তোমরা সফল হও।' (সুরা : মায়িদা, আয়াত : ৯০)

৩. খাবারের পবিত্রতা : পানাহারে মুমিনরা পবিত্রতা রক্ষা করে। আল্লাহ বলেন, 'হে রাসুলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার করো এবং সৎকাজ করো। তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আমি সবিশেষ অবগত।' (সুরা : মুমিনুন, আয়াত : ৫১)

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
১৩.০৯.২৪ শুক্রবার	4:56	6:08	01:45	5:43	7:53	9:30
১৪.০৯.২৪ শনিবার	4:57	6:09	01:30	5:42	7:51	9:30
১৫.০৯.২৪ রবিবার	4:59	6:11	01:30	5:40	7:49	9:15
১৬.০৯.২৪ সোমবার	5:00	6:12	01:30	5:38	7:47	9:15
১৭.০৯.২৪ মঙ্গলবার	5:02	6:14	01:30	5:36	7:45	9:15
১৮.০৯.২৪ বুধবার	5:04	6:16	01:30	5:35	7:42	9:15
১৯.০৯.২৪ বৃহস্পতিবার	5:05	6:17	01:30	5:33	7:40	9:15

নামায শুপ্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

প্রেমিকের দেওয়া আগুনে মারা গেলেন অলিম্পিক অ্যাথলেট

পোস্ট ডেস্ক : সদ্য শেষ হওয়া প্যারিস অলিম্পিকে অংশ নিয়েছিলেন উগান্ডার ম্যারাথন দৌড়বিদ রেবেকা চেপতেগেই। পেট্রল ঢেলে তার শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন প্রেমিক। এতে তার শরীরের ৮০ শতাংশ পুড়ে যায়। কেনিয়ার একটি হাসপাতালে সংকটাপন্ন অবস্থান ছিলেন এই নারী দৌড়বিদ। অবশেষে সেখানেই মারা গেছেন রেবেকা। বৃহস্পতিবার (৫ সেপ্টেম্বর) মোই টিচিং অ্যান্ড রেফারেল হাসপাতালের চিকিৎসকেরা ৩৩ বছর বয়সী এই অ্যাথলেটকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে তার মৃত্যুর খবর জানিয়েছে উগান্ডা অলিম্পিক কমিটি।

উগান্ডা অলিম্পিক কমিটির সভাপতি ডোনাল্ড রুকারে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, 'আমাদের অলিম্পিক অ্যাথলেট রেবেকা চেপতেগেইয়ের দুঃখজনক মৃত্যুর খবর আমরা জানতে পেরেছি। তার প্রেমিক তাকে যেভাবে আক্রমণ করেছিলেন, সেটা ছিল জঘন্য। এটি একটি কাপুরুষোচিত এবং বিবেকহীন কাজ। এর জন্য আমরা এক বড় মাপের ক্রীড়াবিদকে হারালাম। তাকে কেউ ভুলবে না।'

ব্রাজিলকে বিশ্বকাপ জেতাতে নেইমারকে চান রদ্রিগো

পোস্ট ডেস্ক : সবশেষ ২০০২ সালে বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেয়েছিল ব্রাজিল। উঁচিয়ে ধরেছিল রেকর্ড পঞ্চম বিশ্বকাপ ট্রফি। এরপর বহু সময় গড়ালেও শিরোপায় হাত রাখা হয়নি ব্রাজিলের। যদিও প্রতিবারই হেক্সা জয়ের মিশনের কথা শোনা গেছে দলটির পক্ষ থেকে। তবে এবার আর ব্যর্থ হতে চায় না ব্রাজিল। আগামী ২০২৬ বিশ্বকাপ জয়ের কথা মাথায় রেখেই পরিকল্পনা সাজাচ্ছে দরিভাল জুনিয়রের দল। আর সেই পরিকল্পনার একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে তারকা ফরোয়ার্ড নেইমার জুনিয়র। যা বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ইকুয়েডরের বিপক্ষে জয়ের পর জানিয়েছেন দলটির তারকা রদ্রিগো।

লম্বা সময় ধরেই চোটের কারণে মাঠের বাইরে রয়েছেন নেইমার। খেলতে পারেননি ব্রাজিলের হয়ে সবশেষ কোপা আমেরিকায়। নেইমারবিহীন ব্রাজিলও জেতেনি শিরোপা। এই অবস্থায় তাই আসন্ন বিশ্বকাপের আগে সম্পূর্ণ ফিট নেইমারকে চেয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের তারকা ফরোয়ার্ড রদ্রিগো। তার মতে, ব্রাজিলকে বিশ্বকাপ জিততে হলে নেইমারকে লাগবেই।

নেইমারকে নিয়ে রদ্রিগো বলেন, 'তিনি আমাদের তারকা। আমাদের সেরা খেলোয়াড়। তার অভাব কতটা অনুভূত হয়, সেটা সবাই জানে। বিশ্বকাপ জিততে চাইলে তার সাহায্য লাগবেই, আমাদেরও তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। নেইমারের সুস্থতা আমরা সবাই চাই, তিনি সেরে ওঠার শেষ ধাপে আছেন। আমরা তাকে যত দ্রুত সম্ভব দলে চাই।'

গত বছর অক্টোবরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে উরুগুয়ের বিপক্ষে বাঁ পায়ের লিগামেন্ট ও মেনিসকাসে চোট পান নেইমার। এরপর গত ২ নভেম্বর অস্ত্রোপচারও করানো হলেও এখনও মাঠে ফিরতে পারেননি আল হিলালের এই তারকা। কবে ফিরবেন সেটাও নিশ্চিত নয়। তবে এরই মধ্যে জিমে ঘাম ঝরানো শুরু করেছেন তিনি। যা স্বপ্ন দেখাচ্ছে তার ভক্তদের।

রদ্রিগোও নিজেও নেইমারকে নিজের আদর্শ মানেন। তাই নেইমারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ আছে তার জানিয়ে বলেন, 'আমরা সব সময় একে অপরকে বার্তা দিই। তিনি দলের অনুশীলনে ফিরবেন। তিনি অসাধারণ এক সতীর্থ। এমন একজন মানুষ, যার বিষয়ে কারও মুখে বাজে কথা শুনলে খারাপ লাগে। তিনি সব সময়ই আমাকে বার্তা পাঠান, সাহায্য করেন। আমি তাকে ভালোবাসি। এর পাশাপাশি তিনি খেলোয়াড় ও মানুষ হিসেবেও আমার আদর্শ।'

ইউরোই রোনালদোর বিশ্বকাপ

পোস্ট ডেস্ক : গোল করার পর ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো যে চিরাচরিত উদযাপন করেন ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সেটা দেখা যায়নি। 'সিইউ' উদযাপনের বিপরীতে ভিন্ন এক রূপে হাজির হন গর্তুগাল কিংবদন্তি। ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে গোলের পর ডান কর্নারে গিয়ে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়েন তিনি।

তারপর মাথা নিচু করে দুই হাতে মুখ ঢেকে বুকভরে নিঃশ্বাস নিয়ে যেন সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানালেন রোনালদো।

এমন উদযাপন করার কারণ বিশেষ এক মাইলফলক স্পর্শ করেছেন তিনি। বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসেবে ৯০০ গোলের রেকর্ড গড়েছেন 'সিআর সেভেন'। এমন বহু রেকর্ডে নাম তুলেছেন তিনি। তবে একটা অপূর্ণতা রয়েছে তার ক্যারিয়ারে।

আর সেটা হচ্ছে কখনো বিশ্বকাপ জিততে না পারার আক্ষেপ। ক্যারিয়ারে পাঁচবার ফুটবলের সর্বোচ্চ আসরে অংশ নিয়ে সোনালি ট্রফিটায় চুমু এঁকে দেওয়ার সুযোগ হয়নি রোনালদোর। অথচ বহু সোনালি ট্রফিতেই তার স্পর্শ রয়েছে। জিতিছেন ক্লাব এবং ব্যক্তিগতভাবে অনেক ট্রফিও।

বাস্তবতাকে মেনে তাই যা জিতেছেন তা নিয়ে সন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন তিনি।

পর্তুগালের হয়ে ইউরো জেতাকেই বিশ্বকাপ জয়ের সমান বলেছেন রোনালদো। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলে ৯০০তম গোলের রেকর্ড স্পর্শ করার পর আল নাসরের অধিনায়ক বলেছেন, 'পর্তুগালের হয়ে ইউরো জেতাই বিশ্বকাপ জয়ের সমান। পর্তুগালের হয়ে ইতিমধ্যে দুটি ট্রফি জিতেছি। যা আমি সত্যি চেয়েছিলাম।

ট্রফি এবং রেকর্ডের পেছনে যে তিনি ছোটেন না সেই পুরনো কাসুন্দি আবারও বলেছেন রোনালদো। পর্তুগালের অধিনায়ক বলেছেন, 'আমি এসবে অনুপ্রাণিত নই। ফুটবল উপভোগে অনুপ্রাণিত হই। রেকর্ড আপনা আপনি চলে আসে।'

ক্যারিয়ারে সব মিলিয়ে ৩৩ ট্রফি জিতেছেন রোনালদো। সংখ্যাটা যে সামনে বাড়ানোর সুযোগও আছে। কারণ ৯০০ গোল করেই থেমে থাকতে চান না তিনি। কিছুদিন আগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও ইংল্যান্ডের সাবেক ডিফেন্ডার রিও ফার্ডিনান্ডকে জানিয়েছেন, ১০০০ গোল করতে চান তিনি।

লক্ষ্যটা পূরণ হলে সম্ভাবনাটা বেশিই থাকছে রোনালদোর নামের পাশে আরো কিছু ট্রফি যোগ হওয়ার। সেদিক থেকে ৩৯ বছর বয়সী রোনোলদোর সুযোগ থাকছে বিশ্বকাপ জয়েরও। প্রায় ২ বছরের মাথায় ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পাচ্ছেন তিনি। ক্যারিয়ারের শেষে এসে লিওনেল মেসির মতোই আজন্ম স্বপ্ন পূরণও হতে পারে তার। ৪১ বছর বয়সে পূরণ করতে পারেন কি না, সেটা অবশ্য

নতুন বিপদে হাতুরাসিংহে

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশ দলের প্রেক্ষাপটে ২০২৩ বিশ্বকাপ একটা 'স্ক্যাম'! মাত্র দুটো ম্যাচই জিতেছিল সাকিব আল হাসানের দল। আগের চার আসরের প্রতিটিতে নিয়ম করে তিনটি ম্যাচ জিতে আসা দলের পক্ষে ভালো ফল নয় মোটেও। সেই সঙ্গে দল গঠন নিয়ে তোলপাড় থেকে শুরু করে ম্যাচ পরিকল্পনা এবং মাঠে সেসবের প্রতিফলন দেখে সংক্ষুব্ধ হয়েছিল খোদ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তদন্ত কমিটি, পরে সেটির নাম বদলে হওয়া পর্যালোচনা কমিটি একটি প্রতিবেদন দিয়েছিল।

বেশ কিছুদিন পর তিন পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন দেখিয়ে তৎকালীন বোর্ড সভাপতি নাজমুল হাসান হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'আমাকে যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে, এখানে কিচ্ছু নেই।' কিন্তু পটপরিবর্তনের পর সেই প্রতিবেদনের একটি বিষয় মহাগুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে যাচ্ছে। বিশেষ করে জাতীয় দলের হেড কোচ চন্দিকা হাতুরাসিংহের জন্য। প্রতিবেদনের এই অংশের সত্যাসত্যের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করছে বাংলাদেশে তাঁর চাকরির মেয়াদ। নাজমুল হাসানের প্রশ্রয়ে স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠা হাতুরাসিংহে ক্ষিপ্ত হয়ে নাসুম আহমেদকে 'থাপ্পড়কাণ্ডে'র খবর চাউর হয় বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর। বেসরকারি একটি টিভি চ্যানেল প্রতিবেদন করেছিল যে ১৩ অক্টোবর চেন্নাইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ চলাকালে কোনো একটি কারণে ডাগ আউটে নাসুমকে নাকি 'থাপ্পড়' মেরেছিলেন হাতুরাসিংহে।

এক দশক পর ইংল্যান্ডকে হারাল শ্রীলংকা

পোস্ট ডেস্ক : প্রথম দুই টেস্ট হেরে সিরিজ হাতছাড়া হয়েছে শ্রীলংকার। ধবলধোলাই এড়াতে সিরিজের শেষ টেস্টটা জিততেই হতো লংকানদের। কিন্তু ইংলিশদের বিপক্ষে যে তাদের মাঠে গত এক দশকে সাদা পোশাকে কোন জয় নেই তাদের। ধনঞ্জয়া ডি সিলভার নেতৃত্বে অসম্ভবকে সম্ভব করার চ্যালেঞ্জ মাথায় নিয়ে অবশেষে সফল হলো সফরকারীরা।

পেসারদের নৈপুণ্য ও পাথুম নিসাংকার ব্যাটে ভর করে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টেস্টে ইংলিশদের ৮ উইকেটে হারিয়েছে শ্রীলংকা। সিরিজ ২-১ ব্যবধানে হারলেও শেষটা সুন্দর করার তৃপ্তি সঙ্গী হয়েছে তাদের।

রোববার (৮ সেপ্টেম্বর) ইংল্যান্ডকে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫৬ রানে অলআউট করেই জয়ের সুবাস পায় শ্রীলংকা। ২১৯ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে তৃতীয় দিনে ১ উইকেট হারিয়ে ৯৪ রান তুলেও ফেলেছিল লঙ্কানরা।

ভারত সফরে বাংলাদেশের টেস্ট দলে থাকতে পারেন যারা

চতুর্থ দিনে অপরাজিত সেঞ্চুরি করে দলকে জয়ের বন্দরে নিয়ে যান নিসাঙ্কা। ১২৪ বলে ১৩ চার এবং ২ ছক্কায় করেন ১২৭ রান। তার ব্যাটিং নৈপুণ্যে শেষ পর্যন্ত ৪০.৩ ওভারেই ২১৯ রান তুলে জয় নিশ্চিত করে শ্রীলংকা।

এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে প্রথম ইনিংসে অধিনায়ক ওলি পোপের সেঞ্চুরিতে ৩২৫ রান তোলে ইংল্যান্ড। ১৫৪ রানের দুর্দান্ত এক ইনিংস খেলে ইংল্যান্ডকে সম্মানজনক স্কোর এনে দেন পোপ।

জবাব দিতে নেমে নিসাংকা (৬৪), অধিনায়ক ধনঞ্জয়া (৬৯) এবং কামিন্দু মেন্ডিসের (৬৪) ফিফটির পরও ২৬৩ রানে থামতে হয় লংকানদের। তবে ৬২ রানের লিড পেয়েও দ্বিতীয় ইনিংসে সেটাকে সফরকারীদের নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয় ইংল্যান্ড। দুই লংকান পেসার লাহিরু কুমারা এবং বিশ্ব ফার্নান্দোর আগুনে বোলিংয়ে ১৫৬ রানে থমকে যায় স্বাগতিকদের ইনিংস। ২১ রানে ৪ উইকেট নেন কুমারা, ৩ উইকেট যায় ফার্নান্দোর ঝুলিতে।

বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের চিরাচরিত ধারণা পালটাতে হবে

একেএম শামসুদ্দিন

গত জাতীয় নির্বাচনের পর সরকার গঠনের সাত মাস শেষ না হতেই শেখ হাসিনার এমন পতন ঘটবে ঘুণাক্ষরেও কেউ ভাবেনি। ১৫ বছর ধরে শেখ হাসিনা দোর্দণ্ডপ্রতাপের সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনীতি যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে আসছিলেন, তাতে জুলাইয়ের গণ-আন্দোলন ভালোভাবেই সামাল দিতে পারবেন, এ ধারণা অনেকেরই ছিল। এ বিষয়ে শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাষ্ট্র ভারতও ব্যতিক্রম নয়। এটি সবারই জানা, বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে ভারতের যত না ঘনিষ্ঠতা, এর চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল শেখ হাসিনার সঙ্গে। ভারত মনে করে, সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশ হলো তাদের গুরুত্বপূর্ণ ঘনিষ্ঠ মিত্র। তবে আওয়ামী লীগের শাসনামলে বাংলাদেশের চেয়ে শেখ হাসিনাকেই তারা বেশি মিত্র মনে করত। হাসিনা ভারতের কাছে শুধু ঘনিষ্ঠ মিত্রই ছিলেন না, তাকে কৌশলগত অংশীজনও মনে করতেন তারা। বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলোয় সশস্ত্র বিদ্রোহী দমনে শেখ হাসিনা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাতে তিনি যে ভারতের কৌশলগত অংশীজন ছিলেন, তাই প্রমাণ করে। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর জাতিগত বিদ্রোহীদের দমন করতে ভারতের তেমন বেগ পেতে হয়নি। হাসিনার ১৫ বছরের শাসনামলে বাংলাদেশে ভারতের একচেটিয়া বাণিজ্যের বিকাশও ঘটে। ভারত তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোয় পণ্য পরিবহণের জন্য বাংলাদেশের সড়ক ও নদী ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে। এছাড়া বাণিজ্যিক লাভের জন্য চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্রবন্দরও ব্যবহার করছে। সর্বশেষ ভারতের নিরাপত্তা আরও সুসংহত করতে শিলিগুড়ি করিডর (চিকেন নেক নামে খ্যাত) এড়িয়ে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার করে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সামরিক সরঞ্জাম ও বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহণের জন্য রেল করিডর পাওয়ার সুবিধাও আদায় করে নিয়েছিল শেখ হাসিনার কাছ থেকে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেন, গত বছর সেপ্টেম্বরে ভারত সফরকালে ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করার বিনিময়ে শেখ হাসিনা ভারতকে রেল করিডর, তিস্তা প্রকল্প এবং পশ্চিমবঙ্গের হিলি ও মেঘালয়ের মহেন্দ্রগঞ্জের মধ্যে একটি প্রশস্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এর ফলও শেখ হাসিনা হাতেনাতে পেয়েছেন। ২০২৪ সালের সাজানো নির্বাচনে শুধু সমর্থনই দেয়নি, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য শেখ হাসিনার ওপর চাপ কমানোর জন্য ভারত যুক্তরাষ্ট্রকেও ম্যানেজ করেছিল; কিন্তু হাসিনার আকস্মিক গদিচ্যুতির ঘটনায় ভারতের এসব মহাপরিকল্পনা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, শেখ হাসিনার আমলে 'র' বাংলাদেশে খুবই সক্রিয় ছিল। বাংলাদেশে 'র'-এর কার্যক্রম অনেকটা ওপেন সিক্রেট ছিল। এ নিয়ে কম সমালোচনা হয়নি। ভারতীয়রাও মনে করেন, ভারতের স্বার্থেই বাংলাদেশে 'র'-এর সক্রিয় কার্যকলাপ বজায় থাকা উচিত। ভারত এদেশের জনগণকে সবসময় অবজ্ঞার চোখেই দেখে এসেছে। বাংলাদেশের মানুষ যে এদেশের মাটিতে কোনো আধিপত্যবাদী শক্তিকে বরদাশত করে না, তা ভারত মানতে রাজি নয়। তাদের এমন মনোভাবের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই সে দেশের চিন্তাবিদ ও বিশ্লেষকদের লেখা বিভিন্ন প্রতিবেদন, বক্তব্য ও বিবৃতিতে। তাদের বক্তব্য শুনে মনে হয়, শেখ হাসিনার ভরাডুবি মানে তাদেরও ভরাডুবি। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ১১ আগস্ট ভারতীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিমাংশু সিংহ কলকাতার 'দৈনিক বর্তমান' পত্রিকায় এক নিবন্ধে লিখেছেন, 'আওয়ামী লীগের দ্রুত জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার সঙ্গে ভারতের গোয়েন্দা ব্যর্থতাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, বিদেশের মাটিতে সম্ভ্রম জাগানো 'র' তাহলে কী করছিল, বিন্দুবিসর্গও কি টের পায়নি?' হিমাংশু সিংহ শ্রীলংকার রাজাপাকসে পরিবারের পতনের উদাহরণ টেনে লিখেছেন, 'এবার বাংলাদেশে হাসিনার আচমকা পতন এবং কোথাও আশ্রয় না পেয়ে প্রাণভয়ে দিল্লিতে পালিয়ে আসা এপারের অস্বস্তি বাড়াতে বাধ্য। ভারত সরকার যখন হাসিনাকে আশ্রয় দিতে পারল, তাহলে ঢাকার নিয়ন্ত্রণ যে দ্রুত মুজিবকন্যার হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে,

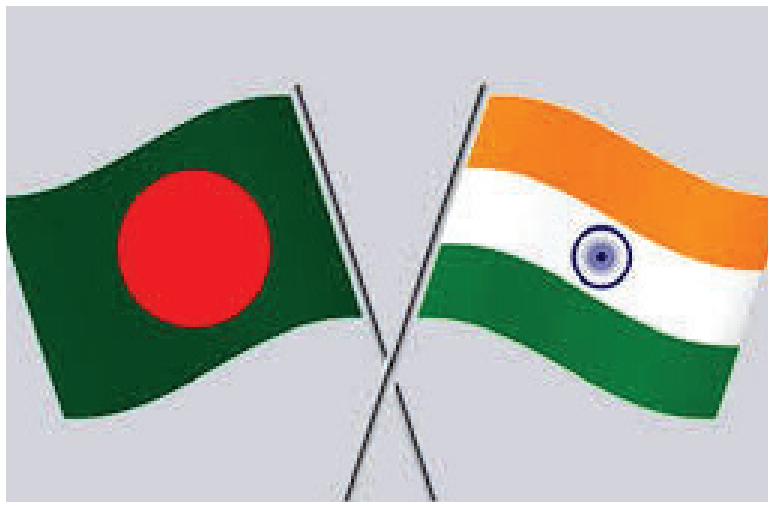

সেই ব্যাপারে আগাম সতর্ক করতে পারল না কেন?' উপরের বর্ণিত বিষয়টি আমি অন্য এক নিবন্ধেও উল্লেখ করেছিলাম।

বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের পরবর্তী পরিকল্পনা কী, তা নিয়ে বাংলাদেশের আগ্রহ আছে বৈকি। বাংলাদেশ বরাবরই ভারতের সঙ্গে ভারসাম্যমূলক বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়; কিন্তু বাংলাদেশ চাইলে কী হবে! এ বিষয়ে ভারতকেও আগ্রহ দেখাতে হবে। অভিজ্ঞতা বলে, ভারত নিজেদের গণতান্ত্রিক দেশ দাবি করলেও বাংলাদেশে সুষ্ঠু গণতন্ত্রের চর্চা হোক, তা কোনোদিনও চায়নি। তারা চেয়েছে ভারতের স্বার্থরক্ষা করবে এমন দল ক্ষমতায় আসুক। সেটি গণতান্ত্রিকভাবে আসুক কিংবা অন্য কোনো পথে। তারা বরাবরই ভারতের প্রতি অনুগতদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে। সে হিসাবে শেখ হাসিনাই তাদের ফার্স্ট চয়েজ। হাসিনা ও তার দলের অনুসারীরা ১৫ বছর ধরে ভারতের সব আবদারই রক্ষা করে এসেছে। ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে তারা দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতেও পিছপা হয়নি। এ কারণেই হয়তো বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের স্রোতে ভেসে গিয়ে শেখ হাসিনা যখন ভারতের আশ্রয় চেয়েছেন, ভারতও ফিরিয়ে দিতে পারেনি। ভারত সাগ্রহে তাকে বরণ করে নিয়েছে।

শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন এক মাস হলো। সম্প্রতি দিল্লির বিমানঘাঁটি এলাকা থেকে সরিয়ে শেখ হাসিনাকে দক্ষিণ দিল্লির একটি বেসরকারি আবাসিক এলাকায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে শোনা গেছে। যে এলাকায় হাসিনাকে রাখা হয়েছে বলে বলা হচ্ছে, সে এলাকার কেউ এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারে না। তবে অন্য সূত্র বলছে, শেখ হাসিনাকে বেসামরিক এলাকায় নয়, ভারতের অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর সুরক্ষিত একটি ভবনে রাখা হয়েছে। এরই মধ্যে ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা বাংলাদেশের রাজনীতি ও পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে শেখ হাসিনার সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেছেন বলে জানা গেছে। ভারতের বর্তমান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও 'র'-প্রধান স্বয়ং শেখ হাসিনার দেখাশোনা করছেন বলে শোনা যাচ্ছে।

ভারত বাংলাদেশ থেকে যেসব সুবিধাভোগ করে আসছে এবং ভবিষ্যতে সুবিধা পাওয়ার আশায় বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার করে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেল করিডর ব্যবস্থা। ভবিষ্যতে যদি কখনো অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে অথবা উত্তর-পূর্বাঞ্চল সীমান্ত বরাবর চীনের সঙ্গে ভারতের সামরিক সংঘর্ষ হয় অথবা উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলোয় বিদ্রোহীদের দমনে সামরিক জনবল এবং সরঞ্জামাদি দ্রুত পরিবহণের প্রয়োজন পড়ে, এ রেল করিডর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সামরিক বিশ্লেষকরা বলেন, এ কারণেই শেখ হাসিনা হয়তো রেল করিডরসংক্রান্ত সমঝোতা চুক্তিতে ভারতকে কী কী সুবিধা দেওয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে দেশবাসীকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেছিলেন। শোনা যায়, রেল করিডরসংক্রান্ত ফাইলটি স্বাক্ষরের পর শেখ হাসিনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর না করে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির ফলে রেল করিডরসংক্রান্ত সমঝোতা চুক্তি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে ভারত মনে করছে। হিলি-মহেন্দ্রগঞ্জ সংযোগ সড়কসহ বাংলাদেশের ওপর দিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ন্যূনতম তেরোটি পয়েন্টে রেল যোগাযোগব্যবস্থার যে স্বপ্ন ভারত দেখেছিল, শেখ হাসিনার পতনের ফলে সে স্বপ্ন একেবারে ভেঙে গেছে। বাংলাদেশে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার এ সমঝোতা চুক্তি বাস্তবায়ন করবে কি না, এ নিয়ে ভারত সন্দিহান হয়ে পড়েছে। তাদের ধারণা, শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরে না আসা পর্যন্ত এ চুক্তি বাস্তবায়ন হবে না। এক্ষেত্রে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে পুনর্বাসনের বিকল্প নেই। ধারণা করা যায়, এ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই ভারত তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণ করবে।

গোপন সূত্রের বরাত দিয়ে দু-একটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম খবর প্রকাশ করেছে, বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করার জন্য 'র' ইতোমধ্যে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করেছে। তাদের প্রাথমিক কাজ হবে, গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা এ মুহূর্তে অত্যন্ত জনপ্রিয়; এসব তরুণ নেতা যেন নতুন কোনো রাজনৈতিক দল গঠন করতে না পারে, তেমন পরিস্থিতি তৈরি করা। এমনিতেই নতুন দল হবে অনেক বেশি তারুণ্যনির্ভর; অতএব দল গঠন করতে গিয়ে এ গণ-অভ্যুত্থানের চেতনাকে যদি বৃহত্তর পরিসরে গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা হবে সম্পূর্ণ ভারতবিরোধী রাজনৈতিক দল। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগকে এদেশের রাজনীতিতে পুনর্বাসনে 'র'-এর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়ে যাবে। ধারণা করা হচ্ছে, লক্ষ্য অর্জনে 'র' খুব সূক্ষ্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে এগোনোর চেষ্টা করবে। এজন্য তারা যা করতে পারে তা হলো, শেখ হাসিনার স্বৈরশাসন অবসানের পর মানুষের মনে দেশ নিয়ে যে আশার সঞ্চার হয়েছে, তা নষ্ট করে দেওয়া। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ওপর দেশবাসী যে আস্থা রেখেছে, তা দুর্বল করে দেওয়া। শেখ হাসিনার প্রস্থানের পর দেশে দলমতনির্বিশেষে বিভিন্ন ইসলামিক দলসহ সব দলের সুষ্ঠু রাজনীতি করার যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তাকে পুঁজি করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সম্পর্কে মানুষের মনে বিভ্রান্তি ছড়ানো। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ইসলামিক দলগুলো দ্বারা প্রভাবিত বলে প্রচার করে সরকার সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দের ঢুকিয়ে দেওয়া। পাশাপাশি অতি গোপনীয়তার সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আওয়ামী চিন্তাধারার ব্যক্তিদের বসিয়ে দিয়ে আওয়ামী লীগের পায়ের নিচের মাটি শক্ত করা। তারপর একসময়, আওয়ামী লীগকে প্রকাশ্যে রাজনীতিতে নিয়ে আসা।

তবে তাদের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা এত সহজ হবে না। ভারত বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে যখন কথা বলে, তখন এদেশে সংঘটিত গণহত্যার কথা খুব সচেতনভাবেই এড়িয়ে যায়। গত ১৫ বছরের ব্যাপক দুর্নীতি-রাহাজানি, গুম-খুনের কথা বাদ দিলেও শুধু এ গণ-আন্দোলনেই শত শত মানুষকে হত্যা করে যে অপরাধ করেছেন, সে অপরাধ থেকে শেখ হাসিনা ও তার নেতাকর্মীরা কোনোক্রমেই রেহাই পাবেন না। যদিও এ বিষয়টি নিশ্চিত হবে আদালতের মাধ্যমে। শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে একাধিক হত্যা মামলা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ দেশে রাজনীতি করতে হলে অবশ্যই তাদের বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। বর্তমান সরকারের সিদ্ধান্তও তাই। বিচার নিশ্চিত করার আগে তাদের পুনর্বাসনের সুযোগ নেই বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ। যদিও সরকার আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তবুও বিচারের আগে তারা রাজনীতি করতে পারবেন কি না, এ বিষয়টি জনগণের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, জনগণ এটি নির্ধারণ করবে কীভাবে? এক্ষেত্রে প্রয়োজনে দেশব্যাপী গণভোট দেওয়া যেতে পারে। গণভোটের মাধ্যমেই জনগণ জানিয়ে দেবে, বিচারের আগে আওয়ামী লীগ রাজনীতি করতে পারবে কি না।

বাংলাদেশে ভারতের রাজনীতি পরাজিত হলেও সার্বিক বিবেচনায় তারা বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে কাজ করে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এছাড়া কোনো বিকল্পও নেই তাদের হাতে। আগেই বলেছি, বাংলাদেশও ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক চায়। তবে এক্ষেত্রে ভারতের সুপ্রতিবেশীমূলক আচরণ হবে সম্পর্কোন্নয়নের পূর্বশর্ত। ভারতকে আধিপত্যবাদী চিন্তাচেতনা থেকে বেরিয়ে এসে অবশ্যই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বাংলাদেশে 'র'-এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে যে তথ্য বেরিয়েছে, সে বিষয়েও তাদের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে। বাংলাদেশে আর কোনো সংকট না বাড়িয়ে ভারত অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি অকৃত্রিম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে বলে আমরা আশা করি। এ প্রসঙ্গে ভারতের বার্তা সংস্থা পিটিআইকে সম্প্রতি দেওয়া সাক্ষাৎকারে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের গুরুত্বপূর্ণ কিছু উক্তি উল্লেখ করে লেখাটি শেষ করতে চাই; 'হাসিনা ছাড়া বাংলাদেশের সবাই ইসলামি রাজনৈতিক শক্তি, এমন ভাবনা থেকে ভারতকে বেরিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে গুরুত্ব দেয়। এ অবস্থায় নয়াদিল্লিকে অবশ্যই চিরাচরিত ধারণা ত্যাগ করতে হবে।' এর সঙ্গে আরও একটি প্রত্যাশা ব্যক্ত করতে চাই, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত যদি সত্যিই সুসম্পর্ক চায়, তাহলে গণহত্যায় অভিযুক্ত শেখ হাসিনার বিষয়ে বাংলাদেশের জনগণের মনোভাব উপলব্ধি করে ভারত সঠিক সিদ্ধান্তই নেবে।

বাংলাদেশ বরাবরই ভারতের সঙ্গে ভারসাম্যমূলক বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়; কিন্তু বাংলাদেশ চাইলে কী হবে! এ বিষয়ে ভারতকেও আগ্রহ দেখাতে হবে।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Local Government Association recommends extending move-on period for new refugees to 56 days

Post `Desk : A new survey conducted by the Local Government Association (LGA) has highlighted that councils in England, Scotland, and Wales are under increasing pressure due to the short time allowed for newly recognised refugees to leave asylum accommodation. Importantly, the LGA is now calling for the extension of the current 28-day 'move-on' period to 56 days, aligning it with the Homelessness Reduction Act.

The LGA's survey ran from August 2023 to March 2024 and received responses from 92 councils, which represents around a quarter of councils in England, Scotland and Wales. Councils were asked how they had been impacted by the cessation of central government support for asylum seekers who had received a positive or negative asylum decision.

Responses to the survey revealed that 90% of councils report financial strain and additional staff pressures as a result of the current system for ending support. Nearly 90% of council respondents also said that the abrupt cessation of central government support has contributed to a rise in homelessness, with three-fifths indicating an increase in street homelessness.

At present, asylum seekers are given just 28 days to move on from their Home Office-funded accommodation after being granted refugees status and receiving their Biometric Residence Permit (BRP).

With the Home Office significantly increasing the number of asylum decisions being made to reduce the backlog, councils have seen increased demand for housing and support services. In response, 84% of councils surveyed by the LGA identified extending the move-on period to 56 days as the most effective way to reduce financial and operational pressures. This extension would provide newly recognised refugees more time to secure accommodation and access services, potentially reducing homelessness and destitution.

Additionally, councils emphasised the need for further financial support. Funding for immediate move-on support, such as the first month's rent for refugees securing housing, and early intervention for asylum seekers awaiting a decision, were other key measures highlighted by the survey.

The LGA is urging the government to use the survey's findings to shape future asylum policies and to develop a more place-based approach that minimises homelessness and allows refugees to integrate more smoothly into their new communities.

Louise Gittins, the Chair of the LGA, said: "The approach of withdrawing support so abruptly as part of the current move-on period adds pressure onto already stretched council budgets and services. We need greater recognition from central government of the crucial role councils play in supporting effective move on processes. Councils are the experts in their communities and know what steps can be taken to minimise the impact on asylum seekers, local people, and council resources. Increasing the move-on time to 56 days would bring this into line with best practice around supporting other vulnerable people find homes and reduce, risks of homelessness and destitution locally."

Pets and banning no-fault evictions

Post Desk : The Renters' Rights Bill appears in Parliament today, designed to bring the greatest rebalancing of power between landlords and tenants for 36 years.

Before the 1988 Housing Act, Britain had rent control and it was much harder for landlords to evict tenants. Secure tenancies meant that rented homes could be passed down through families. It was a world apart from the "Wild West" market renters face today with bidding wars and being asked to leave their homes at short notice.

There are more private renters now than in the 80s and 90s. The 1988 Housing Act made being a landlord an appealing investment. Currently, there are 2.8 million of them. There are around five million households full of private renters and it's thought that makes up around 10 million people.

The Renters' Rights Bill is set to ban no-fault Section 21 evictions. This is something that the Conservatives promised to do in 2019 but could not get over the line.

Section 21 evictions are a leading cause of homelessness.

In place of Section 21, landlords will now have to use Section 8 of the 1988 Housing Act if they want to evict a tenant. This allows landlords to "seek possession" of their property if they wish to change the use – by moving back in themselves – or if the tenancy agreement has been breached – for instance if their tenant has stopped paying rent.

Some landlords say that getting rid of Section 21 will put pressure on England's courts because Section 8 often requires a court hearing. However, renters' rights advocates say it will make private renting more secure.

Ben Beadle, of the National Residential Landlords Association (NRLA), has said that courts could become "overwhelmed" when Section 21 evictions are banned.

However, the Renters' Reform Coalition – a group which includes Shelter and Generation Rent – has said: "This is a stronger piece of legislation than the previous attempt… the fact that this Government has listened means that a lot of renters will benefit from increased security of tenure."

Section 21 could be gone in a matter of months.

The bill also includes longer eviction notice periods for Section 8 – four months instead of two – and a longer eviction-free "protected period" at the start of any tenancy. This will give people much more stability in new rented homes.

A New Vision for Bangladesh:

A Socio-Economic Reflection on Dr. Muhammad Yunus' Speech

By Shofi Ahmed

Dr. Muhammad Yunus, the Interim-Government Chief, today delivered a powerful and inspirational speech, addressing the challenges facing Bangladesh and laying out a vision for its future. His words touched upon several critical areas of socio-economic importance. Below, I explore five key angles from his speech, each offering an intelligent and supportive lens for understanding the future of Bangladesh.

1. Humanitarian Support and Social Welfare Expansion

Dr. Yunus emphasised the government's commitment to rehabilitating the families of those who lost their lives or were injured in the recent civil uprising. The promise to bear the cost of long-term medical care and support for the families of the martyrs illustrates the government's understanding of social responsibility. This approach creates a safety net for the most vulnerable in society, ensuring they are not forgotten after the turmoil has settled.

In a nation like Bangladesh, where poverty and inequality remain significant issues, expanding social safety nets is a moral and economic imperative. This move supports societal stability, offering affected individuals the opportunity to rebuild their lives. It also sends a strong message that the state cares for its citizens in their most difficult times, fostering national unity and trust in government institutions. Furthermore, by supporting the victims of conflict and disaster, the government helps maintain social harmony, which is crucial for long-term development.

2. Flood Response and Climate Resilience

Floods can devastate local economies, displacing people, destroying crops, and damaging infrastructure. Dr. Yunus' recognition of the military's coordination with NGOs and local volunteers highlights a crucial lesson: responding quickly to natural disasters mitigates long-term economic damage. Moving forward, Bangladesh must invest in more robust climate resilience policies, including better flood management systems, improved infrastructure, and sustainable agricultural practices. This investment will not only protect vulnerable communities but also safeguard the nation's economic future, ensuring that frequent climate-related disasters do not derail its progress.

3. Worker-Employer Relations and Industrial Stability

Another key point Dr. Yunus raised is the delicate balance needed between maintaining industrial productivity and addressing labour grievances. The textile and pharmaceutical industries are essential pillars of Bangladesh's economy, contributing significantly to its exports. However, labour strikes and factory shutdowns pose a serious threat to the country's economic stability.

He called for dialogue between workers and factory owners to prevent these industries from shutting down. This reflects the need for fair labour practices and improved worker-employer relations. Workers deserve fair wages and safe working conditions, while factory owners need a stable environment to keep their businesses running. Striking the right balance between these needs will ensure that Bangladesh's economy remains functional and competitive in the global market. At the same time, it prevents unnecessary disruption to the livelihoods of millions who depend on these industries for their income.

4. Educational Reform as a Foundation for Economic Growth

Education reform is another cornerstone of Dr. Yunus' vision for a better Bangladesh. He highlighted ongoing efforts to revise the national curriculum, from primary to secondary levels, aiming to modernise education and align it with contemporary needs. This is critical for a country looking to transition from a low-wage manufacturing economy to one driven by knowledge, technology, and innovation.

Investing in education will pay significant long-term dividends by creating a more skilled and capable workforce. Modernising the curriculum and improving the quality of higher education will prepare Bangladesh's youth to compete in a global marketplace, boosting the country's economic prospects. Moreover, a well-educated population is better equipped to address social, environmental, and political challenges, creating a more resilient and adaptable nation.

5. Institutional Reforms and Anti-Corruption Measures

Finally, Dr. Yunus' speech touched on a range of institutional reforms, particularly in areas like the judiciary, police, and anti-corruption bodies. By setting up commissions to reform these institutions, the government aims to increase transparency, accountability, and fairness.

Corruption has long been a barrier to development in many countries, and Bangladesh is no exception. By committing to these reforms, Dr. Yunus signalled a clear intent to create a more just and equitable society. Strong institutions are essential for a functioning democracy and a healthy economy. Transparent governance attracts foreign investment, improves public trust, and ensures that development projects are implemented efficiently and without corruption. Institutional reforms will also create an environment where every citizen has equal access to justice and opportunities, fostering a sense of shared national progress.

A Path Forward

Dr. Yunus' speech outlines a transformative vision for Bangladesh, rooted in compassion, resilience, and reform. His focus on humanitarian support, climate preparedness, industrial harmony, educational advancement, and institutional accountability offers a clear and practical roadmap for the nation's socio-economic development. Each of these areas is critical for creating a more equitable and sustainable society where all citizens have the opportunity to thrive.

As Bangladesh faces new challenges and opportunities, this vision invites every segment of society to play a role in shaping the country's future. With continued collaboration and a collective commitment to reform, Bangladesh has the potential to emerge as a stronger, more united nation. By embracing these reforms, the country can build a future that upholds the dignity of its people and positions itself as a leader in both regional and global arenas.

Modernising the curriculum and improving the quality of higher education will prepare Bangladesh's youth to compete in a global marketplace, boosting the country's economic prospects

Apasen Celebrates 40th Anniversary with Care Conference and Awards: 50 Care Workers Recognised for Their Exceptional Contributions

London, UK, [05 September, 2024] – Apasen, a renowned UK charity established in 1984, marked its 40th anniversary with a grand Care Conference and Awards Ceremony held in East London. The event witnessed the enthusiastic participation of staff, trustees, care workers, regulatory authorities, and representatives from central and local government, along with various members of the community.

The evening commenced with a mesmerising sitar performance by Jonathan Mayer and Junaid Ali, captivating the audience and setting the tone for the celebrations. Distinguished guests, including Rushanara Ali MP, Parliamentary Under-Secretary of State for Building Safety and Homelessness, mayors from various London boroughs, and esteemed councilors, graced the occasion with their presence.

The Chair of the Board of Trustees, Luqueman Hussain, delivered a warm welcome speech, followed by addresses from Apasen's Chief Executive, Mahmud Hasan MBE, and Anil Patil, Founder and Executive Director of Carers Worldwide. Rushanara Ali MP praised Apasen's four decades of contributions to society, committing to continued support in the future.

A highlight of the event was the recognition of 50 care workers across various projects within Apasen. Awards were presented in categories such as the Outstanding Care Award, Star Care Award, and Ones to Watch Care Award. The winners were honoured by a diverse panel of dignitaries, including the mayors and councilors from Tower Hamlets, Croydon, Camden, Newham, Redbridge, Brent, and Barking & Dagenham.

In his speech, Mahmud Hasan MBE emphasised the pivotal role of care workers in Apasen's journey and expressed gratitude to the community for their unconditional support. During a Q&A session, Mahmud Hasan MBE, Mark Foulds (Chief Operating Officer of Apasen), and Anil Patil addressed questions from the audience, with Mr Hasan announcing that Apasen will host a Care Conference every two years moving forward.

The evening concluded with a vote of thanks delivered by Mark Foulds, closing the celebration of Apasen's 40-year milestone with a promise of continued service to the community.

Tower Hamlets joins national initiative to bring life-saving heart checks to workplaces

Workplaces in Tower Hamlets are being invited to register their interest in a free health check for their employees, as part of a new government-funded cardiovascular disease (CVD) workplace health check pilot.

Tower Hamlets Council is one of 48 local authorities taking part in the multi-million-pound programme, which will see CVD health checks being delivered in workplace settings up until 31 March 2025.

Approximately one in three heart attacks and one in four strokes occur in people of working age, many of whom struggle to return to work. By bringing health checks to the workplace, this pilot aims to identify those at risk earlier and provide timely interventions that could save lives.

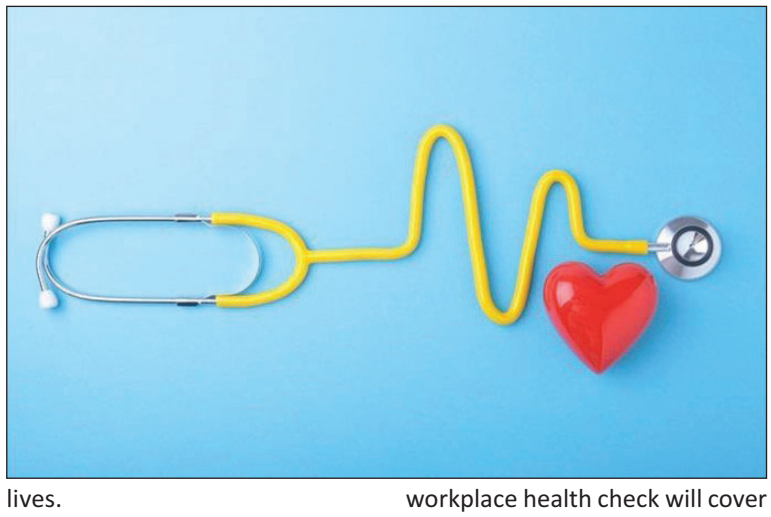

The scheme also hopes to tackle the economic impact of CVD, which is estimated to cost the UK economy around £25 billion each year.

In Tower Hamlets, the CVD workplace health check will cover a blood pressure check, as well as smoking status, BMI, and alcohol risk. Measuring and providing support in these areas routinely can help to prevent ill health.

Cllr Gulam Kibria Choudhury, Cabinet Member for Health, Wellbeing and Social Care, said:

"We are thrilled to be part of this critical initiative, bringing life-saving health checks directly to people where they work.

"Making these checks more accessible and convenient is a proactive step towards reducing the risk of heart disease, stroke and other serious health conditions, so we can empower our community to live longer, healthier lives."

The CVD workplace health check programme will have a focus on reaching groups less likely to access traditional NHS Health Checks, such as men, younger people, and those from more deprived communities.

In Tower Hamlets, around 50 per cent of high blood pressure cases remain undetected, and type 2 diabetes and hypertension are the most common long-term health conditions in the borough. Every year, the NHS Health Check programme engages over 1.3 million people in England, and prevents an estimated 300 premature deaths. However, many people are not completing these checks.

The CVD workplace health checks pilot will make it easier for people to access effective treatment or take preventative action so they can stay healthier for longer.

For more information on how your workplace can get involved in the CVD workplace health check pilot, visit www.towerhamlets.gov.uk/healthyworkplaces

Year: 21 ◆ Issue: 1027 ◆ Friday 13 September - Thursday 19 September 2024

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

ছাত্র আন্দোলনে নিহত ৬২৫, আহত ১৮৩৮০

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ৬২৫ জন নিহত ও ১৮ হাজার ৩৮০ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব এম এ আকমল হোসেন আজাদ। তবে এটিই চূড়ান্ত নয় বলে জানান তিনি।

বুধবার সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ব্রিফিংকালে তিনি এ কথা বলেন।

এম এ আকমল হোসেন আজাদ বলেন, আন্দোলনে আহত ছাত্র ভাইদের মধ্যে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে, তেমন কোনো দায়ভার নিয়ে জাতির কাছে আমরা পার পাবো না।

সেজন্য আমরা সমন্বিতভাবে কাজ করছি। আহত ছাত্রদের বিদেশে চিকিৎসার জন্য চেষ্টা করছি। আমাদের আওতায় না থাকার পরও বিমান বাংলাদেশ বিনামূল্যে টিকিট দিয়েছে। কেউ না দিলেও আমরা ব্যবস্থা করবো।

তিনি আরও বলেন, কতজন ছাত্র বা জনতা আহত-নিহত হয়েছেন সে ব্যাপারে একটি টাস্কফোর্স বা কমিটি হয়েছে। উচ্চপর্যায়ের একজন সাবেক স্বাস্থ্য সচিবের নেতৃত্বে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা এ সংখ্যাটি নিরূপণের চেষ্টা করছেন। আমাদের ডাটাবেজ, কমিটির তথ্য ও বিভিন্ন সূত্রের তথ্যে একটি সংখ্যা জানাতে চাই। তবে এটিই চূড়ান্ত নয়।

সিনিয়র সচিব বলেন, আমরা জানতে পেরেছি ১৮ হাজার ৩৮০ জন আহত হয়েছেন, ৬২৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন। আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে স্থানান্তরের চেষ্টা করেছি। --১৭ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাজ্যের কারাগার থেকে মুক্ত ১৭৫০ বন্দি

পোস্ট ডেস্ক : ইংল্যান্ডের কারাগারগুলোতে বন্দিদের জায়গা সংকুলান না হওয়ায় ১৭৫০ জন বন্দিকে জেল থেকে মুক্তি দিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের জেল থেকে ১৭৫০ জন বন্দিকে ছেড়ে দেয়ার তথ্য নিশ্চিত করেছে স্বরাষ্ট্র দফতর। মুক্তি পাওয়া আসামিদের সকলের সাজাই ছিল পাঁচ বছরের কম মেয়াদে।

গত সপ্তাহের পরিসংখ্যান মতে ব্রিটেনের সর্বশেষ বন্দির সংখ্যা ছিল ৮৮,৫২১ জন, যা ছিল ব্রিটেনের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক জেল কয়েদি। লেবার সরকার ক্ষমতায় এসেই ঘোষণা --১৭ পৃষ্ঠায়

ইমরান খানকে ঘিরে ফের উত্তপ্ত পাকিস্তান

পোস্ট ডেস্ক : পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মুক্তির দাবি নিয়ে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে দেশের রাজনীতি। বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) নেতাকর্মীরা। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সাধারণ জনতাও। সোমবার রাতে --১৭ পৃষ্ঠায়

ভয়াবহ বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে দেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ভাদ্র মাস প্রায় শেষ। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বেশ কয়েক দিন ধরে দেশজুড়ে বেড়েই চলেছে লোডশেডিং। এই গরম এবং ঘন ঘন লোডশেডিংয়ে অসহনীয় হয়ে উঠেছে জনজীবন। রাজধানীতে তেমন লোডশেডিং না হলেও রাজধানীর বাইরের জেলা শহর ও গ্রামাঞ্চলে লোডশেডিং পরিস্থিতি অসহনীয়। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত লোডশেডিং হচ্ছে। এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলছে বিদ্যুৎতের এ অবস্থা। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিদ্যুতের যাওয়া-আসার --১২ পৃষ্ঠায়

হৃদয় বিদারক!

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নড়াইলের লোহাগড়ায় বেপরোয়া গতির ট্রাকের ধাক্কায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে নড়াইল-ঢাকা মহাসড়কের লোহাগড়া উপজেলার মাইটকুমড়া আশ্রয়ণ প্রকল্পের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় তুহিন শেখ নামে আরো একজন আহত হয়েছেন।

নিহতরা হলেন, উপজেলার মাইটকুমড়া গ্রামের আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দা জামাল মোল্যার ছেলে রাসেল মোল্যা, রমজান বিশ্বাসের ছেলে জিয়া বিশ্বাস এবং একই উপজেলার কালনা গ্রামের হেমায়েত শেখের ছেলে শামীম শেখ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাসেল তার দাদির লাশ দাফনের জন্য চারজনকে সঙ্গে নিয়ে --১৭ পৃষ্ঠায়

টাওয়ার হ্যামলেটসে হোমলেসনেস-এর প্রস্তাবিত নতুন পলিসি সাসপেন্ড করেছেন নির্বাহী মেয়র লুৎফুর

স্টাফ রিপোর্টার: গৃহহীনতার শিকারদের আবাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের হোমলেসনেস প্লেসমেন্ট পলিসিতে প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলোর বাস্তবায়ন সাসপেন্ড করেছেন নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান।

বুধবার ১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের কেবিনেট মিটিংয়ে এই পলিসি বা নীতিতে প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলো সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে মেয়র বলেন, প্রস্তাবিত পলিসিতে পরিবর্তনগুলো প্রসঙ্গে আমরা বারার বাসিন্দাদের কাছ থেকে বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি ঘনিষ্ঠভাবে শুনেছি। আমি সব সময় এটা দৃঢ়তার সাথে বলি যে আমি একজন শ্রোতা বা লিসেনিং মেয়র, এটি হচ্ছে একটি লিসেনিং কাউন্সিল এবং এখানে আমরা যা কিছু

করি তার মূলে থাকেন বাসিন্দারা। এই শোনার ফলস্বরূপই, আমি হোমলেসনেস একোমোডেশন প্লেসমেন্ট নীতিতে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের বাস্তবায়ন স্থগিত করছি, যাতে আমাদের সঠিকভাবে পর্যালোচনা এবং মানুষের জন্য এর প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য আরও --১২ পৃষ্ঠায়

কমালার চমক

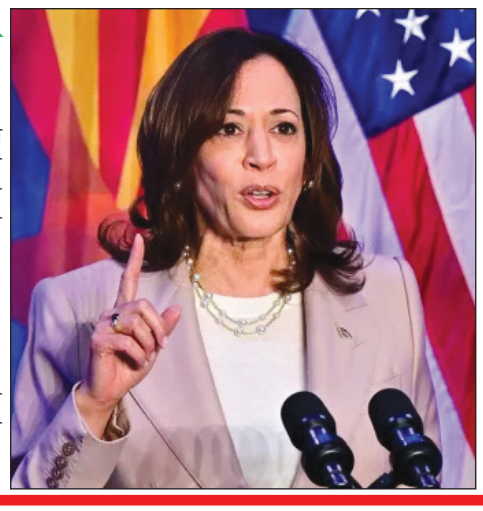

পোস্ট ডেস্ক : এক অগ্নিঝরা প্রেসিডেন্সিয়াল বিতর্ক। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ৫ই নভেম্বর প্রেসিডেন্ট পদের দুই প্রার্থী- কমালা হ্যারিস ও ডনাল্ড ট্রাম্প। প্রথমজন ডেমোক্রেট। দ্বিতীয়জন রিপাবলিকান। মঙ্গলবার স্থানীয় সময় রাতে ফিলাডেলফিয়ায় তাদের মধ্যে বিতর্ক ছিল রীতিমতো উত্তেজনায় ভরা। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে প্রতিটি পর্বই ছিল প্রাণবন্ত। বিতর্ককে অভিহিত করা হচ্ছে ফায়ারিং ডিবেট হিসেবে। বিতর্কে উঠে আসে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি, গর্ভপাত, অভিবাসন, ইসরাইল-ফিলিস্তিন, ক্যাপিটল হিলে দাঙ্গার মতো বিষয়। বিতর্কে উভয় নেতা একে অন্যকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেন। হলঘর দর্শকশূন্য ছিল এ সময়। ফলে কোনো হর্ষধ্বনি বা দুয়োধ্বনি- কিছুই --১৭ পৃষ্ঠায়

যে কারণে যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলে কেন বারবার সশস্ত্র হামলা?

পোস্ট ডেস্ক : সম্প্রতি জর্জিয়ার অ্যাপালাচি স্কুলে হামলা করেছেন একজন বন্দুকধারী। সম্ভাব্য হামলাকারী হিসেবে এই স্কুলের ১৪ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থী ও তার বাবা বিচারাধীন আছেন। নিউইয়র্ক টাইমসের খবর থেকে জানা গেছে, উপহার হিসেবে সন্তানকে একটি রাইফেল দিয়েছিলেন ওই শিক্ষার্থীর বাবা। পরবর্তীকালে অ্যাপালাচি স্কুলে হামলার ঘটনা ঘটে। জর্জিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ এই হামলায় দুইজন শিক্ষার্থী ও দুইজন শিক্ষক মারা যান।

স্কুলে হামলার ঘটনা এটিই প্রথম নয়। শিশু থেকে বয়স্ক, সবার মনে স্কুলে হামলা নিয়ে একই প্রশ্ন, স্কুলে কেন বারবার এমন হামলার ঘটনা ঘটে? এর থেকে কি কোনো মুক্তি নেই? হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ উইলিয়াম ভি পেলফে জুনিয়র এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। --১৭ পৃষ্ঠায়

ধেয়ে আসছে রোহিঙ্গারা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : মিয়ানমারের রাখাইনে বোমা ও গুলিতে টিকতে না পেরে প্রাণ বাঁচাতে দালালদের মাধ্যমে --১২ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk